Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জিজ্ঞাসা

3/3653

PRESENTED

LIBRARY
No. ...
... Shri ... mayee Ashram
BANARAS.

মহামহোপাধ্যায়
শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

11/151 9/239

PRESENTED
by
বিজিজ্ঞাসা Sri Jagadish Pal
Life member
M A. Sangha
4/7/84

LIBRARY
No. 11/151 9/239
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Library
SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM
Bhadaini, Varanasi-I

No. 11/15 239

Books should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of -/10/- N. P. daily shall have to be paid.

19.9.77

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

11/157

জিজ্ঞাসা

মহামহোপাধ্যায়

শ্রী গোপীনাথ কবিরাজ

Presented by Sri Jagadish Pal
of Calcutta

পশ্যন্তী প্রকাশনী

কলিকাতা-৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক
শ্রীজগদীশ্বর পাল
১০, গ্যালিফ্ স্ট্রীট
(স্যুইট নং ১৩, ব্লক নং ১)
কলিকাতা-৩

প্রথম প্রকাশ গুরু-পূর্ণিমা, ১৩৮১

মূল্য ৫·০০ মাত্র

—প্রাপ্তিস্থান—

১। মহেশ লাইব্রেরী
২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

২। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

৩। জিজ্ঞাসা
১৩৩এ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯

মুদ্রাকর
শ্রীমিহিরকুমার মুখোপাধ্যায়
টেম্পল প্রেস
২, ন্যায়রত্ন লেন
কলিকাতা-৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED
LIBRARY
No........11151 9/239
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

নিবেদন

আমরা ইতঃপূর্বে পূজনীয় আচার্যদেবের পত্রাবলীর কিছু অংশ এবং তাঁহার হৃদয়ে স্বতঃ উদ্ভূত তত্ত্বজ্ঞানের কিছু বিবরণী, যাহা তিনি বিভিন্ন সময়ে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, 'স্বসংবেদন' নাম দিয়া প্রকাশিত করিয়াছি। দুইটি গ্রন্থেই নানা আধ্যাত্মিক তত্ত্বের উপর তাঁহার অলোক-সামান্য প্রতিভা ও অনন্যসাধারণ সাধনালব্ধ প্রজ্ঞার আলোক বিচ্ছুরিত হইয়া বহু লোকের মনের পুঞ্জীভূত সংশয় ও সাধনাবিষয়ক নানা অনিশ্চয় দূর করিতে সাহায্য করিয়াছে। এজন্য অনেকে 'পত্রাবলী'র দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের বিষয়ে আগ্রহপূর্বক জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কারণ উহাতে বিশেষ করিয়া নানা জিজ্ঞাসুর তত্ত্ব ও সাধন সম্বন্ধে বিবিধ প্রশ্নের উত্তর পত্রাকারে আচার্যদেব লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। নানা কারণে পত্রাবলীর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করা এ যাবৎ সম্ভব না হওয়ায় সেই চাহিদা পূরণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এবারের এই 'বিজিজ্ঞাসা' নামক গ্রন্থটি প্রকাশে আমরা উদ্যোগী হইয়াছি।

প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে জিজ্ঞাসার উদ্ভব না হইলে কাহাকেও বৃথা জ্ঞানদানের পদ্ধতি একপ্রকার নিষিদ্ধই ছিল। যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভের আশায় সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেন, তাঁহাদের মধ্যেও সর্বাগ্রে এই 'বিবিদিষা' বা বেদনের অর্থাৎ জ্ঞানের ইচ্ছার উপরই জোর দেওয়া হইত। পূজনীয় আচার্যদেবও সেইজন্য তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনে নিরন্তর নানা জিজ্ঞাসুরা তাঁহার পদপ্রান্তে উপনীত হইয়া আকুলভাবে যে সব প্রশ্ন তুলিয়া ধরিয়াছেন অনলসভাবে কেবল তাঁহাদেরই যথাসাধ্য উপদেশদানে কৃতার্থ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া তিনি কোনোদিন কোনো সভা-সমিতিতে যাইয়া বৃথা বাগাড়ম্বরের দ্বারা নিজের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হন নাই. কারণ তিনি বিশ্বাস করেন যে যেখানে জিজ্ঞাসু ও তত্ত্ববেত্তার মধ্যে একটি যোগসূত্র নাই সেখানে কাহাকেও কিছু দিবার সুযোগই উপস্থিত নাই। সেক্ষেত্রে বহুজনসমাকীর্ণ সভায় প্রযুক্ত শব্দরাশি শূন্যেই মিলাইয়া যায়, কারণ কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া কিছু দিবার জন্য সেখানে বলা হইতেছে না এবং লইবার জন্যও উন্মুখ হইয়া সেখানে কেহ বসিয়া নাই। যদি বলা হয়, সভাস্থ সকলেই সেখানে জ্ঞান লাভের জন্য সমবেত, তাহা হইলেও মনে রাখিতে হইবে এরূপ সমষ্টিগতভাবে কখনও তত্ত্ব-জ্ঞান সঞ্চার করা যায় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেটি একান্ত ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপনের দ্বারাই সম্ভব হইতে পারে। পূজনীয় আচার্যদেবকে উপদেশদানকালে অনেক সময়েই বলিতে শুনিয়াছি যে তখন একটি বৈদ্যুতিক প্রবাহের মত জ্ঞানের জ্যোতিপ্রবাহ (current) নিরন্তর বহিয়া চলে, তাহাতে ছেদ পড়িলে বিশেষ হানির সম্ভাবনা। এই প্রসঙ্গেই প্রাচীনকালে পাঠ গ্রহণের সময় যে সব নিয়ম প্রচলিত ছিল এবং যাহা আমাদের নিকট এখন হাস্যকর বলিয়া মনে হয় তাহার বিষয়েও তিনি আলোকপাত করেন। প্রাচীনকালে বিদ্যাভ্যাসের সময় গুরু ও শিষ্যের মাঝখান দিয়া কেহ চলিয়া গেলে বা আকাশে মেঘগর্জন বা বিদ্যুৎপাত হইলে পাঠ বন্ধ হইয়া যাইত। ইহার আসল কারণ প্রবাহে ছেদ পড়িত এবং তাহাকে পুনরায় সক্রিয় করা বা restore করা অনেক শ্রমসাধ্য ব্যাপার। যাহা হউক্‌—আর্ষ জ্ঞানের এই সব মহিমা বা সেই সব জ্ঞান সঞ্চারের ধারাও এখন লুপ্তপ্রায়। পূজনীয় আচার্যদেবের মত দুই একজন বিরল মহাজ্ঞানী এখনও সেই ধারাকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছেন।

জিজ্ঞাসা লইয়া তাই তাঁহার কাছে যিনি যখনই গিয়াছেন কখনই বিমুখ হইয়া ফিরিয়া আসেন নাই। তবে অনেকেই সেসব অমূল্য উপদেশ মনে মনে কিছু ধারণা করিয়া রাখিলেও বাহ্যতঃ ধরিয়া রাখিতে সচেষ্ট হন নাই। আমাদের বিশেষ সৌভাগ্য যে আচার্যদেবের দুইজন একান্ত অনুগত জিজ্ঞাসু ভক্ত শ্রীহেমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এবং শ্রীজগদীশ্বর পাল ১৯৬৭ হইতে ১৯৭০-এর মধ্যে তাঁহাদের বিভিন্ন জিজ্ঞাসার উত্তরে প্রদত্ত আচার্যদেবের অমূল্য জ্ঞানোপদেশগুলি লিপিবন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহাদের সুরক্ষিত মণিমঞ্জুষা হইতে আহরণ করিয়া এই তত্ত্বোপদেশগুলির একটি সংকলন 'বিজিজ্ঞাসা' নাম দিয়া এখানে প্রকাশ করা হইল। শ্রীবারীন্দ্রনাথ চৌধুরীর একটি জিজ্ঞাসার উত্তরও ইহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইঁহাদের সকলকেই আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

প্রাচীনকালের উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেনঃ 'তদ্‌ বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্‌ ব্রহ্ম'। তাহাকেই জানিতে ইচ্ছা কর, তাহাই ব্রহ্ম। এখানেও জিজ্ঞাসা সেই পরম তত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া। তাই এখানে জিজ্ঞাসা একান্ত ব্যক্তিগত হইলেও তাহা সার্বভৌম। সাধন-পথের পথিকমাত্রই জানিতে চাহিবেন ভ্রূমধ্যে জ্যোতিচিন্তার প্রয়োজন কি, মহাপুরুষের কৃপাতেই কি সব হয়, না নিজের সাধনারও অপেক্ষা আছে, দীক্ষায় যে মন্ত্র লাভ হয় তাহার স্বরূপ কি, বীজমন্ত্র জপ ও নামজপে পার্থক্য কি, গায়ত্রী মন্ত্রের অর্থ বা তাৎপর্য কি ইত্যাদি। তেমনি তত্ত্বজিজ্ঞাসু মাত্রেই বুঝিতে চান মায়া ও অবিদ্যার মধ্যে পার্থক্য কি, পূর্ণ সত্যের স্বরূপ কি, পঞ্চদশী, ষোড়শী, সপ্তদশী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তত্ত্ব বলিতে কি বুঝায় প্রভৃতি। এই জাতীয় জিজ্ঞাসাই এখানে আচার্য-দেবের কাছে উপস্থাপিত হইয়াছে এবং তাহার উত্তরে তিনি সেই জিজ্ঞাসুর সংশয় নিরসনের জন্য আপন সাধনলব্ধ প্রজ্ঞাজ্যোতির যেটুকু আলোক বিকিরণ করিয়াছেন, তাহা এখন প্রসাদরূপে সকলের জিজ্ঞাসুমাত্রেরই অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করার কাজে লাগিবে, এই ভাবিয়াই আমরা এইগুলি প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছি। সাহসী হইয়াছি বলার ইহাই তাৎপর্য যে ইহার মধ্যে এমন অনেক গুহ্য বিষয় আলোচিত হইয়াছে, যেমন কুমারীতত্ত্ব, কাম-কলাতত্ত্ব, প্রাসাদবিজ্ঞান প্রভৃতি, যাহা সকলের কাছে প্রকাশনীয় নহে এবং আচার্যদেবও অনেক সময় এগুলি ছাপাইতে বা প্রকাশ করিতে নিষেধও করিয়াছেন। হয় তো এগুলি প্রকাশ করিয়া আমরা তাঁহার কাছে অপরাধীও হইলাম কিন্তু এই সব গহনতত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ জনসাধারণের মনে যে নানা ভ্রান্ত ও বিকৃত ধারণা বাসা বাঁধিয়া আছে, তাহা একমাত্র তাঁহার এই সব উপলব্ধিমূলক ব্যাখ্যার দ্বারাই নিরসন হওয়া সম্ভব মনে করিয়াই প্রকাশ করা হইল। তন্ত্রের এই সব তত্ত্ব যে কত বিশাল ও গভীর, তাহার কিছুটা আভাস এখানে মিলিবে। তবে এই সব রহস্য একান্তভাবেই গুরুমুখগম্য।

এই জাতীয় গ্রন্থের পাঠক বা গ্রাহক বড়ই বিরল। এইজন্য আমাদের পূর্ব প্রকাশিত গ্রন্থগুলি যতটা বিক্রয় হইবে আশা করা গিয়াছিল, তাহা হয় নাই। বর্তমানে কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্মূল্যের দরুণ এবং ছাপার খরচও চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় এই সব গ্রন্থ প্রকাশ প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। টেম্প্‌ল্‌ প্রেসের কর্মীবৃন্দ এই গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যাপারে বিশেষ আনুকূল্য করিতে আগাইয়া আসায় আমাদের পক্ষে এত দ্রুত ও নির্ভুলভাবে গ্রন্থটি প্রকাশ করা সম্ভব হইল। প্রেস কপি তৈয়ারী করিয়া দেওয়ার ব্যাপারে শ্রীমতী উমা ঘোষ ও কুমারী দীপ্তি পাল যে সহৃদয় সহযোগিতা করিয়াছেন সেজন্য তাঁহারা একান্ত ধন্যবাদার্হ। বিশ্বগুরু সকলের কল্যাণ বিধান করুন —ইহাই প্রার্থনা।

বর্ধমান
গুরু-পূর্ণিমা
১৩৮১ বঙ্গাব্দ

শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়

LIBRARY
No.........
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মঃ মঃ গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের বাংলাভাষায়
প্রকাশিত পুস্তকের তালিকাঃ—

১। পত্রাবলী (১ম ভাগ)
২। তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত
৩। শ্রীকৃষ্ণপ্রসঙ্গ
৪। সাধুসঙ্গ ও সৎপ্রসঙ্গ (১ম ও ২য় ভাগ)
৫। সাহিত্যচিন্তা
৬। ভারতীয় সাধনার ধারা
৭। তন্ত্র ও আগম শাস্ত্রের দিগ্দর্শন
৮। বিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ (চার খণ্ড)
৯। বিশুদ্ধ বাক্যামৃত
১০। পূজা
১১। স্বসংবেদন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

॥ ১ ॥

পঞ্চদশী, ষোড়শী ও সপ্তদশী তত্ত্বের স্বরূপ কি?

তুমি পঞ্চদশী, ষোড়শী এবং সপ্তদশী তত্ত্বসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছ। আমি সংক্ষেপে ইহা বুঝাইয়া দিব। ইহা অত্যন্ত গম্ভীর রহস্য, ক্রমশঃ মনন করিতে করিতে গুরুকৃপা হইলে ইহা অধিগম্য হইবে আশা করি। ইহা যদিও বুদ্ধির অগম্যতত্ত্ব, কিন্তু বোধের অগম্য নহে। তুমি বুদ্ধিকে অতিক্রম করিয়া বোধিতে আরূঢ় হইয়া ইহাকে ধরিতে চেষ্টা করিবে, তাহা হইলে কিছু কিছু ধারণা হইবে আশা করি। এখানে এই তত্ত্বকে কোন সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার না করিয়া শুধু বোধগম্য হওয়ার জন্য ঐ নিগূঢ় তত্ত্বের আলোচনা করিব।

মনে রাখিও আমরা কালজগতে রহিয়াছি। ইহা পরিণামের ক্ষেত্র। এই কালজগৎ হইতেই ইহাকে ধরিতে চেষ্টা করিতে হইবে। এই কালজগৎ আবর্ত্তনশীল। এইখানে যে শক্তি কাজ করে তাহারাও নিরন্তর আবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই আবর্ত্তনের দুইটি দিক্ আছে। একটি আকুঞ্চন এবং অপরটি প্রসারণ। একটি সম্মুখগতি, একটি পশ্চাৎগতি। একটি নিশ্বাসের ক্রিয়া, অপরটি প্রশ্বাসের ক্রিয়া। জগতের যাবতীয় দ্বন্দ্ব এই উভয় ক্রিয়ার অন্তর্গত। যেমন শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া—শ্বাস নিতেও হয়, কিন্তু নিয়াও শান্তি নাই, পুনরায় ফেলিতে হয়। আবার ফেলিয়াও থাকা যায় না, পুনর্বার নিতে হয়। শ্বাসের ত্যাগ ও গ্রহণ নিরন্তর চলিতেছে। ইহারই নাম জীবন। চক্ষুর উন্মীলন আবার নিমীলন, আবার উন্মীলন আবার নিমীলন—ইহাও এইরূপ। ইহাতে প্রগতি হয় ইহা নিশ্চিত—কিন্তু ইহা কালের প্রগতি। এই প্রগতির অন্ত নাই। কিন্তু ইহাকে সোপান পরম্পরা-ক্রমে ব্যবহার করিতে পারিলে ইহা হইতেই ঊর্দ্ধ্বগতি লাভ হয়। পদের বিশ্রাম এবং উহার উত্তোলন ইহা পুনঃ পুনঃ করিতে করিতে যখন সোপান অতিক্রম করা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যায় তখন একটি স্থির অবস্থা লাভ হইয়া থাকে। ঠিক সেই প্রকার শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাপারেও জানিতে হইবে। গুরুদত্ত কৌশলে এই প্রাকৃতিক কালগত আবর্ত্তনের মধ্যেই অপ্রাকৃত স্থিতিবিন্দু প্রাপ্ত হওয়া যায়। তখন জড় হইতে চৈতন্যে প্রকাশ হয়। তখন কাল হইতে কালাতীত অমৃতসত্তায় স্থিতি লাভ হয়। এই নিত্যস্থিতির নাম ষোড়শী। পঞ্চদশী হইতেই ষোড়শীতে প্রবেশ হয়। ষোড়শী আত্মস্বরূপ—আত্মার নিত্যকলা। যখন ষোড়শী প্রাপ্তি হয় তখন কালের অতিক্রম হয় ইহা সত্য। তখন জড়রাজ্য হইতে শক্তিরাজ্যে প্রবেশ হয়। শক্তিরাজ্যে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পারা যায় যে শক্তির সঙ্গে শিব রহিয়াছেন। এই শিবশক্তির যুগলকে কামেশ্বর-কামেশ্বরী নামে বর্ণনা করা চলে। ইঁহারা ত্রিকোণের মধ্যবিন্দুতে আসীন। ইঁহাদিগকে ঘিরিয়া নিত্যামণ্ডল নিরন্তর পরিক্রমা করিতেছে। এই নিত্যা পঞ্চদশ কালশক্তিরূপী নিত্যা এবং যেটি ষোড়শ সেটি নিত্যা হইয়াও একদিকে নিত্যা এবং অপরদিকে সাক্ষাৎ জগদম্বা। এই দৃষ্টিতে ষোড়শী নিত্য বলা যায়।

কালের ধর্ম পরিণাম এবং আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তন। কিন্তু আবর্ত্তনের পথে অমৃতকলাকে পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইলে আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তন থাকে না। বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের কুঞ্জলীলার প্রক্রিয়াতে এই নিত্যমণ্ডলের পরিক্রমাকেই আশ্রয় করিয়াছেন। বৈষ্ণবীয় পরিভাষাতে ইহাই কুঞ্জলীলার তাৎপর্য। নিকুঞ্জলীলা ইহা হইতে পৃথক্। অতএব ষোড়শী প্রাপ্ত হওয়া আর কামেশ্বর-কামেশ্বরীরূপ যুগলকে প্রাপ্ত হওয়া একই কথা। ইহা কালের স্বরূপ হইতে অমৃতরাজ্যে প্রবেশ করা বলা যাইতে পারে। আমি সাঙ্কেতিক পরিভাষায় বলিতে পারি ইহাই বহু হইতে দুইয়ে যাওয়া। দুই বলিতে দুইটি পৃথক সত্তা বুঝিবে না—ইহা যুগল সত্তা। ইহাকে যুগল বলে, যুগ্ম বলে, যামল বলে, যুগনদ্ধ বলে। এই সবগুলিই একই অর্থের দ্যোতক। বিভিন্ন দিক হইতে দেখিতে গেলে ইহাই অর্দ্ধনারীশ্বরের স্থিতি। এই স্থিতিতে কামেশ্বর-কামেশ্বরী এক আসনে অর্থাৎ বিন্দুতে যুগলরূপে উপবিষ্ট। এই যুগলপ্রাপ্তির উপাসনাই ষোড়শীর উপাসনা। ইহা কালা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তীত সত্তাকে লাভ করা, কিন্তু ইহা অদ্বৈতসত্তা নহে। ইহা বহু নহে, দুই—ইহা সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া ইহা পৃথক পৃথক দুইটি সত্তা নহে—একই সত্তার দুইটি দিক্। এই দুইটি দিকের একটি অপরটিকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। বহু হইতে এই দুইয়ে সমাগম অথবা প্রবেশ বহু ভাগ্যের ফলে ঘটে। এই ষোড়শী হইতে আরও অন্তরঙ্গ গতির পথে অগ্রসর না হইতে পারিলে যুগল হইতে অদ্বৈতে প্রবেশ লাভ হয় না। ষোড়শী হইতে সপ্তদশী অবস্থায় উপনীত হওয়া অত্যন্ত রহস্যময়। এই রহস্য জগতে প্রকাশের যোগ্য নহে। কিন্তু প্রতীক অবলম্বন করিয়া তোমার বুদ্ধিতে প্রবেশের উপযোগী করিয়া কয়েকটি কথা বলিতেছি। বহু হইতে দুইয়ে এবং দুই হইতে যুগলে প্রবেশের কথা বলা হইয়াছে। এখানে একথা মনে রাখিতে হইবে যে বহু বলিতে বুঝায় অনন্ত কিন্তু রহস্যমার্গে বুঝায় তিন, সুতরাং তিন বলিতেই অনন্ত গ্রহণ করিতে হইবে। তিনের পশ্চাৎ ভাগে দুই রহিয়াছে। তাই দুই বলিতেও দুই বুঝিবে না। পরস্পর সংযুক্ত দুই বুঝিবে—যাহার নামান্তর যুগল। এবার আমরা দুই হইতে অর্থাৎ যুগল হইতে একের পথ চিনিবার চেষ্টা করিব। এই একও শুধু এক নয়, একের মধ্যে দুই এবং তাহার মধ্যে অনন্ত।

এই দুই অর্থাৎ যুগল হইতে একে পৌঁছিবার অর্থাৎ ষোড়শী হইতে সপ্তদশীতে উঠিবার রহস্যমার্গের কথা বলিতেছি। ষোড়শী কামেশ্বর এবং কামেশ্বরীরূপে যুগল কিন্তু যতদিন এই রহস্যমার্গে প্রবেশ না হয় ততদিন এই যুগল হইতে অদ্বৈতসত্তায় প্রবেশ করা যায় না। এই অদ্বৈত সত্তাও অতি বিচিত্র। যুগলের মধ্যে যেমন দুই পৃথক্ নহে, তেমনি এই অদ্বৈতের মধ্যেও অনন্ত দ্বৈতও পৃথক্ নহে। এই অদ্বৈত পদ সর্বপ্রকার ভেদবর্জিত পরম অদ্বয়সত্তা। ভেদের তরঙ্গভঙ্গও এখানে নাই, কিন্তু ইহারই মধ্যে সমগ্র কাল ও সমগ্র ভেদপ্রপঞ্চময় বিচিত্র বিশ্ব অনুস্যূত রহিয়াছে।

'এই প্রক্রিয়াটির নাম প্রাসাদ প্রক্রিয়া। মনে রাখিবে প্রাসাদ মন্ত্র অতি গুহ্য। কেহ কেহ ইহাকে দুই ভাগে বিভাগ করেন, কেহ কেহ তিন বা চারে। তাৎপর্য একই। একটি প্রাসাদ, একটি মহাপ্রাসাদ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটি পরাপ্রাসাদ এবং চতুর্থটি প্রাসাদপরা। এই চারিটি অবস্থা পূর্ণ হইলে প্রাসাদের ক্রিয়া সমাপ্ত হয়। এই প্রাসাদ ক্রিয়ার রহস্য পরাপ্রাসাদ ও প্রাসাদপরার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। ইহার প্রকৃত তাৎপর্য বারান্তরে বলিব।

॥ ২ ॥

কুমারী তত্ত্বের রহস্য কি?

তুমি জানিতে চাহিয়াছ কুমারী তত্ত্বের প্রকৃত রহস্য কি। এখানে সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

মহাশক্তি এবং কালশক্তি জগতে কার্য করিতেছে। কালশক্তি হইতে বস্তু সকলের পরিণাম সংঘটিত হয়, কারণ কালই সর্ব বস্তুর পরিণাম সাধক বা পাচক। অনাদি কাল হইতেই কাল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সিদ্ধ মহাপুরুষগণ কোন না কোন ভাবে মহাশক্তির আশ্রয়ে যাইতেন। কালশক্তি আবর্তনশীল। জগতের সকল পদার্থই কালশক্তির অধীনে থাকিয়া নিরন্তর আবর্তন করিতেছে। উহা জগতে সকল বস্তুকেই পরিবর্তিত করিতেছে, কারণ পরিণাম সম্পাদনই ইহার স্বভাব। উপাসনামার্গে শক্তির উপাসনা এই কালকে জয় করিবার জন্যই হইয়া থাকে।

আমরা শাক্ত উপাসনার দিকে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইব যে কালকে জয় করিবার জন্য শাক্ত উপাসনা প্রচলিত রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে পঞ্চদশী, ষোড়শী এবং সপ্তদশী—মহাশক্তির এই তিনটি স্বরূপ এখানে আলোচ্য বলিয়া মনে হয়। পঞ্চদশী পঞ্চদশটি কলার সমষ্টিরূপে কল্পিত হইয়া থাকেন। এই পঞ্চদশী বিন্দুরূপে কল্পিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া ষোড়শী স্বরূপে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। পঞ্চদশী আবর্ত্তনশীল, কালচক্রে ইহা নিরন্তর আবর্ত্তিত হইতেছে। এই আবর্ত্তন অনুলোম ও বিলোমভাবে দুই প্রকার। একটি আবর্ত্তনে কলার বিকাশ হইতে হইতে পূর্ণ কলার আবির্ভাব হয়। এইটি শুক্লপক্ষরূপে পরিগণিত। ইহা কালেরই আবর্ত্তন। এই আবর্ত্তনে কেন্দ্র লাভ হয় না। ইহার পর পূর্ণ কলা হইতে এক এক কলা করিয়া হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়। এইভাবে একদিন পঞ্চদশ কলারই হ্রাস হইয়া যায়। কালের রাজ্যে এই উভয় প্রকার আবর্ত্তনই প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে এই দুইটি আবর্ত্তন ঠিক ঠিক ভাবে পূর্ণ করিতে পারিলে বিন্দু অথবা কেন্দ্রশক্তির সাক্ষাৎকার ঘটে। তখন বুঝা যায় যে কেন্দ্রশক্তিকে মধ্য-বিন্দুরূপে রক্ষা করিয়া কালের চক্র নিরন্তর আবর্ত্তিত হইতেছে। আবর্ত্তন পূর্ণ হইলে চক্রের মধ্যবিন্দু আত্মপ্রকাশ করে। ইহারই নাম ষোড়শী। প্রথমে যে বিন্দুটির কথা বলা হইয়াছে তাহা আবর্ত্তন-শীল কালচক্রের বিন্দু। নিরন্তর ইহা দক্ষিণ ও বামে আবর্ত্তিত হইতেছে। প্রত্যেক আবর্ত্তনই বিন্দুরূপ কেন্দ্রকে মধ্যে রাখিয়া হইয়া থাকে। এই আবর্ত্তন বাস্তবিক পক্ষে এক হিসাবে অনাদি ও অনন্ত। ইহারই নাম কালচক্রের আবর্ত্তন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই কাল-চক্রের আবর্ত্তনের একটি মধ্যবিন্দু আছে—তাহার আবর্ত্তন হয় না এবং উহা স্থির বিন্দু। ঐ স্থির বিন্দুকে মধ্যে রাখিয়া কালশক্তি এক-বার দক্ষিণাবর্ত্তে ও একবার বামাবর্ত্তে পরিভ্রমণ করিতেছে। সাধক এবং যোগী উপাসনা কালে বাম ও দক্ষিণাবর্ত্তে আবর্ত্তন সম্পন্ন করিয়া থাকেন। এই উভয় আবর্ত্তন সম্পূর্ণ হইলে মধ্যবিন্দুটি দেখিতে পাওয়া যায়। উহাই কালচক্রের নাভি। মধ্যবিন্দুটি ষোড়শীরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। আবর্ত্তনশীল বিন্দু পঞ্চদশী নামে প্রসিদ্ধ। পঞ্চদশী কালের অধীন। উহাই কালশক্তি কিন্তু ষোড়শী কালের অতীত এবং উহা অমৃতস্বরূপ। কালের সঙ্গে অমৃতের নিরন্তর সংঘর্ষ চলিতেছে। কাল অগ্নিস্বরূপ এবং অমৃত সোমস্বরূপ। কালের খেলা পঞ্চদশ কলা লইয়া এবং এই সকল কলা কখনও প্রস্ফুটিত রূপে প্রকাশ পায়, কখনও তাহা পায় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবর্ত্তন হইতে হইলে দুইটি বিন্দু এবং উহার সংযোজক রজ্জুর আবশ্যকতা আছে। ঐ রজ্জুর এক প্রান্তে আবর্ত্তনশীল বিন্দু পরিভ্রমণ করে এবং উহার অপর প্রান্ত কূটস্থরূপে স্থির থাকে। এই উভয় বিন্দু লইয়াই চক্র গঠিত। যে বিন্দু অনুলোম ও বিলোমে আবর্ত্তনশীল তাহাই কালবিন্দু। জীবমাত্রই এই বিন্দুকে আশ্রয় করিয়া নিরন্তর ঘুরিয়া থাকে, কিন্তু যাহাকে পরিভ্রমণ করে তাহা স্থির এবং কূটস্থ। তাহাতে কালের কোন সংশ্রব নাই—উহাই অমৃতবিন্দু। বৃত্তের মধ্যবিন্দুটি অমৃতস্বরূপ। ইহা নিরন্তর স্থির ও প্রকাশমান ইহা মনে রাখিতে হইবে। প্রত্যেক জীবে এই দুইটি বিন্দুর কার্য হইতেছে। অর্থাৎ একটি বিন্দুকে স্থির রূপে মধ্যে রাখিয়া অপর বিন্দুটি তাহাকে দক্ষিণ ও বামাবর্ত্তে পরিক্রমা করিতেছে। দিন ও রাত্রির আবির্ভাব, শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের আবির্ভাব এবং উত্তরায়ণ দক্ষিণায়নের আবির্ভাব, অর্থাৎ অহোরাত্র চক্র, মাসচক্র এবং সংবৎসরচক্র এইভাবে ঘুরিতেছে। এই ঘোরাটাই কালের খেলা। যাহাকে মধ্যবিন্দুরূপে কেন্দ্রে রক্ষা করা হয় তাহা কালের অতীত। মনুষ্যের দেহে এইভাবে দুইটি বিন্দু কার্য করিয়া থাকে—একটি আবর্ত্তনশীল এবং অপরটি আবর্ত্তনশূন্য। একটি দেহ ও অপরটি আত্মা, একটি প্রকৃতি ও অপরটি পুরুষ।

কালরাজ্যে পূর্ণতা আছে এবং শূন্যতাও আছে, কিন্তু উভয়ই অপূর্ণ। পূর্ণিমাতে পঞ্চদশ কলা পূর্ণ হয় বলিয়া উহাকে পূর্ণ বলা হয়, কিন্তু উহা ঠিক পূর্ণতা নহে। যদি তাহাই হইত তবে চিরদিনই উহা পূর্ণ থাকিত, কৃষ্ণপক্ষের উদয় হইত না। তদ্রূপ কৃষ্ণপক্ষের অন্তে যে কলাহীন শূন্যতা লক্ষিত হয় তাহা প্রকৃত শূন্যতা নহে; কারণ সত্যই যদি উহা শূন্যতা হইত তাহা হইলে পুনরায় কলার আবির্ভাব হইয়া শুক্লপক্ষের উদয় হইত না। উভয়ই সাপেক্ষ। পূর্ণতাও নিরপেক্ষ নয়, শূন্যতাও নয়। সাধারণতঃ মনুষ্যমাত্রই এই ষোড়শ কলাসম্পন্ন।

মানুষের জীবনে এইভাবে অগ্নি ও সোমের খেলা চলিতেছে। অগ্নি সোমকে শোষণ করে, আবার সোমও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অগ্নিকে নির্বা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পিত করে। ইহারই নাম অগ্নিসোমাত্মক জগৎ। এই বিশ্বের মধ্যে দুই প্রকার দেহ বিদ্যমান রহিয়াছে। এক প্রকার দেহ ক্ষয়শীল এবং নশ্বর। ইহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেও পরিণামী ও বিনাশশীল। প্রদীপ প্রজ্বলিত হইলেও চিরদিন প্রজ্বলিত থাকে না। তৈল নিঃশেষ হইয়া গেলে নিভিয়া যায়। ঐ তৈলটিই সোম, প্রদীপ অর্থাৎ দেহ। যে দেহে যতটা সোমকলা বিদ্যমান থাকে, সেই দেহ ততদিন জীবিত থাকে। তেল নিঃশেষ হইয়া গেলে প্রদীপ যেমন নিভিয়া যায়, সোম নিঃশেষ হইয়া গেলে এই দেহও তেমনি কালের কবলে পতিত হয়।

মরদেহ মাত্রই এই প্রকার। জীবন যতই দীর্ঘকাল স্থায়ী হউক না কেন সোমকলা রহিত হইলেই উহা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এইজন্য এই জগতের নাম মরলোক। কিন্তু এমন দেহও আছে যাহা মৃত্যুকে জয় করিয়া থাকে। উহাই প্রকৃত দিব্য দেহ বা অমর দেহ। উহা সোমকলার দ্বারা নির্মিত। প্রশ্ন এই—যখন উভয়ত্রই সোমকলা বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন কোন দেহ নশ্বর এবং কোন দেহ অবিনশ্বর হয় কেন? ইহার উত্তর এই প্রকার: পূর্বেই বলা হইয়াছে চন্দ্রের ষোড়শী কলা অমৃতকলা নামে প্রসিদ্ধ এবং পঞ্চদশ কলা কালশক্তির অধীন। কালশক্তির অধীন হইলেই একসময়ে তাহা কালের গ্রাসে পতিত হইবেই। পঞ্চদশ কলাকে কালাগ্নি শোষণ করিতে পারে, এবং পক্ষান্তরে ষোড়শী কলা কালকে নাশ করিয়া থাকে। এই ষোড়শী কলাই অমৃতকলা। সুতরাং এমন দেহও আছে যাহাতে ষোড়শী কলা সঞ্চারিত হয়। ষোড়শী কলাই এরূপ এক কলা যাহা কালের দ্বারা বাধিত হয় না। যাহাতে অর্থাৎ যে দেহে ষোড়শী কলারূপ উপাদান বিদ্যমান রহিয়াছে সেই দেহ অমৃতস্বরূপ। তাহার সঙ্গে পঞ্চদশ কলা সংযুক্ত থাকে বটে এবং সেইজন্য সাধারণ দেহের ন্যায় সেই দেহেও কালের পরিণাম প্রাপ্ত হয়—ইহাও সত্য। কিন্তু ষোড়শী কলার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কালস্পৃষ্ট পঞ্চদশ কলা ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়। চরম অবস্থায় পঞ্চদশ কলা লীন হইয়া যায় এবং সমগ্র দেহটি একমাত্র ষোড়শী কলাতেই বিদ্যমান থাকে। এই দেহ শুধু অমর নহে, মৃত্যুঞ্জয়। পঞ্চদশ কলা কালের অগ্নিতে শোষিত হয়, ইহা সত্য; কিন্তু ষোড়শী কলা কালকে শোষণ করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহাও সত্য। জ্ঞানদেহ, দিব্যদেহ প্রভৃতি পূর্ণ হইয়া গেলে কালের অধীন কখনই থাকে না।

অতএব পঞ্চদশী এবং ষোড়শী মহাশক্তির এই দুইটি রূপ বিশেষ রূপে জানা আবশ্যক। পঞ্চদশীতে যে পূর্ণতা আসে তাহা স্থায়ী হয় না, তাহা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া যায়।

॥ ৩ ॥

প্রকৃত অকর্তৃত্ববোধ কাহাকে বলে? ইহার সহিত শরণাগতির সম্বন্ধ কি?

তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছ তাহা আলোচনার যোগ্য মনে হয়। বিষ অথবা অমৃত অজ্ঞাতসারে পান করিলেও উভয় বস্তু নিজের শক্তি প্রকাশ করিয়াই থাকে, অবশ্য দেহাভিমানী জীবের উপর। সেই প্রকার যে কোন কারণে উদ্ভূত অকর্তৃত্ববোধ, যাহার সঙ্গে প্রকৃত জ্ঞানের কোন সম্বন্ধ নাই, এরকম অকর্তৃত্ববোধ ও অ-বোধ আপন আপন প্রভাব করিবারই কথা। তদনুসারে শ্রীভগবানে শরণাগতি বা ঐ জাতীয় ফল উদ্ভূত না হবে কেন?

এই বিষয়ে প্রথমে জানিবে যে এই প্রকার অকর্তৃত্ববোধ কার্যক্ষেত্রে ফলপ্রসব করিতে সমর্থ হয় না; কারণ তুমি জানো যে জীব মাত্রই মায়ার কঞ্চুকে আবৃত। কঞ্চুক ছয়টি। তাহার মধ্যে কলা, বিদ্যা প্রভৃতি অন্তর্গত। কলা বলিতে বুঝিতে হইবে—কিঞ্চিৎ কর্তৃত্ব, এবং বিদ্যা (অবিদ্যা) হইতে বুঝিতে হইবে কিঞ্চিৎ জ্ঞান। প্রত্যেক জীব কলাদি কঞ্চুকে আচ্ছন্ন। জীবের সর্বকর্তৃত্ব নাই ইহা সত্য; কিন্তু কিঞ্চিৎ কর্তৃত্ব আছে ইহাও সত্য। জীবে সর্বজ্ঞাতৃত্ব নাই কিন্তু কিঞ্চিৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞাতৃত্বও নাই ইহা মানা যায় না। কিঞ্চিৎ কর্ত্তৃত্বেরই পারিভাষিক নাম কলা এবং কিঞ্চিৎ-জ্ঞাতৃত্বের পারিভাষিক নাম বিদ্যা, অর্থাৎ অবিদ্যা।

যখন কঞ্চুক থাকে না তখন জীব ঈশ্বরভাবে উন্নীত হয়। কিঞ্চিৎ-কর্ত্তৃত্ব থাকিলে তাহার প্রভাব জীবের মধ্যে অবশ্যই থাকিবে। সুতরাং জীবে একেবারে কর্ত্তৃত্বাভাব কখনই সম্ভবপর হয় না। ইহা সত্য যে নানা কারণে জীব নিজের জ্ঞান ও ক্রিয়া সম্বন্ধে দুর্বলতা অনুভব করে, কিন্তু জীব কিছুই করিতে পারে না—এইরূপ প্রকৃত বোধ তাহার হয় না। বস্তুতঃ ইহা সত্য যে একটি অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতেও বাস্তবিক সামর্থ্য জীবের নাই। কিন্তু মায়ার প্রভাবে উহার সামর্থ্য আছে বলিয়া সে (জীব) বুঝিয়া থাকে। একটু সামান্য অঙ্গ-সঞ্চালন—তাহাও কিঞ্চিৎ কর্ত্তৃত্বসাপেক্ষ। যখন তাহা থাকে না এবং না থাকার বোধ পরিস্ফুট হইয়া উঠে—তাহা অতি উচ্চ অবস্থা।

ইহা সত্য যে তুমি যে দৃষ্টিকোণ হইতে প্রশ্ন করিয়াছ সেখান হইতে বস্তুশক্তির মহিমা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। বিষ এবং অমৃত যেমন আপন আপন প্রভাব বিস্তার করে, ঠিক সেই প্রকার মহামায়া হইতে প্রসূত জ্ঞান নিজের প্রভাব বিস্তার করে। আমরা মায়ার সহিত পরিচিত, কিন্তু মায়ার উপরে মহামায়া বর্ত্তমান। তাহারই নামান্তর বিন্দু বা চিদাকাশ। ইহাই কুন্ডলিনীশক্তি। সদ্‌গুরু এই মহামায়া হইতে উদ্ভূত শুদ্ধবিদ্যাকে আশ্রয় করিয়া মুমুক্ষু জীবকে জ্ঞানদান করিয়া থাকেন। আমাদের লৌকিক জ্ঞান মায়া হইতে উদ্ভূত। বদ্ধ অবস্থায় এই জ্ঞানদ্বারা আমরা চালিত হই, কিন্তু গুরুকৃপায় যখন মহামায়া অথবা বিন্দুশক্তি ক্ষুব্ধ হইয়া শুদ্ধবিদ্যারূপ পরমজ্ঞানকে প্রসব করেন তখন ঐ জ্ঞানে ভূষিত হইয়া জীব মায়িক জগৎ হইতে উন্নীত হইয়া মহামায়া জগতে ক্রমশঃ উন্নীত হয়। তখন জীব প্রাকৃত অথবা মায়িক সম্বন্ধ হইতে পৃথক্ ভাবে চিদাকাশে সঞ্চরণ করিতে আরম্ভ করে। এই যে শুদ্ধবিদ্যার ক্রিয়া, ইহা ক্রমশঃ জীবকে মন্ত্রভূমি হইতে ঈশ্বরভূমিতে এবং সেখান হইতে সদাশিব এবং শক্তিভূমি পর্য্যন্ত পঁহুছিয়া দেয়।

এই যে শুদ্ধবিদ্যা ইহাতে জ্ঞান ও ক্রিয়া মিশ্রিত থাকে। ইহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভাবে একদিকে যেমন সর্বজ্ঞান অপরদিকে তেমনি সর্বকর্তৃত্ব ব্যক্ত হয়। এই সর্বজ্ঞত্ব সর্বকর্তৃত্ব প্রভৃতি ধর্ম মহামায়ার অধিষ্ঠাতা শিবের ধর্ম, জীবের ধর্ম নহে। কিন্তু জীব ক্রমিক ঊর্ধ্বগতির প্রভাবে শুদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া শিবের সঙ্গে নিত্যযুক্ত হইয়া যায়। তখন শিব, শক্তি ও জীব নিত্যমিলিত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইহা পূর্ণত্ব নহে—ইহা বলাই বাহুল্য ; কিন্তু অতি উচ্চ অবস্থা। কিন্তু যাহাকে ভক্তি ও শরণাগতি বলা হয় তাহার জন্য আরও কিছু আবশ্যক। জীব এক পথে যাইয়া শিবের শক্তি প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তথাপি তাহাদের ব্যবধান থাকে। এই ব্যবধান দূর করিতে হইলে নিষ্কল অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক। এই অবস্থাতেও জীব স-কল (কলাযুক্ত) থাকে। কিন্তু শরণাগতি অবস্থার পূর্বে জীবের পক্ষে ঈশ্বর বা পরমাত্মার সাক্ষাৎকার আবশ্যক। কারণ ঐ সাক্ষাৎকার না হওয়া পর্যন্ত জীব বুঝিতে পারে না যে এই বিশ্বজগৎ কাঁহার দ্বারা চালিত হইয়া নিরন্তর ক্রিয়ার পথে চলিতেছে। পুতুল যখন নৃত্য করে তখন যে দর্শক, সে আপাততঃ মনে করে পুতুল নৃত্য করিতেছে। কিন্তু যে সূক্ষ্মদর্শী সে বুঝিতে ও দেখিতে পারে যে পুতুল নৃত্য করে না, কেহ উপর হইতে অদৃশ্যভাবে তাহাকে নৃত্য করায়। মানুষ যতক্ষণ ঈশ্বরের সহিত অভিমুখ হইয়া তাঁহার সর্ব-কর্তৃত্ব এবং নিজের অকর্তৃত্ব বোধ করিবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত ঈশ্বরের নিকট শরণাগত হওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব হয় না। জীব তখন বুঝিবে যে সে শুধু কর্ত্তা নহে, কর্ত্তা ঈশ্বর, এবং সেই কর্ত্তার শক্তির অধীন হইয়া সে ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হয়। পুতুল নাচে কিন্তু কেহ যে তাহাকে নাচাইতেছে তাহা পুতুল জানে না। জীবের পক্ষেও সেইরূপ। ঈশ্ব-রের সর্বকর্তৃত্ব জীবকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছে। জীব যখন এই সর্বকর্তৃত্ব অনুভব করে এবং বুঝিতে পারে যে এই কর্তৃত্ব শক্তি তাহাকে ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত করিয়াছে, তখনই সে বস্তুতঃ বুঝিতে পারে যে তাহার নিজের কর্তৃত্ব নাই। সাধারণ অবস্থায় ইহা হয় না। কারণ জীবমাত্রের উপর কলাকঞ্চুক আছে বলিয়া সে নিজেকে সর্বথা অকর্ত্তা বুঝিতে বা অনুভব করিতে পারে না।

ঈশ্বরের সর্বকর্তৃত্ব সাক্ষাৎ হইলে নিজের কিঞ্চিৎকর্তৃত্ব কাটিয়া যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একমাত্র তখনই কর্ম হইতে তাহার অব্যাহতি হয়। কর্ত্তৃত্ববোধ থাকিলে কর্ম অবশ্যম্ভাবী। কর্ত্তৃত্ববোধ হইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরের সর্বকর্ত্তৃত্ব অনুভব করিতে হইবে। ইহার পর সে কর্মফল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে, এবং নিজেকে ভগবানের চিরাশ্রিত বলিয়া বোধ করিতে থাকে। এই অবস্থায় বিশিষ্ট আত্মাতে ভক্তির উদয় হয় এবং আরও অধিক বৈশিষ্ট্য থাকিলে শরণাগতির ভাব অভিব্যক্ত হয়। এই সময়ে জীবের কিঞ্চিৎকর্ত্তৃত্ব থাকে না, ঈশ্বরের সর্বকর্ত্তৃত্ব দ্বারা তাহা আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় কর্মের উপসংহার। শুধু বর্ত্তমান কর্ম নহে, অনাদি কালের কর্মসংস্কার চিরদিনের জন্য মুছিয়া যায়। কর্মসংস্কার না থাকিলে পাপ বা পুণ্য কোথায়? প্রসিদ্ধ আছে

"ধর্মাধর্মৌ সপদি গলিতৌ পুণ্যপাপে বিশীর্ণে
নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ"

ইহা খুবই সত্য।

জীব ঈশ্বরের হাতে পুতুল্ মাত্র। তিনি তাহাকে যে ভাবে সঞ্চালন করিতেছেন, সে ঠিক সেই ভাবে চলিতেছে। তাহার নিজের শক্তি কিছুই নাই। নিজের শক্তি থাকিলে কিঞ্চিৎ-কর্ত্তৃত্ব অবশ্যম্ভাবী। সে অবস্থায় পাপ বা পুণ্য অবশ্যম্ভাবী। শরণাগতির জন্য পূর্বপ্রকার অপরোক্ষ জ্ঞান আবশ্যক। এই অপরোক্ষ জ্ঞান উদিত হইবার পর জীব তাহার চিরসখা ঈশ্বরকে সর্বদা দেখিতে পায়, এবং তাঁহার সঞ্চালন ক্রিয়াও অনুভব করে। এই যে সঞ্চালন ক্রিয়া ইহার ফলেই তাহার যাবতীয় পাপ ও মলিনতা দূর হইয়া যায় এবং সে ধীরে ধীরে বিজ্ঞানভূমি প্রাপ্ত হইয়া ও তাহা উত্তীর্ণ হইয়া আনন্দময় ভূমিতে উপস্থিত হয়। তাহার পর জীবভাব কাটিয়া যায়। তাহার মধ্যে নিত্য-নিহিত ঈশ্বরত্ব ফুটিয়া উঠে। এইজন্য নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরের কৃপা পাইয়া জীবও ঈশ্বরত্ব লাভ করে এবং বিশ্বকল্যাণের হেতু হয়।

শরণাগতি প্রাপ্ত হইলে কয়েকটি গুণের প্রকাশ হয়। তাহার একটি প্রধান—মহাবিশ্বাস। অর্থাৎ অখণ্ড নিত্যস্থায়ী বিশ্বাসের আবির্ভাব। সংশয় চিরদিনের জন্য নিবৃত্ত হইয়া যায়। এই অবস্থায় ঈশ্বর নিত্য, জীবও নিত্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥ ৪ ॥

ভ্রূমধ্যে জ্যোতি চিন্তার প্রয়োজন কি?

মনে রাখিও সাধারণতঃ মনুষ্য ক্ষিপ্ত ও মূঢ়ভাবে থাকে, তাহাদের জন্য কোন প্রকার সাধনার আলোচনা আবশ্যক নহে। কিন্তু যাহাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত অর্থাৎ সময় সময় সত্ত্বগুণের আবেশবশতঃ অন্তর্মুখীন হয়, কিন্তু স্থায়ী হয় না তাহাদের জন্য সাধনার চেষ্টা আবশ্যক। এই চেষ্টার ফলে চিত্ত একাগ্রভূমিতে উত্থিত হয় এবং সেখানে স্থিত হইয়া কার্য করে। একাগ্রভূমিতে উঠিলে চিত্তের বিক্ষিপ্ততা থাকে না। তখন চিত্ত একলক্ষ্যে নিবিষ্ট হয়। নিবিষ্ট হওয়ার ফলে লক্ষ্য বস্তুর প্রকাশ হইয়া থাকে।

এখন প্রশ্ন এই যে একাগ্র অবস্থার উদয়ের সঙ্গে জ্যোতির উদয়ের কোন সম্বন্ধ আছে কি না। উত্তর এই যে একাগ্র অবস্থার উদয় না হইলে জ্যোতির উদয় হইতে পারে না। ছড়ানো সত্তাকে গুটাইয়া নিলে জ্যোতির উদয় হয়। জ্যোতির উদয় হইলে অব্যক্ত অপ্রকাশিত সত্ত্ব প্রকাশিত হয়। এই যে জ্যোতির উদয় তাহা প্রথমে সাময়িকভাবে হইয়া থাকে। কিন্তু যখন জ্যোতিটি স্থায়ীভাবে প্রকাশ পায় তখন সত্য যাহা নিগূঢ় ছিল তাহা ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। এই যে একাগ্রভূমি সেই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে ইহার পর নিরোধভূমি। একাগ্রভূমিতে সত্যের উদয় হইলে তাহার পর নিরোধ আবশ্যক হয়। এই যে জ্যোতির উদয় ইহাই প্রজ্ঞা অথবা জ্ঞান। জ্ঞানের উদ্দেশ্য জ্ঞেয়কে প্রকাশ করা। জ্ঞেয় প্রকাশিত হইলে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় ও অজ্ঞানের ক্রিয়া উপশম প্রাপ্ত হয়। তাহার পর নিরোধ আপনা হইতেই ফুটিয়া উঠে। কিন্তু একাগ্রভূমি অতিক্রম না করিয়া নিরোধে প্রবেশ করা সমীচীন নহে।

কেন সমীচীন নহে তাহা বলিতেছি। যাহাদের আধার শুদ্ধ নহে একাগ্রভূমি অতিক্রম না করিয়া চিত্ত নিরুদ্ধ করিলে, চিত্ত প্রকৃতিলীন হইয়া যায়। এই প্রকৃতিলীন অবস্থাও অসম্প্রজ্ঞাত অবস্থার অন্তর্গত,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু ইহা যোগ নহে। যোগের অবস্থাও অসম্প্রজ্ঞাত সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা সম্প্রজ্ঞাতের পরবর্ত্তী অবস্থা। জ্ঞানের উদয় হইয়া জ্ঞানের নিরোধ—তাহাতে অজ্ঞান নিবৃত্তি ও উপশমপ্রাপ্তি ঘটে। কিন্তু প্রকৃতি-লয় অবস্থা জড়ত্ব—উহাতে অজ্ঞান নিবৃত্তির কোন সম্ভাবনা নাই।

সাধারণতঃ সকল মনুষ্যের চিত্ত চঞ্চল। এই চঞ্চলতা বিক্ষেপ হইতে ঘটিয়া থাকে। বস্তুতঃ লয় ও বিক্ষেপ এই দুইটি যোগপথের অন্তরায়। যিনি যে প্রকার সাধনাই করুন সাধনকালে ভ্রূমধ্যে অথবা ভ্রূদ্বয়ের কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্বে জ্যোতি চিন্তা করিলে সাধনার পথে অনেক উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই জ্যোতি শুদ্ধ জ্যোতি হওয়া আবশ্যক। এইজন্য যোগীগণ নবোদিত সূর্যকে চিন্তার বিষয় বলিয়া গ্রহণ করিতে বলেন। নবোদিত সূর্যের অখন্ডমন্ডলাকার রূপ চিন্তার বিষয়ীভূত হওয়া উচিত। প্রাচীনকালে যোগীগণের ভ্রূমধ্যে বিন্দু ধারণের ইহাই উদ্দেশ্য ছিল। এই বিন্দুটি জ্যোতির্ময় বিন্দু। প্রত্যহ নিজ নিজ সাধন ব্যাপার সম্পন্ন করার পর এই জ্যোতির্ময় বিন্দু চিন্তন করা একান্ত আবশ্যক। শুধু তাহাই নহে দিনের অথবা রাত্রির বিভিন্ন সময়ে জাগ্রত অবস্থায় সব সময়ে যথাশক্তি এই বিন্দুচিন্তন অভ্যাস রাখা আবশ্যক। ইহা কল্পিত বিন্দু ইহা সত্য, কিন্তু কল্পিত হইলেও ইহা সত্য—ইহা সবিতৃজ্যোতি। গায়ত্রী মন্ত্রের সাধনাতেও এই রহস্য পরিস্ফুট রহিয়াছে যাহা সময়ান্তরে প্রকাশ করিয়া বলিব।

এই শুদ্ধ জ্যোতি চিন্তা করিতে করিতে অর্থাৎ মনে মনে নিরন্তর দর্শন করিতে করিতে একাগ্রভূমিতে ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠা ঘটিবে। এইখানে একটি বিষয় মনে রাখিও। এই যে মানুষের চিত্তে বিক্ষেপ ঘটে ইহার মূলে আছে বিকল্পের খেলা। এই সকল বিকল্প দুই প্রকারঃ শুদ্ধ ও অশুদ্ধ। অশুদ্ধ বিকল্পকে ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ বিকল্পে স্থিতি গ্রহণ করিতে হয়। তাহার পর শুদ্ধ বিকল্পও নির্বিকল্প পরমপদে লীন হইয়া যায়। এই শুদ্ধ বিকল্পের অবস্থাই কর্ম, জ্ঞান এবং ভক্তি নানা প্রকার যোগের পরম লক্ষ্য। মাতৃকা হইতে ভাষার উৎপত্তি হয় এবং সকল প্রকার চিন্তার প্রবাহ প্রসৃত হয়। ভাষাজ্ঞানই বিকল্প জ্ঞান—নির্বিকল্প পদে ভাষা নাই। শুদ্ধ বিকল্পের মধ্য দিয়া নির্বি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কল্পে উপনীত হইতে হয়। মাতৃকা বর্ণসমষ্টি। এই সকল বর্ণ ভাষার অঙ্গীভূত। সংস্কৃত বলিয়া নহে, জগতের যাবতীয় ভাষা মাতৃকা হইতে উদ্ভূত। এই সকল মাতৃকা বা বর্ণ যতক্ষণ বিগলিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের স্বভাবই হইল বিকল্প উৎপাদন করা—বিকল্প অর্থাৎ বিক্ষেপ। এই সকল মাতৃকা যতদিন ক্রিয়াশীল থাকে ততদিন চিত্ত বিক্ষিপ্ত থাকে—একাগ্রভূমিতে প্রবেশ করিতে পারে না। প্রাচীন আচার্যগণ এই সকল মাতৃকাকে বিগলিত করিয়া বিন্দুরূপে পরিণত করিতে উপদেশ দেন। যেমন এক পিণ্ড সোনা টুকরা টুকরা করিয়া নানা প্রকার অলঙ্কারে পরিণত হয় সেই প্রকার একই বিন্দু বা মহাবিন্দু বিভিন্ন মাতৃকারূপে আত্মপ্রকাশ করে। ইহাতে দেশ কালের কোন প্রশ্ন নাই। ইহা অনাদিকাল হইতে হইয়া থাকে। সুতরাং যে কোন প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়াই হোক এইগুলিকে বিগলিত করিতে হয়। মাতৃকাগুলি গলিয়া গেলে নির্বিকল্প অবস্থার উদয়ের সহায়ক হয়। আমরা ষট্‌চক্রের সাধনা করিয়া থাকি, তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য মাতৃকাগুলিকে গলাইয়া একাগ্রভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। মূলাধার হইতে আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত যে সকল চক্র আছে, তাহারা সবগুলি মাতৃকা দ্বারা রচিত। এই মাতৃকা রচনা ক্রিয়ায় সকল চক্রই স্বল্পাধিক সাহায্য করে এবং ইড়া পিঙ্গলার বক্রগতিও ঐ ক্রিয়াতে সহায়ক হয়। ক্রমশঃ মাতৃকাগুলি বিগলিত হইয়া বিন্দুরূপে পরিণত হওয়ায় ঐ বিন্দু ক্রমশঃ ঊর্ধ্বমুখে উন্নীত হয়। মাতৃকা হইতে বিন্দুতে যাইতে হইলে নাদের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। অর্থাৎ মাতৃকাগুলি বিগলিত হইলেই নাদের উদয় হয়। নাদ অন্তর্মুখী প্রবাহ। প্রতি চক্রেই এই প্রকার নাদ হইতে বিন্দুতে প্রবেশ ঘটে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে সুষুম্নার ভিতরে ঊর্ধ্বশক্তি ক্রিয়া করে, তাহা ছাড়া সর্বত্র মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম আছে। কিন্তু একমাত্র সুষুম্নাতেই ঊর্ধ্বাকর্ষণ শক্তির ক্রিয়া হয়। এইজন্য একমাত্র অধোবর্ত্তী একচক্রের বিন্দু ঊর্ধ্ববর্ত্তী চক্রে স্বতঃই উন্নীত হয়। এই প্রকারে সর্বোচ্চ আজ্ঞাচক্রের বিন্দুতে যাইয়া স্থিতি হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥ ৫ ॥

শুদ্ধ বিকল্প কাহাকে বলে?

শুদ্ধ বিকল্প সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্বে আমি প্রথমেই বলিয়া রাখি যে সাধারণ লোকের শব্দ সম্বন্ধে যে জ্ঞান রহিয়াছে তাহা ভ্রান্ত। শব্দ অথবা বাক্ বলিতে আমরা কণ্ঠোচ্চারিত শব্দ অথবা বাহ্য বস্তুর সংঘর্ষণকে বলিয়া থাকি। যাহাকে আমরা জ্যোতি বলি, রূপ বলি তাহাও শব্দ। তন্ত্রমতে এবং বেদমতে শব্দ ব্রহ্মস্বরূপ। শব্দকে বলা হয় শব্দব্রহ্ম। যাহা শব্দের অতীত তাহাকে বলা হয় পরব্রহ্ম। শব্দ-ব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম ভেদে ব্রহ্মবস্তু দুই প্রকার। পরব্রহ্ম বিশুদ্ধ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। শব্দব্রহ্ম পরব্রহ্মেরই শক্তি-আত্মক রূপ। যাহাকে বাক্তত্ত্ব বলা হয় তাহা শব্দব্রহ্মস্বরূপ। পরব্রহ্ম ঐ শক্তির সহিত অভিন্ন হইলেও উহা তাহার অতীত। এই পরব্রহ্ম যখন সৃষ্টিমুখে আত্ম-প্রকাশ করেন, তখন তাহারই নাম হয় শব্দব্রহ্ম এবং ইহারই নামান্তর পরাবাক্। পরাবাক্ অবস্থাটি সৃষ্টির অতীত অবস্থা। এই অবস্থায় পরব্রহ্ম বা আত্মা পূর্ণ অহং রূপে বিরাজ করেন। ঐ স্থিতিতে দেশ থাকে না, কাল থাকে না, জগতের বিচিত্র ভান থাকে না, অধঃ ঊর্ধ্ব বিভাগও থাকে না, বিশ্ব নিয়ামকও থাকে না। তখন আছে একমাত্র সচ্চিদানন্দময় স্বয়ংপ্রকাশ স্বরূপ। ঐ অবস্থায় ইদং বলিয়া কোন পদার্থের নির্দেশ করা যায় না। আছে এক অখণ্ড পুরুষ—উত্তম পুরুষ। তখন মধ্যম পুরুষ বা প্রথম পুরুষ নাই, কিন্তু নাই বলিলেও প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটন করা যায় না। উহা ব্রহ্মের কূটস্থ রূপ—শান্ত, নিষ্ক্রিয়, ইংরেজীতে যাহাকে Static বলে তাহাই। ব্রহ্মের আর একটি দিক আছে; যাহা dynamic স্পন্দাত্মক শক্তিরূপ। দুইটি একই বস্তু। কিন্তু একই বস্তুর দুইটি দিক। এই দ্বিতীয়কে শব্দব্রহ্ম বলে। ইহা স্বাতন্ত্র্যশক্তির পরম আশ্রয়। ইহাই পরাবাক্। পরবর্ত্তী সময়ে ইহাকেই উমা বলিত, ওঁকারও বলিত। সৃষ্টির সময়ে ওঁকারের স্ফুরণ হয় পরা-বাক্ রূপে এবং পরাবাক্ হইতেই বিশ্বের আবির্ভাব হয়। ইহারই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাম জগদম্বা। এই অবস্থাটি পূর্ণ অহন্তাময়। এই স্থিতিতে সবই আছে, কিন্তু আছে অহং রূপে। দ্বিতীয় রূপের আভাস এই স্থিতিতে থাকে না। পরমাত্মা স্বাতন্ত্র্যবশে ও লীলাচ্ছলে যখন বিশ্ব-রূপে সাজিতে উদ্যত হন, তখন জগতের অনন্ত বৈচিত্র্য এই পূর্ণ পরম-সত্তা হইতে আবির্ভূত হয়। এই পূর্ণ সত্তাতে পূর্ণ ব্যতীত কিছুই নাই, অথচ আছে সবই । সমগ্র বিশ্ব শব্দরূপে—পরাবাগ্‌রূপে ইহাতে নিহিত আছে। স্বাতন্ত্র্য অথবা খেয়ালবশে বা লীলাচ্ছলে তিনি যখন উন্মুখ হন, তখন ইহার বিকাশ হয়। ইহারই নাম পরাবাক্‌ হইতে বিশ্বের আবির্ভাব। বেদেও ইহা আছে, তন্ত্রেরও ইহাই মর্ম। পরম-সত্তাতে স্বাতন্ত্র্য আছে। উহা বিমর্শরূপে ক্রিয়া করিয়া থাকে। যখন আবির্ভাব হয় তখন অহং হইতে ইদং ভাবেরই আবির্ভাব হয়, যাহাতে সব ভাবেরই অস্তিত্ব আছে। সিদ্ধ আচার্যগণ বলেন, এই পূর্ণ অহং হইতে যখন স্ফুরণ হয় তখন ক্রমশঃ পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী এই ক্রমে বিশ্বের আবির্ভাব হইয়া থাকে। পরম স্বরূপে কাল থাকে না, দেশও থাকে না, কিন্তু পরমসত্তা হইতে সর্বপ্রথম মহাকালের আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে। ইহারই নামান্তর মহাসত্তা। এই মহাসত্তাতে ত্রিকালের সব বস্তু—স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ক্রমশূন্য ভাবে নিহিত আছে। ক্রম কালের ধর্ম। মহাকালে তাই ক্রম থাকিতে পারে না। অথচ আছে সবই। সেইখানে পূর্ণ অহং পৃথক্‌ পৃথক্‌ অহং রূপে প্রকাশ পায়। এই স্থিতির নাম মহাসত্তা। ইহার পর যে বিভাগ তাহাই তিন ভাগে পৃথক্‌ পৃথক্‌ রূপে নির্দেশ করিব। সর্বপ্রথম পশ্যন্তী। এই অবস্থা জগ-তের অতীত অথচ পরাবস্থা হইতে হীন। কারণ, পরাবস্থায় ইদং ভাবের সমাবেশ নাই, কিন্তু এই অবস্থায় তাহা আছে। এইখানে যাব-তীয় জ্ঞান, জ্ঞানের বিষয় ও শব্দ অর্থাৎ জ্ঞানের অভিব্যঞ্জক শব্দ নিত্য-রূপে নিহিত অর্থাৎ ইহা একটি সমষ্টি স্বরূপ অর্থাৎ অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত বাচক শব্দ ও অনন্ত পদার্থ সমষ্টি ভাবে এখানে এক হইয়া আছে। যোগ্য ক্রিয়াশীল যোগী ইহা হইতে ইষ্ট বস্তু বাহির করিতে পারেন। ইহা বিশুদ্ধ চৈতন্যের অবস্থা। এই অবস্থার বাহিরে চিত্ত অথবা মনের উদয় হয়। চিত্ত যতক্ষণ শুদ্ধ থাকে তখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইগুলি পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রকাশমান হয়। ইহা ইন্দ্রিয়গোচর কিম্বা মনেরও গোচর নহে। ইহা বিশুদ্ধ সংকল্পময় রাজ্য। এইখানে অনন্ত রূপ আছে এবং প্রত্যেকের স্থিতি বিশুদ্ধ। এইটিকে বলে বাকের মধ্যমা অবস্থা। এই মধ্যমা অবস্থার দুইটি বিভাগ আছে।

এতক্ষণ আমরা শুদ্ধ আকাশ অবলম্বন করিয়া আসি। তখন প্রথমে চিদাকাশ তারপর চিত্তাকাশ পাই। ইহার পর বায়ুর স্তর আরম্ভ হয়। এই বায়ুমণ্ডলের মধ্যেই অশুদ্ধ চিত্তাকাশ বর্ত্তমান। ইহা হইতে বুঝা গেল যে চিত্তাকাশে দুইটি ভাগ আছে—একটি শুদ্ধ। সেখানে বায়ু অথবা মাতৃকারূপ শব্দ বা বর্ণমালাও নাই। দ্বিতীয়টি অশুদ্ধ চিত্তাকাশ—এখানে বায়ু প্রধান এবং ঐ বায়ুর প্রভাবে অশুদ্ধ শব্দের অর্থাৎ বর্ণমালার উদয়াস্ত হয়।

ইহার পর বৈখরীভূমি আলোচ্য। এখানে স্থূলবায়ু ক্রিয়া করিয়া থাকে এবং নাদবিন্দুরূপী শব্দ বর্ণরূপে প্রকাশ পায়। এই বর্ণমালা দ্বারা জগতের যাবতীয় ভাষা রচিত জানিতে হইবে। বর্ণমালা বলিতে শুধু যে সংস্কৃত বর্ণমালা বুঝিতে হইবে এমন কোন কথা নেই। এই জগতের সব ভাষা বর্ণমালা দ্বারা রচিত। বাহ্য বায়ুর দ্বারা গঠিত বর্ণমূলক ভাষা দ্বারা জগতের যাবতীয় ব্যবহার নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এই স্থলে বাচক ও বাচ্য ভিন্ন হইয়া যায়। শুদ্ধ মধ্যমার স্থলে বাচ্য ও বাচকে ভেদাভেদ সম্বন্ধ থাকে এবং সম্যক্ শুদ্ধ শব্দ বা বাচক, বাচ্য অর্থের সহিত সর্বথা অভিন্ন।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় বলিয়া রাখা ভাল যাহা যোগীগণ নিরন্তর অনুভব করিয়া থাকেন, কিন্তু ঠিক ঠিক বুঝিতে পারেন না। ইহা অন্তর্বৈখরীর ব্যাপার। বৈখরী ভাষা উচ্চারণে বাহ্য বায়ুমণ্ডল কম্পিত হয়, ইহা বাহ্য বৈখরীর ব্যাপার ; কারণ বায়ুর কম্পন ব্যতীত বৈখরীবাক্ উচ্চারিত হইতে পারে না। কিন্তু অন্তর্বৈখরীতে বাহ্য বায়ুর কম্পন হয় না, আভ্যন্তরীণ বায়ুর কম্পন হয়। ভূত প্রেত পরলোকগত আত্মা প্রভৃতির যে ভাষা শুনিতে পাওয়া যায় তাহা অন্তর্বৈখরীর। এইজন্য তাহা দ্বারা বাহিরের বায়ুমণ্ডল কম্পিত হয় না। বৈজ্ঞানিক যন্ত্র দ্বারা তাহা ধরিবার উপায় নাই, কিন্তু অন্তর্বায়ুর কম্পন হয়ই। এইজন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহা ভ্রামক। অশুদ্ধ মধ্যমা ও অন্তর্বৈখরীতে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। কিন্তু শুদ্ধ মধ্যমা অশুদ্ধ বিকল্পশূন্য, জ্যোতির্ময় এবং শুদ্ধবিকল্প রূপে প্রকাশমান। সাধারণ সাধকগণের ইষ্টদেবের প্রকাশ এই শুদ্ধ বিকল্পের রাজ্যে এইভাবে প্রকটিত হয়। প্রচলিত ভাষায় যাহাকে দিব্য রূপ বলা হয় তাহাও এই শুদ্ধ বিকল্পের রাজ্যে। জগতে আমরা যে রূপ দেখিতে পাই তাহা অশুদ্ধ বিকল্পময়। নাম করিতে করিতে অথবা ঠিকভাবে জপ করিতে করিতে শুদ্ধ বিকল্পের উদয় হয়। ইহা জ্যোতির্ময়। চিত্ত শুদ্ধ না হইলে ইহার প্রকাশ হয় না। কিন্তু যতই শুদ্ধ হউক না কেন, ইহাও মনোময়, চিন্ময় নহে, তবে চৈতন্যপ্রধান। ইহা আভ্যন্তরীণ অবস্থা, বাহিরে ইহার স্ফুরণ হয় না। ইহার পর এই শুদ্ধ বিকল্পই বিকল্পশূন্য হইয়া আত্মস্বরূপে প্রকাশমান হয়। ইহা-রই নাম জীবাত্মার আত্মদর্শন অর্থাৎ জীবাত্মার স্বরূপদর্শন। ইহা সাধকের নিজেরই রূপ এবং স্বয়ংপ্রকাশ হইয়া নিজের নিকট প্রকাশমান। এখানে কথা এই যে শুদ্ধ বিকল্পে সাধক ইষ্ট দর্শন করিলেও তিনি বিকল্পভূমিতেই থাকেন, আত্মস্বরূপে নিজের দর্শন পান না। যখন ঐ ইষ্টস্বরূপই চিদাত্মারূপে নিজস্বরূপে প্রকট হয়, তখন উহাই হয় নিজের স্বরূপদর্শন বা আত্মদর্শন। ইহা বলাই বাহুল্য যে ইহা খণ্ড আত্মার স্বরূপদর্শন বা আত্মদর্শন। ইহা হয় পশ্যন্তী অবস্থায়। পরাবাকে প্রবেশ করিতে পারিলে এই খণ্ড অহং পূর্ণ অহংরূপে প্রকাশ পায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥ ৬ ॥

"সত্যাপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্।" এই শেলাকটির প্রকৃত তাৎপর্য কি?

উদ্ধৃতিটি আচার্য শঙ্করের একটি শেলাকের অংশ মাত্র। তিনি যখন শেলাকটি রচনা করেন তখন তিনি অদ্বৈতজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে সাধারণতঃ জ্ঞান ভক্তির পরে উদিত হয়, তাই বলা হয়, 'ভক্তির্জ্ঞানায় কল্পতে'। কিন্তু প্রকৃত ভক্তি যাহা তাহা অদ্বৈতজ্ঞানীর হৃদয়ে জ্ঞানের পরেই উদিত হয়। শঙ্কর বলিয়াছেন—জ্ঞানের দ্বারা ভেদ সর্বপ্রকারে অন্তর্হিত হইয়া গেলে অভেদ স্বরূপে একই স্বরূপের প্রতিভান হয়। সুতরাং ঐ অবস্থা যথার্থ অদ্বৈত অবস্থা তাহাতে সন্দেহ নাই। ভেদের অভাব বশতঃ অদ্বৈত স্বরূপের প্রাপ্তি হইলেও ভক্তির অবসর যুক্ত হয় না। নদীর তরঙ্গ ও জল উভয়ই একমাত্র জলের স্বরূপ। তথাপি মনুষ্য ব্যবহারকালে উভয়কে পৃথক্‌রূপে উল্লেখ করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে এবং বলে যে জলের তরঙ্গ, তরঙ্গের জল একথা কেহ বলে না। সেইপ্রকার জীব ভগবানের স্বরূপগত একভাব প্রাপ্ত হইলেও উভয়কে এক বলিয়া নির্দেশ করা হয় না। ভগবান ও ভক্ত আত্মা—উভয়ই অভেদাত্মক হইলেও ভগবানকে আশ্রয় ও ভক্তকে আশ্রিত মনে করা হয়। সেইজন্য গীতাতে বলা হইয়াছে—'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি', ইহা বলিয়া পরে বলা হইয়াছে—'মদ্‌ভক্তিং লভতে পরাম্'। অর্থাৎ আত্মা যে ব্রহ্মস্বরূপ তাহা জ্ঞানের দ্বারা প্রাপ্ত হইলেও 'মদ্‌ভক্তিং' এই বাক্য দ্বারা বুঝান হইতেছে যে জ্ঞানের পরে পরাভক্তি লাভ হইয়া থাকে। পরাভক্তি স্বরূপভক্তি। তাহা লাভ করিতে হইলে অদ্বৈতজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক। অদ্বৈতজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়ার পর ভাগ্যবান্ সাধক পরাভক্তি প্রাপ্ত হয়। অদ্বৈতজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে ভক্ত ও ভগবানের স্বরূপ মূলতঃ অভিন্ন প্রতীত হইলেও এবং জীবের আত্মা জ্ঞানের মহিমায় ব্রহ্মস্বরূপের সহিত অভিন্ন হইলেও ব্রহ্মকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন এবং যাহার ফলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই অদ্বৈতভূমিতেও তাঁহার প্রতি তাহার ভক্তি না হইয়া পারে না। এই প্রকার ভক্তির নাম পরাভক্তি। যাহারা শুষ্কজ্ঞানী তাহারা এই ভক্তিরসের আস্বাদন করিতে পারে না। কিন্তু ভক্ত পরাভক্তির অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া নিরন্তর তাঁহার মহিমা অনুভব করিতে থাকেন। ভাগ্যবান্ ভক্ত জ্ঞানের দ্বারা ভগবানের সহিত নিজ অভিন্নতা বোধ করিয়াও সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বোধ করেন যে তাঁহার এই অদ্বৈতজ্ঞান ভগবৎকৃপালব্ধ। তাই মুক্ত হইয়াও এবং ভক্তির গৌরবে তাঁহার সহিত অভিন্নতা লাভ করিয়াও অনন্তকাল তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। ইহা জ্ঞানোত্তরা ভক্তি। উহা জ্ঞানের পরে উদিত হয়। জ্ঞানের পূর্বে যে ভক্তির উদয় হয় তাহা জ্ঞানে পর্যবসিত হয় অর্থাৎ জ্ঞনের পূর্বে যে ভক্তির উদয় হয় জ্ঞান উদিত হইলে তাহা আর থাকে না। তাহা কিন্তু পরাভক্তি নহে, কারণ ঐ ভক্তি জ্ঞানরূপে পর্যবসিত হয়—এবং উহার লক্ষ্য মোক্ষপ্রাপ্তি। কিন্তু জ্ঞানোত্তরা ভক্তি আত্মাকে চিরদিন ভগবানের মহিমা অনুভব করিতে বাধ্য করায়।

পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে জ্ঞানী দুই প্রকার এবং ভক্তও দুই প্রকার। একপ্রকার জ্ঞানী ভক্তি-সাধনার দ্বারা জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ভগবদ্ধাম অদ্বৈতরূপে প্রাপ্ত হইয়া সেইখানে মোক্ষলাভ করে এবং ঐখানে তাহার গতিরোধ হয়। আর একপ্রকার সাধক যাহারা জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া এবং জ্ঞানের ফলে মুক্তি লাভ করিয়াও ভগবানের গুণকীর্ত্তনে নিত্য তন্ময় থাকে। ইহাদের যে ভক্তি তাহাই জ্ঞানোত্তরা ভক্তি—ইহাই পরাভক্তি, এইপ্রকার ভক্তির শেষ নাই, কারণ ইহা অহেতুক। অন্য প্রকার ভক্তির শেষ আছে, কারণ জ্ঞানের মাধ্যমে মোক্ষলাভই তাহার লক্ষ্য। জ্ঞানোত্তরা ভক্তি মোক্ষকে তুচ্ছ মনে করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মাতে আত্মদর্শন, সর্বভূতে আত্মদর্শন এবং আত্মাতে সর্বভূত দর্শন এদের ক্রম কি?

তোমার প্রশ্নের মধ্যে কিঞ্চিৎ অস্পষ্টতা রহিয়াছে। তুমি এখানে দর্শনের কথা বলিয়াছ, জ্ঞানের কথা নহে। দর্শন ও জ্ঞান একটি অনুভূতির দুইটি দিক্। যোগপথ ও জ্ঞানপথ আয়ত্ত হইলে অনুভূতিটি পূর্ণতাসম্পন্ন হয়। জ্ঞানহীন দর্শন এবং দর্শনহীন জ্ঞান উভয়ই অসম্পূর্ণ। আমরা সাধারণতঃ দেহ ও মনকে আশ্রয় করিয়া বস্তুর স্বরূপ বুঝিতে চেষ্টা করি। তদনুসারে দর্শন ও জ্ঞানে বৈলক্ষণ্য অনুভূত হয়। লৌকিক এবং ব্যবহারিক জগতে কোন বস্তুর দর্শন হইলে তাহার জ্ঞান নাও হইতে পারে। ইন্দ্রিয়ের সহিত অর্থের সন্নিকর্ষ, মনের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ এবং আত্মার সহিত মনের সন্নিকর্ষ এই সকল না থাকিলে প্রত্যক্ষ দর্শন হয় না। তাহা ছাড়া সহকারী রূপে আলোক প্রভৃতি নিমিত্তের আবশ্যকতা আছে। এই সব কারণ সম্মিলিত হইলে দর্শনব্যাপার সম্পন্ন হয়। কিন্তু তাহা হইলেও বস্তুবিষয়ক পূর্ণ জ্ঞান সম্পন্ন হয় না। ইহা অতি সাধারণ জিনিস। লৌকিক দৃষ্টিতে দর্শন হইলেও ইন্দ্রিয়জ্ঞানও অসম্পূর্ণ থাকে। কারণ, দর্শন হইলে বস্তুর একটি দিক্ মাত্র সাক্ষাৎকৃত হয়, দেশভেদ ও কালভেদকৃত অন্যান্য দিক্ আচ্ছন্ন থাকিয়া যায়। তাহা ছাড়া স্থূল বস্তুর রূপ রস গন্ধ স্পর্শ বিবিধ গুণ সত্ত্বেও শুধু রূপেরই সাক্ষাৎ হয়; সুতরাং জ্ঞান যে পরিচ্ছিন্ন তাহা বলাই বাহুল্য। তাহা ছাড়া দর্শন কালাবচ্ছিন্ন ভাবে হয় বলিয়া একটি বিশিষ্ট ক্ষণেরই দর্শন মাত্র হয়, অতীত ও অনাগত অবস্থার দর্শন হয় না। এই জাতীয় বহুপ্রকার অবচ্ছেদ (limitations) রহিয়াছে। জ্ঞান সম্বন্ধে মনের সম্বন্ধ অধিক ঘনিষ্ঠ। মনের একাগ্রতা যে পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তদনুসারে জ্ঞানের বিকাশ সম্ভবপর। ইহাই হইল লৌকিক দর্শন ও জ্ঞানের কথা। উভয়-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রই অর্থাৎ দর্শন এবং জ্ঞান উভয় ক্ষেত্রেই ইদংরূপে ভান হইয়া থাকে। কিন্তু আত্মদর্শন এবং আত্মজ্ঞান এই জাতীয় নহে।

অখণ্ড মহাপ্রকাশই আত্মার স্বরূপ। তাহাকে অহংরূপে উপলব্ধি করাই আত্মার উপলব্ধি। অহংরূপে উপলব্ধি না করিতে পারিলে ব্যাপক মহাশূন্যরূপে উপলব্ধি করিলেও তাহাকে আত্মোপলব্ধি বলা চলে না। সাধারণতঃ সবিকল্পক ভাবে আত্মার উপলব্ধি আত্মজ্ঞান রূপে পরিচিত। ঐ উপলব্ধি বিকল্পশূন্য হইলে তাহা হয় আত্মদর্শন। আত্মস্বরূপের উপলব্ধিতে চরম অবস্থায় ইন্দ্রিয় ও মনের কোন কার্যকারিতা থাকে না। ইহা হইল এক পক্ষের কথা। এতদ্ভিন্ন আরও একটি পক্ষ আছে। সেদিক হইতে আলোচনা করিলে জানা যাইবে চিৎশক্তির দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয় সংস্কারমুক্ত হইলে এবং তৎপূর্বে আত্মা নির্বিশেষ অবস্থায় উপনীত হইয়া চিৎশক্তি সম্পন্ন হইলে (শ্রীগুরুর মহাকরুণা হইতে) মনোভূমিতে এবং ইন্দ্রিয়ভূমিতে দর্শন সম্ভবপর হয় এবং জ্ঞানও সম্ভবপর হয়। যখন সর্ববৃত্তির নিরোধ হইয়া যায় অথচ আত্মাতে একীভূতরূপে প্রকাশশক্তির উদয় না হয়, তখনও আত্মদর্শন হয় না। নিরোধের ফলে ভাগ্যবশতঃ বিবেকের প্রভাবে চিদুন্মেষ স্পষ্টীভূত হইলে তাহাকে আত্মস্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করা সম্ভবপর, কারণ তখনই সঙ্গে সঙ্গে অনাত্মরূপে গুণসাক্ষাৎকার ঘটিয়া থাকে। ইহার পরই গুণসম্বন্ধ হইতে পৃথক্কৃত আত্মভাবের সাক্ষাৎকার হয়; কিন্তু আত্মরূপে নহে—গুণসম্বন্ধবর্জিত আত্মরূপে। ইহা আত্মার কেবল অবস্থার দ্যোতক। ইহা আত্মসাক্ষাৎকার হইলেও আত্মরূপে আত্মসাক্ষাৎকার নহে, ইহা নির্গুণ আত্মার স্বরূপ সাক্ষাৎকার। কিন্তু আত্মভাবের উদয় এখানে সম্ভব নহে। আত্মভাবের উদয় হইলেই তাহা আর কেবল অবস্থা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ইহার নাম অস্মিতা। ইহার একমাত্র কারণ চিদ্রূপা আত্মশক্তির বিকাশের অভাব। এই আত্মশক্তির বিকাশই সদ্গুরুর শুদ্ধবিদ্যারূপ মহানুগ্রহের একমাত্র ফল। এইপ্রকার অনুগ্রহপ্রাপ্ত আত্মা শুধু কেবলরূপে নিজেকে দর্শন করেন না, কিন্তু অহংরূপে দর্শন করেন। ইহাই মহাশক্তির খেলা। এইপ্রকার আত্মদর্শন সিদ্ধ হইলে ইহারই নাম হয় পরমাত্মদর্শন। কারণ, এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থিতিতে পরমাত্মাকে দর্শন করা এবং নিজেকে দর্শন করা একই কথা। কিন্তু মূলে এক ভিন্ন দুই নাই, কিন্তু এক হইলেও এই অচিন্ত্য চিদ্-রূপা আত্মশক্তির প্রভাবে সর্বভাবে নিজেকে দেখিতে পাওয়া যায়। ভাবরহিত দর্শন ও ভাবযুক্ত দর্শন উভয়ে পার্থক্য আছে। ভাবযুক্ত দর্শনের মধ্যে মহাভাবযুক্ত দর্শন ও খণ্ডভাবযুক্ত দর্শনেও পার্থক্য আছে। এই অনুভূতির পৃষ্ঠভূমিতে জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় বুঝিতে হইবে। ভাববর্জিত জ্ঞান শুষ্কজ্ঞান, ভাবযুক্ত জ্ঞানই মহাভাবের মধ্য দিয়া রসে পরিণতি লাভ করে। এইজন্যই যদিও আত্মস্বরূপ এক ও অভিন্ন তথাপি 'আমি তুমি' ভাবের মধ্য দিয়া অনন্তপ্রকার রসের আস্বাদন সম্ভবপর হয়। তাহাতে ঐশ্বর্যের স্ফুরণ হইতে পারে এবং উভয়ের মধ্যবর্তী অনন্ত ভাবসকলেরও স্ফুরণ হইতে পারে। আত্মা যখন শক্তিসম্পন্ন তখন শক্তির প্রকৃতি অনুসারে সমগ্র বিশ্বও ভাসমান হয়। মায়াশক্তির দিক হইতে আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় আত্মদর্শনে সমগ্র মায়িক জগতেরও দর্শন হইতে পারে, কারণ জীব-মাত্রই আত্মারই তটস্থ শক্তি। বিশ্বজগৎ যেমন আত্মার বহিরঙ্গ শক্তি হইতে উদ্ভূত, তেমনি জীবজগৎও তটস্থ শক্তি হইতে উদ্ভূত। তদ্রূপ আত্মদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত নিত্যধামেরও দর্শন হইতে পারে। কারণ, নিত্যধামসকল আত্মার অন্তরঙ্গ বা স্বরূপ শক্তির অন্তর্গত। এই সকল নিত্যধাম মায়ার অতীত এবং কালেরও অতীত, কিন্তু নিত্য হইলেও এই সকল আত্মশক্তিরই বিলাস। তবে ঐ শক্তি বহিরঙ্গা শক্তি নহে, কিন্তু স্বরূপভূতা শক্তি, যাহা সন্ধিনী, সংবিৎ ও হ্লাদিনী নামে বর্ণিত হইয়া থাকে। পূর্ণ আত্মদর্শন হইলে কিছুই বাদ যায় না, বা উপেক্ষিত হয় না।

আর একটি কথা। ভাববর্জিত আত্মদর্শনে মহাভাবের স্ফুরণরূপে লীলাধামের দর্শন ঘটে না। মায়াযুক্ত আত্মদর্শনে বিশ্বের দর্শন এবং অনন্ত জীবের দর্শন হয়, কারণ বহিরঙ্গা শক্তি এবং তটস্থা শক্তির অধিষ্ঠাতা আত্মা। তবে একটি কথা আছে। আত্মদর্শন সংকুচিত আত্মার এবং সংকোচহীন আত্মারও হইতে পারে। সংকুচিত আত্মদর্শন একপ্রকার বিবেকমূলক, বিকাশময় আত্মদর্শন যোগমূলক। অর্থাৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্রষ্টা আত্মা নিজেকে যখন মায়া হইতে অথবা তটস্থ জীবশক্তি হইতে পৃথক্ করিয়া অন্তর্মুখে আত্মদর্শন করে তখন উহা মায়াহীন এবং তটস্থ আত্মহীন দর্শনরূপে পরিগণিত হয়। কিন্তু যখন শক্তি সহকারে শক্তিমান্ আত্মার দর্শন করে তখন আত্মদর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই গৌণ-ভাবে হইলেও মায়ারাজ্য অথবা তটস্থ রাজ্যেরও দর্শন হইয়া থাকে। বিশ্বব্যাপার মায়ামূলক, ইহা বহির্মুখী শক্তি। আত্মার স্বরূপস্থিতি —ইহা জ্ঞানমূলক। এই জ্ঞানের প্রভাবে কৈবল্যাদি বিভিন্ন অবস্থা আত্মার উপলব্ধিগোচর হয়। এই উভয়স্থলে কর্ম ও জ্ঞানের যে স্থান আছে ভাবের সে স্থান নাই। কিন্তু কর্ম ও জ্ঞানের ন্যায় ভাবেরও তো একটা রাজ্য আছে। সেই ভাবরাজ্যের দর্শন এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত ভাবের ভাবুক ও রসিক ভক্তবৃন্দের দর্শন মহাভাবের বিকাশ না হইলে হয় না। মহাভাব হ্লাদিনী শক্তিরই ব্যাপার। হ্লাদিনী শক্তি এক দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে সন্ধিনী ও সংবিৎশক্তির নির্যাসস্বরূপ। সুতরাং হ্লাদিনীশক্তি-সমন্বিত আত্মার দর্শন আত্মার পূর্ণ দর্শন বলিয়া এক হিসাবে গণ্য হইতে পারে। ইহাই নিত্যলীলারাজ্যের স্বাভাবিক উল্লাস। এতদ্ব্যতীত শক্তিবিরহিত রূপেও আত্মদর্শন হইতে পারে। শক্তিবিরহিত বলিলে বুঝিতে হইবে অনন্ত শক্তি আত্মাতে অন্তর্লীন ভাবে রহিয়াছে, তাহাদের অভিব্যক্তি নাই। এইরূপ আত্ম-দর্শন স্বয়ংপ্রকাশ কূটস্থ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের নামান্তর।

তোমার যাবতীয় শঙ্কার সমাধান ইহা হইতেই হইতে পারিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥ ৮ ॥

ভগবদনুগ্রহে চিৎশক্তির ও আত্মার বিকাশক্রম কিভাবে হয়?

কোন নির্দিষ্ট জীবের উপর ভগবদনুগ্রহ কখন ও কিভাবে হয় এখানে সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইতেছে না। ইহার মূলে আত্মার অনাদিসিদ্ধ মলের পরিপাক থাকিতে পারে, অথবা আত্মায় বিরুদ্ধ কর্মের সাম্যও থাকিতে পারে, অথবা শুদ্ধা ভগবৎশক্তির স্বাতন্ত্র্যের বিলাসরূপেও ঘটিতে পারে। কিন্তু যে ভাবেই হউক ইহার পরে আত্মার অবস্থার পরিবর্তন কিভাবে হয় তাহাই বিবেচ্য। কিন্তু এই বিষয়ে আলোচনার পূর্বে সাধনমার্গ ও যোগমার্গের ভেদ সম্বন্ধে ভেদজ্ঞান আবশ্যক। সাধনমার্গটি বিবেকমার্গ। চিৎ ও অচিৎ এই উভয় তত্ত্ব সংসার অবস্থায় পরস্পর অবিবিক্ত বা জড়িত ভাবে রহিয়াছে। আত্মায় নিজের পৌরুষের দ্বারা এবং গুরু ও শাস্ত্রের উপদেশের সাহায্যে এই অবিবেককে দূর করিতে হয়। ইহাই সাধনার অগ্রগতির রহস্য। দেহ, অন্তঃকরণ প্রভৃতি অচিতের বা জড়ের বিভিন্ন স্তর রহিয়াছে। প্রতি স্তরেই চিতের সহিত সংসর্গ রহিয়াছে, কিন্তু অবিবিক্তভাবে বা মিশ্র-ভাবে। সাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য আন্তর ও বাহ্য ক্রিয়াকৌশলে অচিৎ হইতে চিৎকে পৃথক্ করিয়া নেওয়া। ইহারই নাম বিবেক ক্রিয়া। দেহ হইতে, ইন্দ্রিয় হইতে, প্রাণ মন বুদ্ধি ও প্রকৃতি হইতে চিৎকে পৃথক্ করিয়া নেওয়ার কৌশল আছে। ইহার ফলে অচিৎ হইতে চিদংশ পৃথক্ হইয়া বিশুদ্ধ চিদ্‌রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই প্রক্রিয়ার পরিণাম-স্বরূপ চিৎ নিজের স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অচিৎ চিৎ হইতে পৃথক্ হইয়া অব্যক্ত হইয়া যায়। কারণ, চিতের আলোক না পাইলে অচিতের প্রকাশন কি প্রকারে হইবে? কিন্তু মনে রাখিতে হইবে চিৎ শুদ্ধ হইলেও এবং প্রকৃতি হইতে চিরমুক্ত হইলেও পুরুষ স্বরূপে স্থিত হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে আমি বলিয়া চিনিতে পারে না। অবি-বেক অবস্থায় অস্মিতারূপে আমি জ্ঞান অবশ্যই ছিল, যাহা সম্প্রজ্ঞাত সমাধির পরিসমাপ্তিকালে উপলব্ধি গোচর হইয়া থাকে। সেই আমি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানের সহিত খণ্ড ঐশ্বর্য জড়িত রহিয়াছে। বিশুদ্ধ ঐশ্বর্যও নয় এবং বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপের জ্ঞানও নহে। কিন্তু বিবেকখ্যাতির ফলে অচিৎ প্রকৃতি হইতে পৃথক্কৃতভাবে যে চিৎসত্তার প্রকাশ হয় তাহা কেবল অবস্থাপন্ন হইলেও আত্মার স্বরূপজ্ঞান নহে। এই অবস্থায় প্রকৃতির সম্বন্ধ কাটিয়া যায় এবং অবিবেকরূপ অবিদ্যাও কাটিয়া যায়। কিন্তু ইহার পর বা ইহার ফলে যে প্রকাশের উদয় হয় তাহা প্রকাশ-স্বরূপ হইলেও নিজেকে প্রকাশরূপে চিনিতে পারে না। যে প্রকাশ আত্মা নিজেকে আমি রূপে চিনিতে পারে না সে প্রকাশ অনন্ত বা অবাধিত হইলেও পূর্ণ অহংরূপে ভগবৎস্বরূপে তাহার পরিণতি ঘটিতে পারে না। অহন্তারূপী চিৎশক্তির উন্মেষ উহাতে নাই, উহার পূর্ণতা তো দূরের কথা। কেবলী পুরুষ স্থূলাদি দেহ হইতে মুক্ত হইলেও এবং জন্মমৃত্যুর চক্রের অতীত হইলেও পূর্ণত্ব লাভের পথে অগ্রসর হইতে পারে না। ইহার জন্য প্রারম্ভেই ভগবৎকৃপার আবশ্যকতা রহিয়াছে। এই কৃপা শুদ্ধবিদ্যারূপে জীবাত্মা প্রাপ্ত হয়। এই কৃপা-প্রাপ্তির পর হইতেই যোগের পথ আরম্ভ হয়। যোগ বলিতে এখানে পাতঞ্জল যোগ মনে করিও না, কারণ পাতঞ্জল যোগে যোগের আভাস থাকিলেও উহা সাধনমার্গ তাহাতে সন্দেহ নাই। যদিও পাতঞ্জল যোগে নিত্যসিদ্ধ পরমেশ্বরকেই গুরুরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, তথাপি তাঁহার সঙ্গে তাদাত্ম্য লাভের ক্রম উহাতে প্রদর্শিত হয় নাই। অবশ্য ইহা সত্য যে ঐ মার্গে সাংখ্যের ন্যায় কৈবল্য স্বীকৃত হইলেও নিত্যসিদ্ধ পরমেশ্বরকে স্পর্শ করিবার কৌশল অবশ্য আছে। এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা থাকিলে পরে বুঝাইয়া দিব।

শুদ্ধ বিদ্যার উদয় পরমশিব বা শ্রীভগবানের কৃপাতে ঘটিয়া থাকে। ইহা বিশুদ্ধ অহন্তা রূপে উদিত হয়। এই অহন্তা নির্মল এবং দেহাদি কোন বাহ্যসত্তা ইহার অবলম্বন নহে। ইহা বিশুদ্ধ চিৎ সত্তাকে অব-লম্বন করিয়াই উদিত হয়। এই অহন্তা যদিও স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণরূপী কোন দেহকে অবলম্বন করিয়া উদিত হয় না, তথাপি ইহা নিরালম্ব নহে। ইহারও আলম্বন আছে। ইহারই নাম বৈন্দব দেহ অথবা অপ্রাকৃত বিশুদ্ধসত্ত্বময় দেহ, যাহা সদ্গুরুপ্রদত্ত দীক্ষার সময় জীব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাপ্ত হয়। এই বৈন্দব দেহই চৈতন্যের আধার। জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়া-শক্তি সমবেতভাবে চৈতন্য নামে অভিহিত হয়। জ্ঞান শুদ্ধ ও পূর্ণ কিন্তু ক্রিয়া ক্রমশঃ বিকাশশীল। শ্রীভগবানের কৃপাতে যখন শুদ্ধ-বিদ্যার উদয় হয় তখন তাহাতে পূর্ণ অহংরূপ জ্ঞান পূর্ণই থাকে, কিন্তু উহার অভিব্যক্তি হয় ক্রিয়ার দ্বারা ক্রমশঃ। যেমন যেমন ক্রিয়ার বিকাশ হয় ঠিক সেই মাত্রাতেই জ্ঞানের স্ফুরণ হয়। জ্ঞানের এই ক্রমিক স্ফুরণের তাৎপর্য এই যে ক্রিয়াশক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অহন্তার জ্ঞান হইতে ইদন্তার ভাব স্খলিত হইতে থাকে। এই প্রক্রিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইলে অহন্তা বাড়িতে থাকে এবং তদনুপাতে ইদন্তা কমিতে থাকে। চরম অবস্থায় অহন্তা পূর্ণ হইয়া যায় এবং ইদন্তা কিছুই থাকে না। ইহাই পূর্ণ অহন্তার আবির্ভাব এবং শ্রীভগবানের স্বরূপের উন্মেষ। এই স্বরূপে যে বোধ উদিত হয় তাহা ক্রিয়ার সঙ্গে নিত্য জড়িত। জ্ঞান ও ক্রিয়া এস্থলে অভিন্ন হইয়া প্রকাশিত হয়। ইহারই নাম পূর্ণাহন্তা, যাহা পরমশিবভাবের নিত্য সহচর। এই স্থলে ভৌতিক, প্রাকৃত ও মায়িক সত্তার অস্তিত্ব থাকে না এবং চরম অবস্থায় মহামায়ারও সত্তা থাকে না। কারণ, পূর্ণত্বের অভিব্যক্তিস্থলে আত্মা বৈন্দব শরীর পরিত্যাগ করিয়া শাক্তস্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়। বৈন্দব স্বরূপ মহামায়াত্মক, ইহা অচিৎ হইলেও বিশুদ্ধ। কিন্তু শাক্তস্বরূপ চিদাত্মক ও চিন্ময়। এই স্বরূপ মহাশক্তিভাবাপন্ন। ইহা নিত্য, কারণ পূর্ণত্বের মধ্যে—শিবভাবের মধ্যে শক্তিভাব নিত্য অনুস্যূত থাকে। এই স্থলে দেহ চিন্ময়, ইন্দ্রিয়াদি চিন্ময়, সবই চিদানন্দে পরিপূর্ণ কিন্তু তথাপি ইহা শক্তি-পদ বাচ্য। শিব যেমন শক্তিহীন থাকেন না, তেমনি আত্মা স্বরূপদেহ হইতে পৃথক থাকেন না। এই স্থলে দেহ ও আত্মার কোন পৃথগ্-ভাব নাই, উভয়ে সমরস। যদি transformationএর দিক দিয়া বিচার কর তাহা হইলে দেহের ইহাই চরম বিকাশ। ইহাকে ইচ্ছা করিলে সচ্চিদানন্দময় দেহ বলিতে পার। ইহা দেহ হইয়াও আত্মা, আত্মা হইয়াও দেহ, শিব হইয়াও শক্তি, শক্তি হইয়াও শিব। শিব ও শক্তিতে কোন ভেদ নাই। শাক্ত ইহাকে মহাশক্তি বলিয়া বা পরাসংবিৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়া ধারণা করেন। শৈব ইহাকে পরমশিব বলিয়া ধারণা করেন। বস্তু একই।

ইহা হইতে বুঝিতে পারিবে যে প্রকৃত ভগবদনুগ্রহ হইলে আত্মা নিজেও ভগবৎস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া যায়। তখন আত্মা অনুভব করেন একমাত্র আমিই আছি অনন্ত রূপে, অনন্ত নামে, অনন্ত ভাবে। তখন দ্বিতীয় কিছু থাকে না, অথচ জগতে সবই থাকে। ইহা কালের অতীত অবস্থা। কাল তখন থাকে না। থাকে একমাত্র অখণ্ড চৈতন্য অহং রূপে, যাহাতে অনন্ত বিশ্ব নিরন্তর স্ফুরিত হইতেছে।

বিবেকমার্গে এই স্থিতি পাওয়ার সম্ভাবনা নাই, কারণ উহার মূলে পরমেশ্বরের পরম অনুগ্রহের স্ফুরণের অভাব।

॥ ৯ ॥

জীব স্বভাবতঃ চিদণু, কিন্তু যখন ঐ অণু আত্মা বৈন্দব দেহ লাভ করে, তখনই কি তার অণুভাব কাটিয়া যায়?

বৈষ্ণবমতে জীবাত্মা চিদণুস্বরূপ ইহা সত্য কিন্তু আগমমতে জীব স্বরূপতঃ শুদ্ধ আত্মস্বরূপ। তাহাতে অণুত্ব বা কোনপ্রকার সংকোচ নাই। আত্মা শুদ্ধ অবস্থায় পঞ্চকৃত্যকারী। তদনুসারে তিনি স্বাতন্ত্র্য-বশে নিজেকে সংকুচিত করিয়া জীবভাব গ্রহণ করেন এবং অণুভাবে আত্মপ্রকাশ করেন। ইহা আত্মার স্বাভাবিক অবস্থা নহে। আত্মা স্বভাবতঃ সংকোচহীন। অনন্ত শক্তি তাহাতে যুগপৎ প্রকাশমান, কিন্তু লীলাচ্ছলে স্বাতন্ত্র্যবশে যখন তিনি অণুভাব গ্রহণ করেন, তখন হই-তেই সৃষ্টির সূচনা হয়। অণুভাবই আণব মল। ইহা আত্মার সং-কুচিত অবস্থা। আত্মার তিন প্রকার আবরণের ইহাই প্রধান অথবা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মল। অসংকুচিত আত্মার সংকোচ গ্রহণই আত্মার তিরোধান। তিরোধানের বিপরীত ক্রিয়ার নাম অনুগ্রহ। পূর্ণভাবে সংকোচ কাটিয়া যাওয়া অনুগ্রহের ফল। তিরোধান হইতে অনুগ্রহ পর্যন্ত যে সময় তাহাই আত্মার সংসারবাসের সময়। ইহার মধ্যে বিভিন্ন অবস্থা আছে। তন্মধ্যে অশুদ্ধ সংসার ও শুদ্ধ সংসার উভয়ই অন্তর্গত। আত্মা আণব আবরণে আবৃত হইয়া মায়া দ্বারা আবৃত হয়। মায়াই ভেদবুদ্ধির কারণ। আণব আবরণে আচ্ছন্ন হইলেও ভেদবুদ্ধি ততক্ষণ আসে না যতক্ষণ মায়ার আবরণ না আসে। মায়ার আবরণের পর কঞ্চুকাবৃত হইয়া আত্মা পুরুষরূপে পরিণত হয়। এইটি কার্মমলের সম্বন্ধের সময়। এই তিন প্রকার মলে আবৃত হইয়া এবং তদনুসার দেহ প্রাপ্ত হইয়া আত্মা প্রকৃতির জগতে সঞ্চরণ করিতে থাকে। এই সকল আত্মা দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট এবং সংসারচক্রে ভ্রমণ করিয়া জন্ম-জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া থাকে। এই সকল আত্মা তিন প্রকার মলবিশিষ্ট বলিয়া 'স-কল' আত্মা নামে পরিচিত। প্রলয় বা সংহারের সময় দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি সবই ধ্বংস হইয়া যায়। তখন এই সকল আত্মা কলাহীন হয়। ইহাদের নাম 'প্রলয়াকল' আত্মা। কিন্তু যখন বিবেকজ্ঞানের প্রভাবে অথবা অন্য কোন কারণে প্রকৃতি হইতে আত্মা পৃথক্ হইয়া পড়ে তখনও আত্মা কলাহীন হয়। এই সকল আত্মাকে 'বিজ্ঞানাকল' বলে। উভয় প্রকার আত্মাই দেহইন্দ্রিয়হীন। প্রলয়াকল আত্মা কালের প্রভাবে প্রলয় অবস্থায় জ্ঞান প্রাপ্ত না হইয়াও সাময়িক অবস্থায় কলাহীন হয়। ইহারা প্রলয়াকল। কিন্তু বিজ্ঞান বা বিবেকজ্ঞানের ফলে আত্মা দেহেন্দ্রিয়শূন্য হইলে বিজ্ঞানাকল নামে পরিচিত হয়। এই তিন প্রকার আত্মাই পশু। পশুত্বের কারণ আণব মলের সত্তা। আণব মল না কাটিলে শিবত্ব আসে না। শিব মানে পরমশিব বা পরমেশ্বর। আণবমল কাটিবার একমাত্র উপায় পরমেশ্বর হইতে কৃপা বা অনুগ্রহশক্তির সঞ্চার। এই অনুগ্রহশক্তিকে শুদ্ধ বলা হইয়া থাকে। ইহাই প্রকৃত জ্ঞান, বিবেকজ্ঞান প্রকৃত জ্ঞান নহে। এই জ্ঞানের অভাবে জীবে শিবভাবের উদয় হইতে পারে না। যে জ্ঞানের দ্বারা কর্মক্ষয় হয়, তাহাতেও মুক্তি হয় কিন্তু উহা পরামুক্তি নহে। যে জ্ঞানের দ্বারা মায়া-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিবৃত্তি হয় উহাতেও মুক্তি হয়। ইহা পূর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর মুক্তি। কিন্তু ইহাতেও পরামুক্তি হয় না। কারণ মায়া নিবৃত্ত হইয়া গেলেও পশুত্ব ঘোচে না। এইপ্রকার মুক্ত পুরুষকে নিরঞ্জন পশু বলে। কারণ ইহাতে আণব মল রহিয়াছে। একমাত্র আণব মলনিবৃত্তি পশুত্ব নিবারক এবং শিবত্বের অভিব্যঞ্জক।

যখন ভগবান্ অথবা পরমশিবের অনুগ্রহে শুদ্ধবিদ্যার উদয় হয়, তখন হইতেই আণবমল নিবৃত্তির প্রারম্ভ। সুতরাং শিবভাবেরও প্রারম্ভ। প্রথম অবস্থায় ইহা অপূর্ণ থাকে, কারণ অহন্তার উদয় হইলেও তাহাতে ইদন্তার মিশ্রণ থাকে। জ্ঞানের ক্রমশুদ্ধিতে অহন্তা বাড়িতে থাকে এবং ইদন্তা কমিতে থাকে। চরম অবস্থায় অহন্তাই থাকে, ইদন্তা থাকেই না। ইহাই শিবাবস্থা।

এই অবস্থায় যাইবার প্রথম সোপান বৈন্দব দেহ লাভ। সদ্গুরু দীক্ষার সময় এই বৈন্দব দেহ প্রদান করিয়া থাকেন বলিয়াই তিনি পিতৃ-পদবাচ্য। ইহার প্রাপ্তির নামই হয় জন্ম। বৈন্দব দেহ বিন্দু অথবা মহামায়া হইতে রচিত। ইহা শুদ্ধ, জ্যোতির্ময়। ইহা স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ দেহ হইতে পৃথক্। ইহা অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ সত্ত্বময়। এই দেহ প্রাপ্ত হইলেই অধিকার, ভোগ ও লয়ের সম্ভাবনা থাকে। ইহা সবই সিদ্ধপুরুষের ব্যাপার এবং অপ্রাকৃত জগতের কথা। বৈন্দব দেহ প্রাপ্তি হইলেই যে মায়িক দেহ থাকিবে না এমন কোন কথা নাই। মায়িক দেহের সহিত কর্মাদির সম্বন্ধ আছে। প্রারব্ধ নিবৃত্ত না হওয়া পর্যন্ত মায়িক দেহ থাকিবে এবং তজ্জন্য ভোগাদিও থাকিবে। কিন্তু সদ্গুরুর কৃপা হইলে সঙ্গে সঙ্গে বৈন্দব দেহে অবস্থান হয়। বৈন্দব দেহের জরা মৃত্যু নাই এবং উহার সহিত প্রারব্ধ কর্মের সংযোগ নাই। উহা শুধু মলপাকাদি নিবন্ধন ও গুরুকৃপা নিমিত্তক । এই দেহে ঐশ্বর্যাদি ভোগ হয় এবং জীবোদ্ধার কার্য সম্পন্ন হয়। ইহা অধিকারী দেহ। এই দেহ দ্বারা জীব জীব হইয়াও ঈশ্বরবৎ কার্য করিতে পারেন। মায়িক দেহের অবসান প্রারব্ধ কর্মের অবসানে হইয়া থাকে। কিন্তু বৈন্দব দেহের অবসান অধিকারবাসনা, ভোগবাসনা এবং লয়বাসনার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিবৃত্তির উপর নির্ভর করে। বৈন্দব দেহের ভোগ শুদ্ধ ভোগ পদবাচ্য, তথাপি ইহাও ভোগ, কিন্তু শিবত্ব প্রাপ্তি হইলে অথবা পূর্ণতালাভ হইলে ইহাও থাকে না।

॥ ১০ ॥

১। মায়া ও অবিদ্যার মধ্যে পার্থক্য কি?

২। কারণদেহ এবং মহাকারণদেহ কাহাকে বলে?

১। মায়া এবং অবিদ্যা এই দুইটি শব্দ পারিভাষিক। কোন কোন উপনিষদে এই দুইটি শব্দ এক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু শৈবাগম প্রভৃতির মতে উভয়ে পার্থক্য আছে। সিদ্ধান্তশৈবমতে অচিৎ বা জড়ের তিনটি অবস্থা। একটি স্থূল, একটি সূক্ষ্ম এবং একটি পরম। অচিতের স্থূল অবস্থাটি ত্রিগুণাত্মিকা, ইহাকেই প্রকৃতি বলে। অচিতের দ্বিতীয় অবস্থা ইহা হইতে সূক্ষ্ম, ইহাকে মায়া বলে। অচিতের পরম শুদ্ধ অবস্থা মহামায়া নামে পরিচিত। ইহারই নামান্তর বিন্দু। প্রকৃতি মায়িক বিশ্বের উপাদান। কর্মানুসারে প্রাকৃতিক উপাদান মূলে দেহেন্দ্রিয়াদির প্রাপ্তি হয়। যে জ্ঞানে কর্ম কাটিয়া যায় তাহার প্রভাবে দেহেন্দ্রিয়াদি গ্রহণ হয় না। কর্তৃত্বাভিমান শূন্য হইলেই সাক্ষিভাবের উদয় হয়, তাহার ফলে কর্ম কাটিয়া যায় এবং দেহাদি রচনা বন্ধ হইয়া যায় কিন্তু ভেদজ্ঞান তখনও থাকে। অভেদজ্ঞান না হইলে উহা কাটে না। সুতরাং বলিতে হয় তখনও মায়ার প্রভাব থাকে। কিন্তু অভেদ জ্ঞানের উদয় হইলেও অর্থাৎ মায়া নিবৃত্ত হইলেও আত্মাতে স্বাতন্ত্র্যের উদয় হয় না। এই স্বাতন্ত্র্যই কর্তৃত্ব, ইহাই পূর্ণাহন্তা। কিন্তু আণব মল নিবৃত্ত না হইলে অভেদ জ্ঞানের উদয় হওয়া সত্ত্বেও পূর্ণ ভগবত্তা লাভ হয় না। সুতরাং পূর্ণতা লাভের পথে এক হিসাবে দেখিতে গেলে ক্রমশঃ তিনটি বাধকঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১। কর্ত্তৃত্বাভিমানঃ ইহার ফলে কর্মজালের বিকাশ।

২। মায়াঃ ইহার ফলে ভেদজ্ঞানের উদয়।

৩। আণবমলঃ ইহার ফলে স্বাতন্ত্র্যের অভাব এবং আত্মসংকোচ। ইহাই পশুত্বের স্বরূপ। এই ক্রমানুসারে জ্ঞানেরও উৎকর্ষ ও অপকর্ষ বুঝিতে হইবে। প্রথম জ্ঞানে কর্ত্তৃত্বাভিমান কাটিয়া যায়, দ্বিতীয় জ্ঞানে ভেদবোধ কাটিয়া যায়, তৃতীয় জ্ঞানে পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব অথবা স্বাতন্ত্র্যের উদয় হয়, অর্থাৎ খন্ড কর্ত্তৃত্ব কর্মের ভিতর দিয়া সুখ-দুঃখের হেতু। পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব বা স্বাতন্ত্র্য স্বরূপস্থিতির নিদর্শন। খন্ড কর্ত্তৃত্ব নিবৃত্তির পর এবং পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য লাভের পূর্বে অভেদজ্ঞানের উদয় হয়। এই অবস্থায় মায়া নিবৃত্ত হইয়া যায় এবং এক অভেদজ্ঞানই থাকে। এই অভেদজ্ঞান মহাপ্রকাশে স্থিতি স্বরূপ। সেখানে ভেদ দর্শনের স্থিতি থাকে না। এই অদ্বয়স্বরূপে পূর্ণ অহং বোধ আসিলেই স্বাতন্ত্র্যের উদয় হয় এবং নিত্য ভগবদ্‌ভাব ফুটিয়া উঠে।

২। ভারতীয় দার্শনিক সাধকগণ দেহ সম্বন্ধে দৃষ্টিকোণের ভেদ অনুসারে বিভিন্ন মত পোষণ করেন। ন্যায়-বৈশেষিক আচার্যগণ স্থূলদেহ স্বীকার করেন কিন্তু সূক্ষ্মদেহ স্বীকার করেন না। কিন্তু আতিবাহিক দেহ স্বীকার করেন। সাংখ্যাচার্যগণ স্থূল দেহের সঙ্গে সূক্ষ্ম দেহও স্বীকার করেন এবং লিঙ্গতত্ত্বও স্বীকার করেন। নৈয়ায়িক এবং সাংখ্যাচার্যগণ কারণদেহ স্বীকার করেন না। বৈদান্তিক (স্থূল ও সূক্ষ্ম ব্যতীত) কারণদেহও স্বীকার করেন। অন্নময়কোষ তাহাদের স্থূল দেহ। প্রাণময়কোষ, মনোময়কোষ এবং বিজ্ঞানময়কোষ তাহাদের সূক্ষ্ম দেহ। আনন্দময়কোষ তাহাদের কারণদেহ। কারণদেহ মায়াস্বরূপ, এজন্য কারণদেহেই তাহাদের দেহের পর্যবসান। কিন্তু যাঁহারা ত্রিগুণের অতীত অপ্রাকৃত বিশুদ্ধসত্ত্ব স্বীকার করেন তাঁহারা মায়াতীত মহাকারণ শরীর স্বীকার করেন। কারণদেহের উপাদান মায়া, কিন্তু মহাকারণ শরীরের উপাদান মায়া নহে, মহামায়া, অর্থাৎ বিশুদ্ধসত্ত্ব। নৈয়ায়িক মতে দেহের পুনরাবৃত্তি রোধ হইলে মুক্তি। সাংখ্যমতে লিঙ্গনিবৃত্তি না হওয়া পর্যন্ত মুক্তি হয় না, কিন্তু বেদান্তমতে মায়ানিবৃত্তিই মুক্তির একমাত্র কারণ। কারণদেহ অশুদ্ধ, মহাকারণদেহ নির্মল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারণদেহে ত্রিগুণের খেলা থাকে, কিন্তু মহাকারণে একমাত্র বিশুদ্ধসত্ত্বের খেলা থাকে। যাঁহারা অপ্রাকৃত জগতের নিত্যভক্ত তাঁহাদের কারণদেহ থাকে না কিন্তু মহাকারণদেহ থাকে। এই মহাকারণ দেহই অপ্রাকৃত-সত্ত্বময় দেহ। ত্রিগুণের অতীত নিত্যভক্তগণ এই দেহসম্পন্ন এবং অপ্রাকৃত নিত্যধাম ও তত্রত্য ভগবৎলীলার উপাদানসমূহও বিশুদ্ধসত্ত্বময়, সেখানে প্রকৃতি বা মায়ার খেলা নাই কিন্তু শুদ্ধ সত্ত্বগুণের খেলা আছে। কারণদেহের পরেও মহাকারণ দেহের আবশ্যকতা আছে, কারণ তদ্ব্যতীত ভগবদ্ভক্তি ও নিত্যজ্ঞানের অনুশীলন চলিতে পারে না। কারণ ও মহাকারণের মধ্যে পার্থক্য এই যে কারণদেহ মলিন এবং কালের অধীন কিন্তু মহাকারণদেহ নির্মল এবং কালের ক্ষোভের দ্বারা অস্পৃষ্ট। কৈবল্যপ্রাপ্তির মার্গে মহাকারণদেহের আবশ্যকতা নাই কিন্তু অপ্রাকৃত জগতে ভক্তিসাধনার জন্য মহাকারণদেহের আবশ্যকতা।

॥ ১১ ॥

স্বভাবের জাগরণ কিরূপে হয়? সদ্গুরু কি এই স্বভাব জাগাইয়া দেন?

ব্যক্তিগত ভাবে কাহারও সমালোচনা করা আমার স্বভাবগত ধর্ম নহে। বিরুদ্ধভাব নিয়া শাস্ত্রালোচনা করা কেহ কেহ আবশ্যক মনে করেন। কিন্তু সত্যের যে বিভিন্ন দিক্ আছে এ কথা সত্যের পূর্ণ সাক্ষাৎকার না হইলে বিশ্বাস করা যায় না। বৈষ্ণব দৃষ্টির দ্বারা শৈব সিদ্ধান্তের রহস্য উদ্ঘাটিত হয় না এবং শৈব দৃষ্টির দ্বারা বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের রসগ্রহ হয় না। পূর্ণ দৃষ্টি আবশ্যক। পূর্ণ দৃষ্টি প্রাপ্ত

৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইলে প্রত্যেকটি প্রস্থানেরই স্বরূপ এবং বৈশিষ্ট্য অনুভব করা যায়। কেবল আমাদের দেশে নহে অন্য দেশেও উচ্চকোটির সাধক ও সিদ্ধ-পুরুষ হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের দৃষ্টিও উপেক্ষার যোগ্য নহে। কিন্তু যেটি প্রকৃত দৃষ্টি তাহা দুর্ভাগ্যবশতঃ খুব অল্পসংখ্যক লোকই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইহার নাম সমন্বয় দৃষ্টি। স্বভাবের অনুগত হইয়া চলিতে পারিলে কাহাকেও কখনও ভ্রান্ত পথে পতিত হইতে হয় না। কিন্তু স্বভাবের অনুগত ভাবে চলিতে হইলে সর্বপ্রথম স্বভাবকে জাগাইতে হয়। সংস্কারযুক্ত চিত্তবৃত্তি লইয়া স্বভাবকে জাগান যায় না। সংস্কার বর্জিত হইয়া সত্যের দিকে উন্মুখ হইয়া তাকাইতে পারিলে স্বভাব আপনিই জাগিয়া যায়। স্ব-ভাব মানে নিজ ভাব। প্রত্যেক জীবের একটা নিজভাব আছে। যাহার প্রভাবে অন্য জীব হইতে তাহার বৈলক্ষণ্য দৃষ্টিপথে ভাসে। স্বভাব যাহাতে জাগ্রত হয় তাহারই জন্য সাধনপথে অগ্রসর হইতে হয়। সাধনার কাজ স্বভাবের আবরণ উন্মোচন করা, সত্যের রূপ প্রদর্শন করা নহে। আবরণ উন্মুক্ত হইলে নিজ নিজ স্বভাব অনুসারে সত্যের রূপ ফুটিয়া উঠে। ইহার মধ্যে প্রধানতঃ দুইটি দিক্ আছে। একটি দিক্ তটস্থ উদাসীন দ্রষ্টার এবং অন্য দিক্ উন্মুক্ত ভাবের। উন্মুক্ত দিক্টা জ্ঞানের দিক্। এই জ্ঞানের দিক্ হইতে নিজের স্বভাব এবং তাহার খেলা অবিকৃতভাবে নিজের নিকট প্রকাশিত হয়। উভয় ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত অভিমান বর্জিত হয়। ব্যক্তিগত অভিমান নিজের প্রাক্তন সংস্কারকে আশ্রয় করিয়া কার্য করে। তটস্থ দৃষ্টি থাকার দরুণ নিজের জীবনে ইহার প্রভাব পড়িতে পারে না। পক্ষান্তরে নিজ নিজ ভাবধারায় প্রবেশ হয় বলিয়া গুরুজন বা শাস্ত্রাদি হইতে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইবার উপযোগী কোন শিক্ষাদি গ্রহণ করিতে হয় না। কারণ জীবনের ক্ষেত্রে স্বভাবই সঞ্চালক হইয়া সাধককে পর পর অবস্থার মধ্য দিয়া বিকাশ করিতে থাকে। যখন সাধক গুরুকৃপাতে এবং নিজের পুরুষ-কারের ফলে স্বভাবকে জাগাইতে সমর্থ হয় তখন সে নিরাপদ্ ভূমিতে স্থিতি লাভ করে। কারণ তাহাকে বাহির হইতে guidance নিতে হয় না। কিন্তু প্রশ্ন এই, স্বভাবকে জাগাইবার উপযোগী সত্যে প্রতিষ্ঠিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিৎশক্তিসম্পন্ন গুরু কোথায়? এইজন্যই গুরুপ্রাপ্তিই ভাবী সাধকের পক্ষে সর্বপ্রথম সমস্যা। গুরু পথপ্রদর্শক। তাই প্রথমে পথপ্রদর্শক চাই। যতক্ষণ তাহা না পাওয়া যায় ততক্ষণ প্রত্যেকের পক্ষেই নিজ নিজ অন্তর্যামী পুরুষের দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রত্যেকের হৃদয়ে শ্রীভগবানের অন্তর্যামী স্বরূপ বিরাজ করিতেছে। কিন্তু এই স্বরূপ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান সাধারণ লোকের নাই। চিত্তের অন্তর্মুখ ভাব লইয়া ইঁহাকেই অন্বেষণ করিতে হয়। এই অন্তর্যামীই যথাসময়ে বাহ্যগুরুরূপে সাধকের নিকট আবির্ভূত হইয়া থাকেন। অন্তর্যামীকে ধরিবার জন্য কোন ক্রিয়া কৌশলের প্রয়োজন হয় না। প্রপন্ন ভাব লইয়া অসহায় নিরালম্ব দীন দুঃখীর ন্যায় অন্তরের দিকে দৃষ্টি দিতে পারিলে কিছু দিনের মধ্যেই তাঁহার সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু নিষ্ঠা, সরলতা ও বিশ্বাস প্রয়োজন। কিন্তু সর্বত্রই সংস্কারের হাত হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। এই অন্তর্যামীই আন্তর গুরু। ইঁহার অনুগ্রহে বাহ্যগুরু প্রাপ্তি হয় এবং বাহ্যগুরুর অনুগ্রহে গুরুর প্রয়োজন হইতে চিরদিনের জন্য নিষ্কৃতি লাভ ঘটে। কারণ স্বভাব জাগিয়া জীবসত্তার সঞ্চালক হইলে অন্তরে ও বাহিরে গুরুর প্রয়োজনই হয় না। স্বভাবই তখন সর্ববিষয়ে নির্দেশ প্রদান করে। এই অবস্থায় সাধকের আন্তরস্থিতির পরিবর্ত্তন ঘটিতে আরম্ভ হয়। কারণ স্বভাবের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের উন্মেষ হয় এবং সেই জ্ঞানের আলোকে জ্ঞানরাজ্যের মধ্য দিয়া প্রেমভূমি পর্যন্ত সাধকের অগ্রগতি সম্পন্ন হয়। তাহার পর অদ্বয় অবস্থাতে প্রবিষ্ট হইয়া ভাবুক সাধক রসিক রূপে আত্মপ্রকাশ করে। কারণ রসিক ভিন্ন সেই মহারসের আস্বাদন কে করিবে? তখন এই অনন্ত জগদ্‌রূপী বিশ্বনাট্যের বিভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অভিনেতাও সেই হয় এবং তটস্থ দ্রষ্টা রূপে প্রেক্ষকও সেই হয়। প্রেক্ষক রসের আস্বাদন করে। এই অপূর্ব বিশ্বনাট্যের অভিনয় ও রসাস্বাদ অনন্ত রূপে সম্পন্ন করার পর অদ্বয় পরমস্থিতিতে আশ্রয় লাভ করে।

প্রতি মনুষ্যেরই একটি বিশিষ্ট স্থান আছে যাহা অনুসরণ করিয়া এই বিরাট বিশ্বনাট্যে তাহার ব্যক্তিগত অভিনয় নিরূপিত হয়। অভি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নেতাও আমি, অভিনয়ের দ্রষ্টাও আমি। আবার সত্য কথা বলিতে গেলে রঙ্গমঞ্চও আমি এবং এই লীলানাট্যের সূত্রধারও আমি। আমি একথা সত্য অথচ দ্রষ্টা ও অভিনেতা খণ্ড নহে বলিয়া এ আমিও সেই অখণ্ড পূর্ণ আমি।

বহু কথা বলিবার আছে, সময় হইলে বারান্তরে বলিব। তোমার সংশয় সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে। পৃথিবীর জীবনে একটি বিরাট সুযোগ লাভের সময় অতি নিকটবর্ত্তী, ইহাই মহাজনগণ বলেন। শ্রদ্ধা ও উন্মুখভাব ছাড়িও না। বিশ্বাসের খুঁটি ধরিয়া সেই অজানা প্রেমময় মহাসত্তার দিকে তাকাইয়া থাক। কাল পূর্ণ হইলে নিজস্থান লাভ করিতে পারিবে।

কোন বিষয়ে চিন্তা করিবে না। যিনি আমাদিগকে ধরিয়া আছেন সবই তাঁহার দৃষ্টির অন্তর্গত।

॥ ১২ ॥

সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষায় যে মন্ত্র লাভ হয় তাহার স্বরূপ কি? আবার অধিকারীবর্গের অন্তর্গত যে মন্ত্রসমূহ বর্ত্তমান তাহাদেরই বা স্বরূপ কি? এ দুইএর সম্বন্ধই বা কি?

অধিকারিমণ্ডলের মধ্যে যে সকল বিভাগ আছে তন্মধ্যে মন্ত্র, মন্ত্রেশ্বর ও মন্ত্রমহেশ্বর এ তিনের কথা বলিতেছি। তত্ত্ব হিসাবে মন্ত্রটি শুদ্ধবিদ্যার অন্তর্গত, মন্ত্রেশ্বর ঈশ্বরতত্ত্বের, মন্ত্রমহেশ্বর সদাশিবতত্ত্বের অন্তর্গত। মন্ত্র বুঝিবার পূর্বে শ্রীভগবানের অনুগ্রহ-ক্রিয়ার রহস্যটি বুঝিবার চেষ্টা কর। মূল অনুগ্রহকর্ত্তা সাক্ষাৎ পরমেশ্বর। এই অনুগ্রহক্রিয়া তাঁহারই একটি রূপ লইয়া সম্পন্ন হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই রূপটি বুঝিবার জন্য উহা দুই ভাগে বিভক্ত বুঝিতে হইবে। একটি কর্ত্তার রূপ, অন্যটি করণের রূপ। মন্ত্র শব্দাত্মক। এই মন্ত্র ভগবানের অনুগ্রহের করণ। এই অনুগ্রহক্রিয়ার যিনি কর্ত্তা তিনি মন্ত্রের অধিষ্ঠাতা বা মন্ত্রেশ্বর। এই অনুগ্রহক্রিয়াতে কর্ত্তার আবশ্যকতা আছে, করণেরও আবশ্যকতা আছে। মনে কর, রাম লেখনী দ্বারা পত্র লিখিতেছে। এখানে রাম কর্ত্তা, লেখনী করণ, ক্রিয়াটি লিখন। তদ্রূপ পরমেশ্বরের জীবোদ্ধার কার্যেও দুইটি সত্তা কার্য করে। একটি অনুগ্রহ কার্য। যিনি এ কার্য কার্যরূপে করেন তাঁহাকে মন্ত্রেশ্বর বলে। কর্ত্তা যে করণের দ্বারা করেন তাহাকে মন্ত্র বলা হয়। সুতরাং পরমেশ্বরের প্রতিনিধি স্বরূপ ঈশ্বরই অনুগ্রহ কার্যের কর্ত্তা এবং মন্ত্র এই কার্যের করণ। অনুগ্রহ কার্যের মধ্যে সৃষ্টি ব্যাপার নিহিত রহিয়াছে। অনুগ্রহ দুই প্রকার। একটি মুখ্য, অপরটি গৌণ। তদ্রূপ সৃষ্টিও দুই প্রকার—একটি মুখ্য, অপরটি গৌণ। মুখ্য সৃষ্টির কর্ত্তা পরমেশ্বর স্বয়ং। মুখ্য সৃষ্টির ফলে সদাশিব, ঈশ্বর, শুদ্ধবিদ্যা প্রভৃতির উদয় হয়। অবশ্য শিব ও শক্তিও তদ্রূপ। ইহাই পরমেশ্বরের মুখ্য সৃষ্টি। এই সৃষ্টি অধিকারিবর্গের সৃষ্টি। ইহাই শুদ্ধ সৃষ্টি। এই সৃষ্টির কর্ত্তা পরমেশ্বর স্বয়ং। এই সৃষ্টির করণ বিন্দু বা মহামায়া। পরমেশ্বর নির্বিকল্পক চিৎশক্তির দ্বারা বিন্দু ক্ষুব্ধ করিয়া বিন্দুর দ্বারা ইহাদিগকে রচনা করেন। ইহাদের বৈন্দব দেহ। অবশ্য তত্ত্বরূপী শিবশক্তির কথা আলাদা। এই যে অধিকারিবর্গের সৃষ্টি হইল ইহাদের মধ্যে কর্ত্তাও আছে, করণও আছে। কর্ত্তা মন্ত্রেশ্বর বা মন্ত্রমহেশ্বর অর্থাৎ ঈশ্বর বা সদাশিব, এবং করণ মন্ত্র অর্থাৎ শুদ্ধবিদ্যা। ঈশ্বর যখন অধিকার কার্য নির্বাহ করেন তখন শুদ্ধবিদ্যাকে আশ্রয় করিয়া এবং মায়াকে আশ্রয় করিয়া উহা করিয়া থাকেন। ঈশ্বরের সবিকল্পক জ্ঞানের দ্বারা মায়া ক্ষুব্ধ হয়, এবং তাহার ফলে মায়িক সৃষ্টির উদয় হয়। সদাশিব মন্ত্রমহেশ্বররূপে শুদ্ধ বিদ্যাকে আশ্রয় করিয়া কার্য করেন, তাহার ফলে জীবের অনুগ্রহকৃত্য সম্পন্ন হয়। যাহাকে ঈশ্বর বলি উহা ভগবান বা পরমেশ্বরের তিরোধান শক্তির মূর্ত্তি। যাহাকে সদাশিব বলি উহা তাঁহার অনুগ্রহ শক্তির মূর্ত্তি। তিরোধান শক্তির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিক দিয়া মায়িক সৃষ্টির উদয় হয়, এবং ইহার কর্ত্তা ঈশ্বর। অনুগ্রহ শক্তির দিক দিয়া বৈন্দব সৃষ্টির উদয় হয় এবং ইহার কর্ত্তা সদাশিব, যাহার ফলে মায়িক জীবের বৈন্দব দেহ প্রাপ্তি ঘটে। তিরোধান ও অনুগ্রহ উভয় কৃত্য পরমেশ্বরেরেই। তবে মনে রাখিতে হইবে যে তিরো-ধান অর্থাৎ আত্মসংকোচ অনুগ্রহেরই পূর্ব্বাবস্থা। যে নিগ্রহশক্তির অধীন হইয়াছে তাহাকে যথাসময়ে অনুগ্রহ শক্তি পাইতেই হইবে।

পরমেশ্বর বিশ্বব্যাপারের পূর্বে নিজেকে বিভক্ত করিয়া শিব ও শক্তি রূপে প্রকট হন। পরমেশ্বর অর্থাৎ পরমশিব তত্ত্বাতীত, কিন্তু শিব ও শক্তি তত্ত্বস্বরূপ। শিবভাবে বোধের পূর্ণতা আছে, কিন্তু তাহাতে স্বাতন্ত্র্য বা শক্তি নাই। শক্তিভাবে স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে, তাহাতে বোধ বা চিদ্‌ভাব নাই। উভয়ই অপূর্ণ, কারণ এই অবস্থায় সামরস্য ভঙ্গ হইয়াছে। সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের খেলা শক্তির আত্মপ্রকাশ বা আত্মবিকাশ। অনুগ্রহ ব্যাপার শিবের আত্মপ্রকাশ। পরমেশ্বরে উভয়ের পূর্ণাত্মপ্রকাশ।

মন্ত্র শব্দমাত্র নহে, কারণ শব্দের সহিত অর্থের তাদাত্ম্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। যে শব্দ অসিদ্ধ অবস্থায় বাগিন্দ্রিয়ে শব্দরূপে প্রতীত হয় সেই শব্দই সিদ্ধাবস্থায় অর্থরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ইহারই নাম দেবতা। অর্থাৎ দেবতা শব্দাত্মক ইহাও সত্য এবং অভিব্যক্ত হইলে অর্থাত্মক হয় ইহাও সত্য। বাচক শব্দ সিদ্ধাবস্থায় বাচ্য অর্থরূপে স্ফুরিত হয়। এইজন্য মন্ত্র প্রাপ্তি হইলে দেহশুদ্ধি হয় কারণ মায়িক দেহের সঙ্গে বৈন্দব দেহেরও স্ফুরণ হইয়া থাকে। মন্ত্র চৈতন্য স্বরূপ হইলেও আপনা আপনি কোন সাধকে প্রবেশ করিতে পারে না, কারণ উহা করণ মাত্র। মন্ত্রের যিনি প্রয়োগকর্ত্তা তিনি মন্ত্রের দ্বারা জীবে অনুগ্রহ সম্পাদন করেন ; কিন্তু মন্ত্র নিজে হইতে অন্যের দ্বারা প্রযুক্ত না হইয়া সাধকের কল্যাণ সাধন করিতে পারে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥ ১৩ ॥

মন্ত্র বা মন্ত্রেশ্বরত্ব কাহারা লাভ করেন?

আত্মা একই প্রকার। কোন্ আত্মা মন্ত্র পদে গৃহীত হয় এবং কে মন্ত্রেশ্বর পদে, ইহার নিয়ামক কি? মনে রাখিতে হইবে যে ইহা প্রলয়ের পরাবস্থা। কারণ সৃষ্টির সময়ে মন্ত্র বা মন্ত্রেশ্বরের আবির্ভাব হয় না। প্রলয়ের পরে সকল আত্মা দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিশূন্য হইয়া 'অকল' অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে যাহাদের অজ্ঞান নষ্ট হয় নাই এবং কর্মক্ষয় সম্পন্ন হয় নাই তাহারাই অভিনব সৃষ্টিতে অবশিষ্ট ভোগের নিমিত্ত দেহ প্রাপ্ত হয়। ইহাদিগকে 'প্রলয়াকল' জীব বলে। কিন্তু যে সকল আত্মার বিবেকজ্ঞানের ফলে কর্মক্ষয় হইয়াছে এবং অচিৎ বা প্রকৃতি হইতে পৃথক্ হইয়াছে তাহারাই শুদ্ধজীব অর্থাৎ 'বিজ্ঞানাকল'। ইহারাও অকল। ইহাদের মধ্যে দুইটি শ্রেণী আছে। কাহারও কাহারও মল পরিপক্ক হইয়াছে এবং কাহারও কাহারও হয় নাই। যাহাদের মল পরিপাক কম হইয়াছে তাহারা এক কল্প পর্যন্ত সুষুপ্তবৎ অবস্থায় পড়িয়া থাকে। যাহাদের মল একটু অধিক পরিপাক প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদের উপর শ্রীভগবানের শক্তিপাত হয় যাহার ফলে তাহারা শ্রীভগবানের বিশ্বশাসনকার্যে অধিকারীরূপে গৃহীত হয়। ইহাদের মধ্যে যাহাদের মল অপেক্ষাকৃত কম পরিপক্ক তাহাদের নাম 'মন্ত্র'। যাহাদের মল অধিক পরিপক্ক তাহাদের নাম 'মন্ত্রেশ্বর'। মন্ত্র ভগবদনুগ্রহের করণস্বরূপ এবং মন্ত্রেশ্বর ভগবদনুগ্রহের কর্তা। মন্ত্রেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে এ অবস্থায়ও মল আছে। তবে তাহা আণব মল বা পশুত্বসম্পাদক মল নহে। ইহার নাম অধিকার মল। অধিকার বা ভোগাদির দ্বারা এই মল কাটিয়া যায়। মন্ত্র অসংখ্য তথাপি পরিমিত বলা চলে। মন্ত্রেশ্বর সংখ্যাতে আট। মলপাকের তারতম্য অনুসারে ইহাদের মধ্যে উৎকর্ষাপকর্ষ আছে। তীব্র সংবেগের ফলে যদি কাহারও মলপাক অধিক হইয়া যায় তাহা হইলে সে নিজ স্থান হইতেই শিবত্ব লাভ করে, নতুবা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিম্নস্তর হইতে ঊর্ধ্বস্তরে উন্নীত হয় যদি ঊর্ধ্বস্তর খালি থাকে। মন্ত্রের এই নিয়ম, মন্ত্রেশ্বরেরও এই নিয়ম। মন্ত্রের মধ্যে যদি কোন স্থান রিক্ত হয় তাহা হইলে মলের পরিপক্বতা অনুসারে বিজ্ঞানাকল হইতে ঐ স্থান পূর্ণ হইয়া থাকে।

॥ ১৪ ॥

পরমাত্মভাবে পূর্ণতাপ্রাপ্ত সাধক ভগবৎভাবে প্রবেশ করিতে পারে কি না এবং পারিলে কখন কি ভাবে?

পরমাত্মভাবে যাঁহারা স্থিতিলাভ করিয়াছেন তাঁহারা মায়াতীত তাহাতে সন্দেহ নাই। মায়া ও পুরুষ ভেদজ্ঞান পূর্ণভাবে প্রাপ্ত না হইলে ইহা সম্ভব হয় না। এই সকল সাধক কৈবল্যপ্রাপ্ত হইয়া মায়াতীত স্থিতি লাভ করেন। এই সব সাধকের আত্মজ্ঞান—'আত্মা বিশুদ্ধ চিৎস্বরূপ' ইহাতেই পর্যবসন্ন। কিন্তু আত্মা যে অখণ্ড চিৎস্বরূপ হইয়াও আনন্দস্বরূপ ইহা তাঁহাদের বোধে আসে না। ইঁহারা বিদেহ স্থিতি লাভ করেন। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন হইতে ইঁহারা মুক্ত। সাধারণতঃ ইঁহাদের কোন অভাববোধ নাই। কারণ প্রাকৃতিক অভাব উদিত হইবার কোন কারণ নাই। তাঁহারা সর্বত্র অখণ্ড প্রকাশ ব্যাপ্ত রহিয়াছে দেখিতে পান। কিন্তু তাঁহারা প্রকাশের মধ্যে যে আনন্দ লুপ্ত রহিয়াছে বুঝিতে পারেন না। ইঁহাদের ধাম কৈবল্যধাম এবং এই কৈবল্য খণ্ডকৈবল্য। যখন কোন ভগবৎধামের আত্মা ইঁহাদের দৃষ্টির গোচরীভূত হন, তখন ইঁহারা বিচলিত হইয়া উঠেন। এই আত্মা ভক্তকোটির অন্তর্গত, কারণ ভগবদধামে ভক্ত ভিন্ন কাহারও স্থান নাই। সিদ্ধ ভক্তই হউন অথবা সাধক ভক্তই হউন কদাচিৎ কাহারও সাক্ষাৎ হইলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সকল কেবলী আত্মা—অবশ্য যাঁহারা ভাগ্যবান, অসাধারণ ব্যাকুলতা লাভ করেন। ইহারা অর্থাৎ কেবলী আত্মাসমূহ এতদিন পর্যন্ত আপনাতে আপনি সন্তুষ্ট ছিল, কারণ জাগতিক সকল অভাব তাহাদের মিটিয়া গিয়াছে, কিন্তু ভগবদ্ধাম হইতে সমাগত অথবা গমনশীল ভক্ত আত্মাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে বিরাট অভাববোধ তাহাদের জাগিয়া উঠে। ইহার কারণ এই যে ভক্তের দর্শনে কেবলী আত্মসত্তায় নিহিত একটা বিরাট অভাববোধ জাগিয়া উঠে। ভক্তি হ্লাদিনী শক্তির স্ফুরণ হইতে হয়, তাই ইহা কেবলী আত্মার হৃদয়কে স্পর্শ করে। কারণ প্রত্যেক আত্মার অন্তরের অন্তরতম তলে ভক্তিবীজ নিহিত আছে। এতদিন ইহা উদ্বুদ্ধ হয় নাই। এতদিন পর্যন্ত এই হ্লাদিনী শক্তির মহিমা সে বুঝিতে পারে নাই। এবার কেবলীর মধ্যেও উহা আস্বাদনের অভাব জাগিয়া উঠে ; কারণ হ্লাদিনী শক্তি সুপ্তভাবে তাহাতেও আছে। উদ্বোধকের অভাবে এতদিন উহা জাগ্রৎ হয় নাই। প্রকৃত ভক্তের দর্শনে সুপ্ত ভক্তিভাব উদ্বুদ্ধ হয় এবং আত্মা ভক্তি আস্বাদনের জন্য ভগবদ্ধামে প্রবেশ করে। কৈবল্যধামে যেমন আকার থাকে না, ভগবদ্ধামে তেমনি নিরাকার থাকে না। এই কেবলী আত্মা তখন হ্লাদিনী শক্তিসম্ভূত ভাবদেহ প্রাপ্ত হয় এবং ভগবদ্ধামে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থান অধিকার করে।

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে ভগবদ্ধামে প্রত্যেক আত্মারই একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। অন্তর্নিহিত ভাবের বিকাশ হইলে সেই স্থান সে অধিকার করে। কেবলী প্রত্যেক আত্মাই যে এই সুযোগ প্রাপ্ত হইবে তাহার কোন কথা নাই। যাহার সুপ্ত ভাবের উদ্বোধের কাল সমাগত হইয়াছে তাহারই এইরূপ হইয়া থাকে, সময়ান্তরে অন্যেরও এইরূপ হইতে পারে। ভাব জাগ্রৎ হইলে আত্মা কখনও বিদেহ থাকিতে পারে না, সে নিজের ভাব অনুসারে দেহ গ্রহণ করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥ ১৫ ॥

তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ কোন মহাপুরুষের কৃপায় কি কোথাও পরম প্রাপ্তি অর্থাৎ জ্ঞান, মুক্তি, ভগবৎ সাযুজ্য ইত্যাদি হইতে পারে অথবা মহাপুরুষ কেবল লক্ষ্য, পথ, সাধনা ইত্যাদি বিষয়ে নির্দ্দেশ ও সাহায্য করিতে পারেন, পাওয়া প্রত্যেকের নিজের সাধনা, ভক্তি, যোগ্যতা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। একজন বলিলেন, ভগবান বুদ্ধ মৃত্যু-শয্যায় আনন্দকে বলেছিলেন যে তিনি কৃপা করিয়া কাহারও পরম-প্রাপ্তি করিয়া দিতে পারেন না, সেই প্রাপ্তির যোগ্যতা আনন্দকে সাধনার দ্বারা, অর্জন করিতে হইবে। এতদিন 'কৃপাহি কেবলম্' জানিয়া আসিয়াছিলাম—যুক্তিগ্রাহ্য ভিন্নমতের জন্য একটু সংশয় জাগিয়াছে।

তোমার প্রশ্নগুলি শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। তুমি যে সাধনার মার্গ বিষয়ে এতটা চিন্তা করিয়াছ তাহা আনন্দেরই কারণ। কিন্তু মনে রাখিবে সাধন পথে দুইয়েরই স্থান আছে—যাহাকে ব্যক্তিগত যোগ্যতা বল তাহাও যেমন আবশ্যক, তেমনি ভগবৎকৃপাও আবশ্যক। এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনার পূর্বে বুদ্ধদেবের কথাই বলিতেছি। বুদ্ধদেব যাহাদিগকে অনুগ্রহ করিতেন তাহাদিগকে শুধু ব্যক্তিগত অহংকারমূলক সাধনার উপর নির্ভর করিতে বলিতেন না। তিনি জানিতেন যে এই বিশ্বের মধ্যেই বিশ্বের বাহিরে যাইবার অর্থাৎ বিশ্বা-তীত অবস্থা লাভ করিবার কৌশল রহিয়া গিয়াছে। যেমন স্থূল জগতে মাধ্যাকর্ষণ সর্বত্র থাকিবার দরুণ সকল বস্তুই স্বভাবতঃ অধো-গমনশীল, তেমনি এই জগতেরই অন্তস্তলে ঊর্ধ্বগতির একটি নিত্য-ধারা রহিয়াছে। উহা অত্যন্ত গুপ্ত। ঐ ধারাতে পতিত হইলে মাধ্যা-কর্ষণের ক্রিয়া থাকে না। অধোগতি অথবা চাঞ্চল্য রোধ হইয়া যায় এবং ঐ স্রোতে সাধককে ঊর্ধ্বদিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়। ইহা অত্যন্ত গুপ্ত স্রোত। আমাদের দেশে সহজিয়া, বাউল, মহাযানী বৌদ্ধ-গণ, জৈন সম্প্রদায়, সকলেই এই স্রোতের সম্বন্ধে জানিতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানুষ যখন নিজেকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে চেষ্টা করে, তখন সে অনুভব করিতে পারে যে তাহার মধ্যে আবর্ত্তস্থলে তিনটি অবস্থা কার্য্য করিতেছে—যাহাদের নাম জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। জাগ্রৎ অবস্থায় ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা রূপ-রসাদিময় বহির্জগতের জ্ঞান হইয়া থাকে। এটি জাগ্রৎ অবস্থা। এই অবস্থায় বিরাট স্থূল জগৎ মানুষের প্রত্যক্ষ-গোচর হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা স্থায়ী হয় না। যখন ইন্দ্রিয়ের নিরোধ হইয়া যায় অর্থাৎ ইন্দ্রিয় অন্তর্মুখী হয় তখন বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান থাকে না। মানুষ স্বপ্নরাজ্যে প্রবিষ্ট হয়। কিন্তু বাহ্য রূপরসাদি না থাকিলেও স্বপ্নরাজ্যেও মনোময় রূপরসাদি স্বপ্নজগৎরূপে পরিদৃষ্ট হয়। বাহ্য জাগ্রৎ অবস্থা ছিল ভূতাকাশের অন্তর্গত। স্বপ্নজগৎটি মনোময় চিত্তাকাশের অন্তর্গত। ইহার পর আবর্ত্তনক্রমে সুষুপ্তি অবস্থার উদয় হয়। তখন ভূতাকাশস্থিত স্থূল ভৌতিক জগৎ থাকে না এবং চিত্তাকাশস্থিত সূক্ষ্ম মনোময় জগৎ থাকে না। নাড়ীর উপসংহার হয়—জ্ঞানহীন সুষুপ্তি অবস্থার উদয় হয়। ইহা ভূতাকাশ ও চিত্তাকাশের পরাবস্থা। এই অবস্থায় অর্থাৎ সুষুপ্তিতে নাড়ীর ক্রিয়া থাকে না এবং জ্ঞানও থাকে না। ঘোর অজ্ঞান অবস্থায় হৃদয় প্রদেশে কিঞ্চিৎ কালের জন্য বিশ্রাম ভোগকে উদ্দেশ্য করিয়া জীব শয়ান থাকে। পরে যাহাকে দার্শনিকগণ জীবনযোনিপ্রযত্ন বলেন তাহার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া জীব জাগিয়া ওঠে এবং পুনর্বার জাগ্রৎ—স্বপ্ন—সুষুপ্তি ক্রমে চক্রের আবর্ত্তন হয়। ইহার নাম সংসার চক্র। ইহা পুনঃ পুনঃ ঘটিতে থাকে। এই অবস্থায় অন্নময়কোষ, প্রাণময়কোষ ও মনোময়কোষ ক্রিয়া করে এবং মনুষ্যদেহে ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীর বক্রগতি চলিতে থাকে। মধ্যবর্ত্তী সুষুম্নার সরলগতি তখন থাকিলেও অনুভূত হয় না।

কিন্তু যখন মহাপুরুষের কৃপায় জ্ঞানের উদয় হয় তখন যথাসময় বক্রনাড়ী স্তম্ভিত হইয়া যায়, তখন সরল সুষুম্না নাড়ীর ঊর্ধ্বমুখী ক্রিয়া চলিতে থাকে। তখন মাধ্যাকর্ষণের ক্রিয়া থাকে না এবং চিত্তের অধোগতি স্তম্ভিত হইয়া যায়। অবশ্য ইহা সাময়িকভাবে হয়, পরে ক্রমশঃ স্থায়ী হয়। কিন্তু যখন এই ঊর্ধ্বগতি ক্রিয়াশীল হয় তখন বায়ুর ক্রিয়া স্তম্ভিত হয়, শ্বাস প্রশ্বাস থাকে না এবং মনও দেহের স্মৃতি রক্ষা করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারে না। যাহাকে দেহাত্মভাব বলে এবং যাহা সাংসারিক জীবনের মূল-ভাব তাহা কিছুক্ষণের জন্য কাটিয়া যায়। এই দেহাত্মবোধ শূন্য হইয়া জীব সুষুম্নামার্গে ক্রমশঃ পরমানন্দের অনুভব করিতে করিতে ঊর্দ্ধ-দিকে উত্থিত হয়। ইহাকেই যোগিগণ চিদাকাশে গতির উপক্রম বলিয়া বর্ণনা করেন। বেদান্তের পরিভাষায় ইহা মনোময় কোষের পরবর্ত্তী বিজ্ঞানময় কোষের অবস্থার কথা। আনন্দময় কোষ ইহারও পরের অবস্থা। এই যে ঊর্দ্ধমুখী স্রোত ইহা অত্যন্ত গুপ্ত। এই স্রোতে জীবকে ফেলিয়া দিতে না পারিলে জীবের পক্ষে মাধ্যাকর্ষণ হইতে রক্ষা পাওয়া কঠিন এবং ঊর্দ্ধগতির সম্ভব হয় না। ইহাকে আমাদের প্রাচীন মরমিয়া mysticগণ, বাউল, সহজিয়া, বৌদ্ধ মাধ্যমিক প্রভৃতি সাধকগণ 'উজান ধারা' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বুদ্ধদেব যাহাকে কৃপা করিতেন তাহাকে এই ঊর্দ্ধস্রোতের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিতেন। এইজন্য ভগবান বুদ্ধের কৃপাপ্রাপ্ত পুরুষকে বলে 'স্রোতাপন্ন' অর্থাৎ ঊর্দ্ধমুখী স্রোতে যে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই স্রোতেই তাহাকে উপরের দিকে লইয়া যায়। ইহাকে কৃপা বলে। কিন্তু ইহার সঙ্গে তাহাকেও সাধনা করিতে হয়—তাহাই পুরুষকার। সুষ্ঠু ভাবে যে ইহা সম্পন্ন করিতে পারে সে আর মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা আকৃষ্ট হয় না, কিন্তু অধিকাংশই একবার পূর্বাকর্ষণ অনুভব করিতে বাধ্য হয়। এই অবস্থাকে 'সকৃদাগামী' বলে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে জীব তখন ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াও পূর্ব-সংস্কারবশে একবার নামিয়া পড়ে অর্থাৎ জন্ম-গ্রহণ করে। ইহার পর আবার সেই স্রোত তাহাকে টানিয়া লয়। তখন-কার অবস্থার নাম 'অনাগামী'। এই সব লোক জীবমুক্তি লাভ না করিলেও অধোগামী মাধ্যাকর্ষণ হইতে নিত্যমুক্ত। ঊর্দ্ধলোকে এইরূপ অসংখ্য সিদ্ধপুরুষ রহিয়াছেন, যাঁহারা মাধ্যাকর্ষণ হইতে নিত্যমুক্ত। ইহার পর পূর্ণজ্ঞানের উদয় হয়। সেই অবস্থার নাম বৌদ্ধগণ 'অর্হৎ' বলিয়াছেন। ইহা আমাদের জীবন্মুক্তির নামান্তর। ইহা হইতে বুঝিতে পারিবে যে কেবলমাত্র পুরুষকার দ্বারা 'অর্হৎ' অবস্থায় যাওয়া যায় না। পুরুষকারের প্রয়োজন আছে কিন্তু তাহার মূলে আছে মহাপুরুষের কৃপা অর্থাৎ ঊর্দ্ধস্রোতে পতিত হওয়া। সুতরাং বুদ্ধদেব যাহা বলি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

য়াছেন তাহা বুঝিতে হইলে এই কৃপা ও পুরুষকারের সমন্বয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সাধারণ মানুষ কৃপা করিতে সমর্থ নহেন কারণ তিনি প্রকৃতির ঊর্ধ্বমুখী স্রোতে জীবকে টানিয়া ফেলিতে পারেন না। এই ঊর্ধ্বমুখী স্রোতে পড়িয়াও, সাধনা করিতে হয়। কারণ তাহা না করিতে পারিলে সকৃদাগামী হইতে অনাগামীতে পৌঁছানো যায় না।

এই তো হইল বুদ্ধদেবের কথা, অন্যান্য মহাপুরুষদের মধ্যেও উহারই পুনরাবর্ত্তন দেখা যায়। এখন এই প্রশ্নটি বুঝিতে চেষ্টা কর যে কৃপা ও পুরুষকারের মধ্যে প্রাধান্য কোথায়। গীতাপাঠ করিলে এই প্রশ্নের সমাধান হইবে। অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের কর্ত্তব্য হইতে বিমুখ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি যুদ্ধ না করিবারই সংকল্প মনে মনে আবর্ত্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীভগবানের নিকট প্রপন্ন হইয়া তাঁহার উপদেশপ্রার্থী হইবার ফলে শ্রীভগবান তাঁহাকে পথের নির্দেশ দেন। শ্রীভগবান বলিলেন যে এখন তোমার যা অবস্থা তাহাতে তোমার পক্ষে ধর্মযুদ্ধ হইতে বিরত হওয়া উচিত নহে। এই উপলক্ষ্য করিয়া তিনি ক্রমশঃ উপদেশ দিতে লাগিলেন। প্রথমেই বলিলেন যে তাঁহাকে কর্মত্যাগ করিতে হইবে না। তাঁহার যে অবস্থা তাহাতে কর্মত্যাগ অযৌক্তিক, কেননা তাঁহার কর্ত্তৃত্বাভিমান রহিয়াছে। তাঁহাকে কর্ম করিতে হইবে কিন্তু কর্মটি নিষ্কাম হইয়া করিতে হইবে অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন করিয়া কর্মটি সম্পন্ন করা আবশ্যক। কর্মত্যাগ সম্ভব নহে কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকা পর্য্যন্ত। ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন করিলে চিত্ত-শুদ্ধি হয় এবং ঐ ফল সমস্ত বিশ্বের হিত সাধন করে। চিত্তশুদ্ধি হওয়ার পর সাধকের কর্ত্তৃত্বাভিমান শিথিল হইয়া যায়, তখন সে দেখিতে পায় সে তো কর্ত্তা নহে, প্রকৃতির গুণে তাহাকে কর্ম করিতে হইতেছে। ইহার পর ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইতে দেখিতে পায় প্রকৃতির গুণে কর্ম হয় তথাপি প্রকৃতি তো জড়, তাহার প্রেরণাশক্তি কোথায়? তখন দেখিতে পায় প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা পুরুষোত্তম ভগবান্ প্রকৃতির গুণের দ্বারা জীবকে কর্ম করাইতেছেন। তখন যে ভগবৎ দর্শন হয় ইহা নিজের হৃদয়েই হয়। কারণ হৃদয়েই ভগবানের যথার্থ প্রকাশস্থান। সর্বভূতের হৃদয়েই ভগবান অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি সকলকে তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়াশক্তির দ্বারা কর্মে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন। জীব অজ্ঞানবশতঃ অহংকারে বিমূঢ় হইয়া মনে করে সে নিজেই কর্ম করিতেছে। এই ভ্রমটি তখন কাটিয়া যায়। তখন ভগবদ্ দর্শন বশতঃ অহংকার কাটিয়া যায়, কারণ তার মূলে অজ্ঞানও কাটিয়া যায়। তখন বুঝিতে পারে জীব কোন কর্মেরই বাস্তবিক কর্ত্তা নহে। তখন ভগবানের উপদেশ তৎকালের উপযোগীরূপে তাহার নিকট উদিত হয়। এই উপদেশের তাৎপর্য্য এই—যত প্রকার ধর্মকর্ম আছে সমস্তই পরিহার করা উচিত। যে ভগবৎস্বরূপ প্রত্যক্ষ হইয়াছে একমাত্র তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া থাকা উচিত। তিনি যেরূপ প্রবর্ত্তন অথবা নিবর্ত্তন করেন তাহাই শ্রেষ্ঠ। এইরূপ করিলে জীবের অনাদিসঞ্চিত, অজ্ঞানরূপসঞ্চিত মল চিরদিনের জন্য দূর হইয়া যাইবে এবং জীব নির্মল সাযুজ্য লাভ করিবে। বেদান্তে যে পঞ্চকোষ আছে, তাহার মধ্যে ইহাই আনন্দময় কোষের ব্যাপার। এই সময়ে জীবেও ভগবত্তার উদয় হয়।

সুতরাং মনে রাখিতে হইবে যে যদিও একমাত্র ভগবৎকৃপাই উদ্ধারের কারণ তথাপি সেই কৃপাকে প্রাপ্ত হইতে হইলে পুরুষকারের দ্বারা বহু কর্মসম্পাদন করিতে হয় এবং সেই কৃপাপ্রাপ্তির পর ভগবৎপ্রেরিত হইয়াও বহু কর্ম করিতে হয়। সুতরাং কর্মের একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে, কৃপারও একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে। কোনটি বাদ দিলে চলে না। ভগবান যেমন কৃপা করেন তেমনি জীবের নিজ আত্মাও কৃপা করিয়া থাকে। সুতরাং ভগবৎকৃপা থাকিলেও আত্মকৃপা আবশ্যক এবং নিজে পুরুষকাররূপে সততঃ কর্ম করিলেও তাহার পশ্চাতে ভগবৎকৃপা আবশ্যক। এই উভয়ের সমন্বয় হইলে কোন অভাব থাকে না।

অনেক সময় দেখা যায় জন্মজন্মান্তর ভগবৎকৃপার ক্রিয়া হইয়াছে কিন্তু সাধনার ক্রিয়া হয় নাই। তাহা হইলে কৃপা ও পুরুষকারের সংযোগ ঘটিয়া থাকে। তেমনি কল্পকল্পান্তর সাধনার ক্রিয়া চলিয়াছে কিন্তু ভগবানের কৃপার উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে উহা কার্যে পরিণত হয়। একটি পাখীর যেমন দুইটি ডানা আছে। কিন্তু ডানা ভাঙ্গিয়া গেলে শুধু এক ডানায় সে উড়িতে পারে না, ঠিক সেই প্রকার পুরুষকার ও কৃপা দুইটিই আবশ্যক। কোন স্থানে কৃপা অতি প্রাচীনকাল হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চলিয়া আসিয়াছে কিন্তু ঠিক পুরুষকারটি উদিত হইলেই ফলপ্রাপ্তি হয়। অপরস্থলে অনাদিকাল হইতে পুরুষকারের চেষ্টা চলিতেছে কিন্তু তাহা তখনই সফল হয় যখন কণামাত্র কৃপার সহযোগ প্রাপ্ত হয়। কৃপা ও সাধনা উভয়ই শক্তির প্রকাশ। উভয়েরই সার্থকতা রহিয়াছে। বলা বাহুল্য কোনটি আগে এবং কোনটি পরে এ বিষয়ে মাত্র তারতম্য থাকে।

তুমি মনে করিতে পার যে শ্রীভগবান যে কৃপা করেন তাহা বুঝিতে পারিলাম কিন্তু জীবের আত্মা আবার কি প্রকারে কৃপা করে ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম না।

ইহার উত্তরে বলিতেছি যে এই বিশ্বটি শ্রীভগবানের লীলাক্ষেত্র স্বরূপ। লীলাক্ষেত্রে সর্বত্রই ইচ্ছার প্রাধান্য থাকে অর্থাৎ ইহার মূলে ভাবটি হইল এই যে খেলার মধ্যে ভগবানের নিয়ন্ত্রণশক্তি কার্য করে না। কেহ যদি ভগবানকে চায়, স্বভাবের নিয়মে ভগবানও তাহাকে চান। কিন্তু কেহ না চাহিলে অর্থাৎ ভোগবাসনার দ্বারা জড়িত থাকিলে ভগবান তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন না। স্বাভাবিক নিয়মে যখন ঐ বাসনা হইতে মুক্ত হইবার আকাঙ্ক্ষা তাহার হৃদয়ে উদিত হয় তখন ভগবান তাহাকে সাহায্য করেন যাহাতে সে সেই বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু ক্রমশঃ একটি সময় আছে যখন ভগবান এই হার-জিৎরূপ খেলা হইতে নিবৃত্ত হইয়া শান্তিস্বরূপে আত্ম-প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন অর্থাৎ মায়িকলীলা সংহার করিতে চান। তখন জীবের যোগ্যতা অথবা অযোগ্যতার বিচার করেন না। সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিজের উপর নিয়া আসেন। তখনকার ভাবটি এই যে ভগবান যেন জীবকে বলিতেছেন, তোমার যতই দোষ থাকুক অথবা অযোগ্যতা থাকুক তাহার মূল কারণ তো আমি অর্থাৎ ভালোই হোক বা মন্দই হোক ভগবান লীলাতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন বলিয়া এই বৈচিত্র্য উৎপন্ন হইয়াছে। যখন মায়িকলীলা সংবরণ করিতে ইচ্ছা করেন তখন সমস্ত দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেন এবং তখন জীবের যোগ্যতার কোন বিচার রাখেন না। কারণ যোগ্যতার মূলেও তাঁহারই ইচ্ছা। তখন তিনি বলেন জীবের ভালোমন্দ যাহা কিছু সকলের মূলেই তিনি। জীব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অজ্ঞ ও দুর্বল তাহার আবার দোষ কি? তখন একমাত্র অপেক্ষা আমাকে ধরিয়া থাকুক। কে ভালো কে মন্দ তখন এ প্রশ্ন নাই, শুধু আনুগত্য আবশ্যক—তাঁহাকে ধরিয়া থাকুক্ এই তিনি চান। তাঁহার প্রতি যাহার অনুগত্য নাই তাহার জন্য তিনি নিজেকে দায়ী মনে করেন এবং সকলকেই উদ্ধার করেন—তবে কাহাকেও একটু পূর্বে, কাহাকেও একটু পরে। ইহা Law and Loveএর সমন্বয়ের সমান। যখন Lawএর প্রাধান্য ছিল তখন ছিল কার্য্যকারণ ভাব, নিয়তি শৃঙ্খলা ইত্যাদি। এখন ভগবান একমাত্র Loveকেই প্রতিষ্ঠিত করিতে চান। এইজন্য এখন সর্বজীবের অধিকার আছে। পূর্ব সংস্কারের প্রভাবে কেহ একটু পূর্বে এবং কেহ একটু পরে এবং সকলের অন্তে সকলেই তাঁহার প্রেমের পাত্র রূপে প্রকাশমান হয়।

॥ ১৬ ॥

এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায় কোন কোন পশু বা বৃক্ষ বা অন্য কোন যোনির জীব বস্তুত ঐ দেহেতে থাকা সত্ত্বেও অনেকে তাহাদের মধ্যে মনুষ্য ভাবের ক্রিয়া দেখিতে পায়। ইহা পুরাণেও প্রসিদ্ধ আছে এবং সাধারণ লোকের অনেকের অনুভবের গোচর। ইহার তত্ত্বটি কি জানিতে ইচ্ছা করি।

এই প্রশ্নটি বুঝিতে হইলে প্রকৃতির ক্রমবিকাশের ধারাটি বুঝিতে হইবে। তুমি জান এই ক্রমবিকাশের পথে চুরাশি লক্ষ যোনি সর্ব-প্রথমে পরিগণিত হয়। ইহার মধ্যে স্থাবরজঙ্গম, পশুপক্ষী, কীট-পতঙ্গ সবই আছে। এই চুরাশি লক্ষ সৃষ্টিমুখে প্রকৃতির ক্রম-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিকাশের নিদর্শন। ইহার সঙ্গে কর্মের কোন সম্বন্ধ নাই। মনুষ্য-দেহে যেমন বাল্য, যৌবন, বার্ধক্য পর পর আপনিই আসে তেমনি এই প্রকৃতির ক্রমবিকাশে স্থাবর হইতে জঙ্গম এবং জঙ্গমের মধ্যেও ক্রমশঃ অধিক বিকাশযুক্ত জীব আছে। পঞ্চকোষের কথা শুনিয়াছ। অন্নময় কোষে বিকাশের পর প্রাণময় কোষের বিকাশ হয়। এই পর্যন্ত Sub-Human creation—এই পর্যন্ত মনের আবির্ভাব হয় নাই। প্রাণের আবির্ভাব এবং অন্নময় কোষের আবির্ভাব অবশ্য হইয়াছে। প্রাণময় কোষের পর মনোময় কোষের বিকাশ মন হইতে আরব্ধ হয়। মনোময় কোষের বিকাশ হইলে মনের অভিব্যক্তি ঘটে। মনের ক্রমবিকাশের ফলে ক্রমশঃ অনন্ত প্রকার বৈচিত্র্য সংঘটিত হয়। মনোময় কোষ হওয়ার পর একদিকে যেমন মনের আবির্ভাব হয় অপর দিকে তেমনি কর্মে অধিকার জন্মে। মনোময় কোষের নীচে কর্মসত্তা নাই এবং কর্মজন্য অধঃউর্ধ্ব গতিও নাই এবং মনোময় কোষের ঊর্ধ্বেও কর্মসত্তা নাই। সর্বত্রই প্রকৃতির অভিব্যক্তি অনুসারে অগ্রগতি সম্পন্ন হয়। মনোময় কোষেও তাই হয়, কিন্তু কর্ম থাকার দরুণ প্রাকৃতিক স্বাভাবিক অভিব্যক্তিতে কর্ম আসিয়া বাধা দেয়। মনোময় কোষের ইতিহাস অতি বিচিত্র—অর্থাৎ মনোময় কোষযুক্ত মনুষ্য নিজের কর্মপ্রভাবে অধোগতি ও ঊর্ধ্বগতি লাভ করিতে পারে। এই অবস্থায় কর্তৃত্ব অভিমান থাকে এবং কর্মফল ভোগ অবশ্যম্ভাবিরূপে ঘটিয়া থাকে। সুতরাং কর্ম অনুসারে মৃত্যুকালীন চিন্তার প্রভাবে কেহ মনুষ্য হইতে পশুপক্ষী আদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং অন্য কেহ দেবতা বা পশু প্রভৃতি যোনিতেও জন্মগ্রহণ করে। এই যে জন্ম ইহা কর্মজাত দেহবস্তু লাভ। ধরো,—একটি কুকুর অথবা একটি বৃক্ষ—এইরূপ কোন দেবতা বাহির হইতে যাহা দেখা যায়, তাহার প্রকৃত সত্তা তাহা নহে। ঐ কুকুরটিও হয়ত পূর্বজন্মে মনুষ্য ছিল কিন্তু মৃত্যুকালীন কর্মবশতঃ কুকুরযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই-রূপ পক্ষী, বৃক্ষ প্রভৃতি সবই হইতে পারে—দেবতাও হইতে পারে। ঐ সকল কুকুর বা বৃক্ষ প্রকৃত কুকুর বা বৃক্ষ নহে। ঐ সকল দেবতা প্রকৃত দেবতা নহে। উহারা মনুষ্যজন্মের কর্মপ্রভাবে অন্তিমকালের চিন্তা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুসারে তৎ তৎ দেহ লাভ করিয়াছে। যখন ঐ দেহ ত্যাগ হইবে তখন ঐ কুকুরও মনুষ্যদেহ ধারণ করিবে, বৃক্ষও তাহাই, দেবতাও তাহাই। উহা প্রাকৃতিক ক্রমবিকাশের সহিত অনুস্যূত নহে। এই অধোগতি প্রকৃত অধোগতি নহে, ঊর্ধ্বগতিও তাহাই। প্রকৃতির বিকাশে শুদ্ধ-সত্ত্বের অভিব্যক্তি প্রকৃত অভিব্যক্তি। ইহা হইতে মনোময় কোষ ভেদ হইয়া যায় এবং বিজ্ঞানময় কোষের সূত্রপাত হয়। বিজ্ঞানময় কোষে কর্ম থাকে না। মানুষকে মনোময় কোষে লক্ষ লক্ষ বৎসর থাকিতে হয়। তবে এইখানে একটি প্রশ্ন আছে। তাহা এই যে, বাহ্যজগতে আমরা যাহা কিছু দেখিতে পাই তাহা তাহার স্বরূপের নির্ণায়ক নহে। একটি কুকুর অথবা একটি অশ্ব বা অন্য কোন প্রাণী চুরাশি লক্ষ যোনির অন্তর্গতও হইতে পারে অথবা ইহারা মনুষ্যযোনি হইতে অবতীর্ণ হইয়া তৎ তৎ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ইহাও হইতে পারে। প্রকৃতির ক্রমবিকাশ হইলে পর পর যোনিতে প্রবেশ আপনি আপনি ঘটে এবং ক্রমবিকাশের নিয়মে উহাই স্বাভাবিক। এইপ্রকার দেবতাও প্রকৃত দেবতা নহে—শুধু পুণ্যফলে ভোগবিশেষ লাভের জন্য দেব-দেহ গ্রহণ। পশুপক্ষীও তাহাই। ইহারা পশুপক্ষী বা দেবতা হই-লেও বস্তুতঃ মনুষ্য। কর্ম অনুযায়ী ঐ দেহত্যাগের পর পুনর্বার মনুষ্যদেহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রকৃতির বিকাশ অনুসারে গতি লাভ করে। তবে একটি কথা আছে—যাঁহারা জ্ঞানী অথবা যোগী তাঁহারা ঐ সকল স্বরূপকে চিনিতে পারেন—দেবতা দেখিলেও তাঁহারা বুঝিতে পারেন দেবতা হইলেও ইহারা মানুষ এবং ভোগান্তে মনুষ্যদেহে ফিরিয়া যাইবে। কুকুর প্রভৃতি যোনিতেও এইরূপ সম্ভাবনা আছে। অনেক পশু দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহারা একপ্রকার ঋষিকল্প অথচ নিজেকে নিজে চিনিতে পারে না। জ্ঞানীর চক্ষুতে সব ধরা পড়ে। যার যে স্বাভাবিক কোষ অর্থাৎ মনোময় কোষ উহা ঐ দেবদেহেও থাকে এবং পশুপক্ষীর দেহেও থাকে কিন্তু একটু অন্তরালে। যে স্তরে দর্শন হয় সেই স্তরের অন্তরালে পূর্বজন্মের স্বাভাবিক সত্তাটা অভিব্যক্ত থাকে। কিন্তু যাহারা এখন পর্যন্ত মনোময় কোষ প্রাপ্ত হয় নাই তাহা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দের সম্বন্ধে এই কথা সত্য নহে। এই বিষয়টি ভালো করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিবে।

॥ ১৭ ॥

পূর্ণ সত্যের স্বরূপ কি?

তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছ তাহা অতি জটিল হইলেও অতি সরল। যেটি পূর্ণসত্য সেটি অখণ্ড প্রকাশস্বরূপ, একথা অনেকে বলেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে প্রকাশের স্বরূপ বুঝিতে হইলে প্রকাশ ও অপ্রকাশের পার্থক্য কেন হয় তাহা বুঝিতে হইবে। কারণ, যাহা প্রকাশ তাহাই আবার অবস্থান্তরে অপ্রকাশ রূপে প্রতীত হয়। প্রকাশের মধ্যে একটি শক্তি নিরন্তর খেলা করিতেছে। সেই শক্তিটাকে দার্শনিক আচার্যগণ বাক্‌রূপে নির্দেশ করেন। এই যে বাক্ ইহার সহিত প্রকাশের সম্বন্ধ নিত্যসিদ্ধ। কিন্তু বাক্‌রূপী শক্তি যদি কখনও উৎক্রমণ করিয়া আলাদা হইয়া যায় সেই সময় প্রকাশ প্রকাশমান থাকে না—তাহা তখন স্বয়ংপ্রকাশ নহে। তাহা তখন এক হইয়া যায়। আচার্যগণ বলেন,

বাগ্‌রূপতা চেদুৎক্রামেদববোধস্য শাশ্বতী।
ন প্রকাশঃ প্রকাশেত সা হি প্রত্যবমর্শিণী॥

অর্থাৎ প্রকাশের যে শাশ্বত নিত্যসিদ্ধ বাক্‌রূপতা রহিয়াছে তাহা যদি উৎক্রমণ করে অর্থাৎ প্রকাশকে ত্যাগ করে তাহা হইলে প্রকাশ স্বরূপতঃ প্রকাশ হইয়াও অপ্রকাশ হইয়া যায়। অবশ্য এই যে বাক্ ইহা পরাবাক্। ইহাই বস্তুতঃ মূলে পরাশক্তি—ইহাই প্রকাশের সঙ্গে নিত্য-যুক্ত। ইহারই নাম শিবশক্তি। ইহাকে স্বরূপশক্তি বলে। কিন্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শক্তি স্বতন্ত্র বলিয়া অবস্থাবিশেষে প্রকাশ হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহাতেও প্রকাশের সহিত তাহার নিত্য সম্বন্ধ নষ্ট হয় না। মনে রাখিতে হইবে প্রকাশ শিব—শক্তিসহযোগে শিব নতুবা তাহা শব-রূপে পরিণত। কিন্তু এইটি নিত্য সম্বন্ধ, ইহা নষ্ট হইবার নহে। লীলাবশতঃ কখনও মনে হয় যে শক্তি শিবকে ছাড়িয়া উৎক্রমণ করিয়াছে। এই অবস্থায় প্রকাশ আর অপ্রকাশ, উভয়ে কোন ভেদ থাকে না। প্রকাশের মহিমা শক্তির সম্বন্ধবশতঃ। ইহা নিত্য সম্বন্ধ তথাপি শক্তির স্বাতন্ত্র্য আছে বলিয়া লীলারূপে ইহা প্রকাশকে পরিহার করিয়া ঊর্ধ্বে গমন করে অর্থাৎ উৎক্রমণ করে অর্থাৎ প্রকাশ তখন শক্তিহীন হয়। কিন্তু বাস্তবিক প্রকাশকে ত্যাগ করে না, কারণ উভয়ে শাশ্বত সম্বন্ধ। লীলাচ্ছলে এই উৎক্রমণ ঘটে। প্রকাশকে ব্রহ্ম বলা হয়। কিন্তু শক্তি সহযোগে এই ব্রহ্মই পূর্ণ-ব্রহ্ম নামে অভিহিত হয়। ইহারই নাম স্বয়ং প্রকাশ। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে এই যে শক্তি, যাহা প্রকাশে নিত্য-সমবেত, তাহার নাম পরাশক্তি। শব্দব্রহ্ম ইহারই নামান্তর।

এখানে একটি রহস্য আছে, তাহা বুঝিতে চেষ্টা কর। শাস্ত্রে আছে, শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরংব্রহ্ম অধিগচ্ছতি। শব্দব্রহ্মই পরাবাক্। পর-ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দরূপ অখণ্ড সত্যস্বরূপ। এই যে পরাবাক্ ইহাই পর-ব্রহ্মে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ, যাহাকে তন্ত্রশাস্ত্র বিমর্শ বলে। উহা এই পরাবাকের নামান্তর। প্রকাশ ও বিমর্শ শিবশক্তিরূপে অভিন্নস্বরূপ। তথাপি প্রকাশ নিষ্পন্দ এবং বিমর্শ বাক্‌রূপে স্পন্দাত্মক—এই দুইয়ের যে সম্বন্ধ তাহাই শিবশক্তির সম্বন্ধ। এই যে বাক্ ইহা প্রকাশে নিত্য বর্ত্তমান আছে বলিয়া প্রকাশে অহংভাবের স্ফুরণ হয়। ইহারই নাম পূর্ণাহন্তা। এই অবস্থায় প্রকাশ পরম অহংরূপে—এক অদ্বয় অহং-রূপে বিরাজ করে। ইহাই পরম শিবের অহন্তা। এই অহংভাবের উদয় হইলে বিশ্বের সর্বত্র সেই অহংকেই দেখা যায়। ইহাকে প্রাচীন বৈদিকগণ উত্তমপুরুষ বলেন। ইহাকে পুরুষোত্তম বলা হয়। আগম শাস্ত্রে এই অবস্থাটি পূর্ণাহন্তার অবস্থা। বৈদিক পরিভাষায় মধ্যম পুরুষ ইহা হইতে কিঞ্চিৎ নিকৃষ্ট। তদ্‌রূপেতে যে নিকৃষ্ট পুরুষের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আভাস খুলিয়া যায় তাহা আরও নিকৃষ্ট। স্বরূপ কিন্তু তিনেরই এক। উপাসনার দ্বারা নিকৃষ্ট পুরুষ (3rd person) হইতে মধ্যম-পুরুষ পর্যন্ত বিকাশ হয়। ইহারই নাম প্রাণপ্রতিষ্ঠা। প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইলে উপাসক মূর্ত্তিকে জীবন্তভাবে তুমিরূপে অনুভব করিতে পারে এবং উপাস্য উপাসকেতে পরস্পর বাক্যালাপ সম্ভবপর হয়। এইটি মধ্যম পুরুষের অবস্থা। সাধারণ ভাবে ইহাকে সিদ্ধাবস্থা বলে। কিন্তু ইহাও পূর্ণতা নহে। উত্তম অবস্থায় তুমি-ভাব থাকে না। একমাত্র আমি-ভাবে সব পর্যবসিত হয়। তখন উপাস্য বলিয়া কিছু পৃথক্ থাকে না—নিজেই উপাস্য নিজেই উপাসক। এই অবস্থাটি পূর্ণ অহং-ভাবের। এই জগতে যে অহংভাব দেখিতে পাওয়া যায় তাহা এবং এই পূর্ণ অহংভাব উভয়ে পার্থক্য আছে। জগতে যে চেতন পুরুষ আমরা লক্ষ্য করি সেখানে যে অহংভাবের উদয় হয় তাহা দেহকে আশ্রয় করিয়া হয়—স্থূল এবং সূক্ষ্ম এবং কারণদেহকে আশ্রয় করিয়া। এই তিনটি দেহই জড়পদার্থ। তাহাকে আশ্রয় করিয়া যে অহংভাবের উদয় হয় তাহা স্বালম্বন নয়, উহা শুদ্ধ অহং নহে। অশুদ্ধ অহং বলিয়াই জড়ের অবলম্বন আবশ্যক হয়। অর্থাৎ ঐ জড়বস্তুতে তাদাত্ম্যবশতঃ অহং-ভাবের স্ফুরণ হয়। এই তাদাত্ম্য ভাঙ্গিয়া গেলে ঐ অহংভাব থাকে না। ব্যবহারিক জগতে গ্রাহক বা গ্রহীতা, গ্রাহ্য এবং গ্রহণ এই যে তিনটি শব্দের প্রয়োগ তাহা এই ভাবের অবলম্বন বশতঃ। যোগী যে কোন বস্তুকে অবলম্বন করিয়া অহংভাবের স্ফুরণ করিতে পারে—স্ফুরণ করিয়া যে কোন বস্তুকে সঞ্চালিত করিতে পারে। ইহা সিদ্ধি-স্বরূপ কিন্তু ইহা সত্য নহে। একটি পাথরকে সঞ্চালন করা এবং তাহাকে দিয়া কথা বলানো এবং অচেতনকে চেতনের মত ব্যবহার করা ইহা সিদ্ধিবিশেষ—ইহা ভেল্কি। প্রকৃত অহং, যাহা শুদ্ধ এবং নিত্য নির্মল, তাহা জড়সত্তাকে অবলম্বন করে না। জড়সত্তাকে অবলম্বন করিয়া যে অহং তাহাই জাগতিক গ্রাহক। জড়সত্তাকে অবলম্বন না করিয়া স্বরূপ-সিদ্ধ যে অহং তাহারই নাম পূর্ণাহং। সেই অহং একটিই আছে। প্রত্যেক সাধকেরই লক্ষ্য হওয়া উচিত, নিজেকে সেই পূর্ণ অহংরূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিনিতে পারা। ইহা দেহাত্মবোধ থাকিতে হয় না এবং দেহাত্মবোধ না থাকিলেও হয় না। ইহা স্বয়ংসিদ্ধ, নিত্য এবং সর্বভূতে বিদ্যমান। কিন্তু সর্বত্র ইহা অজ্ঞানে আচ্ছন্ন। নিজের ভিতরকার এই অজ্ঞান দূর করিতে পারিলে দুইটি অবস্থার বিকাশ সম্ভবপর—একটি মহাপ্রকাশ-ভাব—অপরটি পূর্ণ অহংভাব। মহাপ্রকাশভাবের সঙ্গে যদি চিদ্রূপী মহাশক্তির সম্বন্ধ থাকে উহাই পূর্ণ অহংরূপে প্রকাশ পায়, যাহাকে আমরা সাধারণতঃ পরমেশ্বর বলিয়া থাকি। এই ভাবটি সর্বজীবেই আছে। অভিব্যক্তি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে মনুষ্যে। চিৎশক্তির পূর্ণ-বিকাশ হইলে এই অবস্থার উদয় হয়। ইহার সঙ্গে শব্দব্রহ্ম অর্থাৎ পরা-বাকের যোগ থাকিতেও পারে, নাও থাকিতে পারে। যোগ না থাকিলে এই পূর্ণ অহং ভাবের অভিব্যক্তি হয় না। যোগ থাকিলে ইহা নিত্যসিদ্ধ-রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। দুর্গাসপ্তশতীতে ভগবতী বলিয়াছিলেন "একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা"—একমাত্র আমিই এ জগতে আছি, দ্বিতীয় কোথায়? ইহাই ভগবতীর স্বরূপ। প্রত্যেক মনুষ্যের মধ্যে এই অহং আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত দেহাদির অবলম্বন বর্ত্তমান থাকে ততক্ষণ ইহা দেহাশ্রয়ে খণ্ড অহং রূপে প্রকাশ পায়। এই খণ্ড অহংএর জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তিরূপে তিনটি অবস্থা আছে—দেহাত্মবোধ আছে—শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া আছে। সুষুপ্তিতে অজ্ঞানে অবগাহন আছে। কিন্তু যখন নিত্য বুদ্ধ শুদ্ধ অহং আত্মপ্রকাশ করে তখন ইড়া এবং পিঙ্গলানাড়ীর বক্রগতি সমাপ্ত হইয়া যায়। দেহাত্মবোধ থাকে না। ভূতাকাশ ও চিত্তাকাশ হইতে ঊর্ধ্বে গতি হয়। ইহাই শ্রীবুদ্ধদেবের "স্রোতাপন্ন" অবস্থা। এই অবস্থায় ক্রমশঃ ঊর্ধ্বমুখে উত্থান ঘটে। তখন স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণজগৎ মিলাইয়া যায়। চিদাকাশে মাতৃঅঙ্কে প্রবেশ হয়। ইহাই বেদান্তের বিজ্ঞানময় কোষের অবস্থা। ইহার পরিণতি আনন্দময় কোষে স্থিতি। তাহার পর কোষ হইতে মুক্তি। তখন জীব পূর্ণ অহংরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। এই পূর্ণ অহংই তাহার প্রকৃত স্বরূপ। দহরাকাশ অর্থাৎ হৃদয়রূপী কমল অভিব্যক্ত হইলে এই ঊর্ধ্বগতি পাওয়া যায়। তখন দেহাভিমান থাকে না অথচ অহং ভাব থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই পর্যন্ত যাহা বলা হইল তাহা হইতে বুঝিতে পারিবে যে পূর্ণসত্তা শুধু চিদ্‌রূপী নহে আনন্দস্বরূপও বটে। চিদ্‌রূপী বলিয়া তিনি প্রকাশ রূপ এবং বাগাত্মক্ বা সত্যাত্মক্ স্বরূপের সহিত নিত্য অভিন্ন রূপে বিরাজমান—তাই তিনি আনন্দস্বরূপ। শব্দব্রহ্ম, পরব্রহ্ম যখন অভিন্ন রূপে প্রকাশ পায় তখন সচ্চিদানন্দ ভাবের অভিব্যক্তি ঘটে। শুধু প্রকাশ প্রকাশই নহে যদি তাহার সহিত বিমর্শ না থাকে। বিমর্শই বাক্ বা পরাবাক্, যাহার সম্বন্ধবশতঃ মহাপ্রকাশে অহংভাবের অভিব্যক্তি হয়। প্রত্যেক খণ্ডঅহংরূপী জীবে এই মহাপ্রকাশ বিদ্যমান রহিয়াছে। বস্তুতঃ তাহার অহংভাব, যাহা উপাধির সম্বন্ধবশতঃ ঘটিয়া থাকে, তাহা কাটিয়া গেলে এবং এই পরাবাকের স্ফুরণ অভিব্যক্ত হইলে পরমেশ্বররূপে প্রত্যেক জীবহৃদয়ে যে এই বিরাট চৈতন্য বিদ্যমান রহিয়াছে তাহার উপলব্ধি হয়। সুতরাং আত্মশব্দ সেই শুদ্ধ নিজভাবকে লক্ষ্য করিয়া ব্যবহার হয়, যাহা কখনই পরিত্যক্ত হয় না। গ্রাহকরূপে উপাধিবশতঃ অহংভাবের উদয় হয়। কিন্তু গ্রাহ্য-গ্রাহক ভাব কাটিয়া গেলে নিত্যচৈতন্য অভিব্যক্ত হইলে উহা সেই পরম অহংরূপেই অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। সেই পরম অহংটিকেই লোকে পরমাত্মা বলে। ইহা যুগলরূপ অথচ অদ্বৈত। কারণ ইহা প্রকাশাত্মক হইয়াও নিত্য বিমর্শযুক্ত। প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে সময়বিশেষে এই পরমরূপের স্ফুরণ হইতে পারে। ইহা এক ও অনন্য অথচ প্রতি হৃদয়স্থ প্রকাশের দরুণ প্রত্যেক জীব নিজে নিজে অনুভব করে। আশা করি এই সংক্ষিপ্ত বিবরণে প্রকাশ ও বিমর্শ সম্বন্ধে কিছু কিছু রহস্যের উদ্ঘাটন অনুভব করিতে পারিবে। এই পূর্ণ অহংভাবকে প্রাপ্ত হওয়াই সাধক, যোগী, ভক্ত—সকলের লক্ষ্য।

ইহা হইতে পরাবাক্‌কে বাদ দিলে যে অবস্থা হয় তাহাই প্রকাশস্বরূপ কিন্তু তাহা স্বয়ংপ্রকাশ নহে। প্রকাশস্বরূপ হইয়াও উহা অপ্রকাশ। যোগী, ঋষি কেহই উহাকে ধরিতে পারে না। যেটি যুগলরূপ সেইটি শিবশক্তির সামরস্যরূপে অদ্বৈতভাব লইয়া প্রকাশ হয়। ইহা এক হইয়াও অনন্ত এবং প্রতি জীবের অধিগম্য। বিমর্শটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐশ্বর্য, ইহা মনে রাখিও। বিমর্শহীন প্রকাশ ঈশ্বরপদবাচ্য হইতে পারে না।

॥ ১৮ ॥

গীতায় অষ্টাদশ অধ্যায়ে পাওয়া যায় যে সর্বভূতে হৃদয়প্রদেশে ঈশ্বর বিরাজ করেন এবং সেখান হইতে মায়ারজ্জুর দ্বারা সর্বভূতকে সঞ্চালন করেন। এই স্থলে 'হৃদয়' শব্দের কি তাৎপর্য এবং সেখানে ঈশ্বরের অবস্থান কি প্রকার জানিতে ইচ্ছা হয়। সাধকের সাধনপথে হৃদয়ের জ্ঞান কতটা আবশ্যক তাহা আমার জিজ্ঞাস্য। এই হৃদয় যে স্থূলদেহের heart শব্দের প্রতিপাদ্য তাহা মনে হয় না। এই হৃদয়-বিজ্ঞান অনেক দিন হইতে আয়ত্ত করিতে ইচ্ছা রহিয়াছে কিন্তু ইহার রহস্য ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।

তোমার এই প্রশ্ন অতি উত্তম। প্রতি সাধকের পক্ষে হৃদয়ের জ্ঞান অত্যাবশ্যক। ইহা সকলেই জানে যে, লৌকিক মনুষ্যের জীবনেও হৃদয়কে জানিবার প্রয়োজন আছে। কারণ সাধারণতঃ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি বুঝিতে হইলে হৃদয়কে বোঝা অত্যন্ত আবশ্যক। কারণ হৃদয় হইতেই নাড়ীজাল প্রসৃত হইয়া সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত হইয়াছে। জাগ্রৎ অবস্থায় কতকগুলি নাড়ী হৃদয় হইতে প্রসৃত হইয়া অন্নময় কোষে ইন্দ্রিয়দ্বার পর্যন্ত সঞ্চালিত রহিয়াছে। এই সকল নাড়ীর দ্বারা ইন্দ্রিয়সকল ক্রিয়াশীল হয় এবং রূপরসাদি বাহ্যজগতের সকল বিষয় গ্রহণ করে। অন্নময় কোষ এইপ্রকারে হৃদয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। প্রাণময় কোষও তাহাই। মনোময় কোষ স্বপ্নদর্শনের সহিত সংশ্লিষ্ট।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেখানে হৃদয় অজ্ঞানে আবৃত, কিন্তু মনোবহা নাড়ীর দ্বারা পূর্ণরূপে অধিগত। স্বপ্নজগৎ ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট। কিন্তু সুষুপ্তি কালে নাড়ীর ক্রিয়া থাকে না। মন হৃদয়ে ডুবিয়া যায়। হৃদয় তখন অজ্ঞানে আচ্ছন্ন। ইহার পর যাহাদের জ্ঞানের কিঞ্চিৎ মাত্র উদয় হইয়াছে তাহাদের ঊর্ধ্ব-মার্গের সহিত সম্বন্ধ ঘটে। তখন হৃদয় হইতে সঞ্চালিত ঊর্ধ্বনাড়ীর দ্বারা তাহারা চালিত হইতে আরম্ভ করে। তখন দেহাত্মবোধ কাটিতে থাকে। তখন সুষুম্নার ক্রিয়া স্পষ্ট ভাবে অনুভূত হইতে থাকে। ভৌতিক আকাশ ও চিত্তাকাশ ভেদ হইয়া যায়। ক্রমশঃ চিদাকাশে প্রবেশ হয়। সাধক তখন মনোময় কোষ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ক্রমশঃ বিজ্ঞানময় কোষ অধিকার করে। চিদাকাশে অখণ্ড সত্তা অনন্তরূপে ভাসিতে থাকে। দিব্যরূপ, দিব্যগন্ধ প্রভৃতি প্রকাশ পায়। দেশকালের সীমা তখন আর তাহার দৃষ্টিকে আবদ্ধ করে না। এই ক্রমিক ঊর্ধ্বগতির সঙ্গে অবস্থাবিশেষে উপর হইতে এক অধোগতির সংযোগ হয়। তখন ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া থাকে না এবং বাহ্যবিষয়ের গ্রহণ হয় না। কিন্তু প্রাণের ক্রিয়া থাকে এবং জীব স্বপ্নজগতে সঞ্চলন করে। জাগ্রৎ অবস্থার ন্যায় স্বপ্ন অবস্থানেও নাড়ীর ক্রিয়া রহিয়াছে। এই সকল নাড়ী প্রাণময় কোষের সহিত সংশ্লিষ্ট। প্রাণময় কোষ স্বপ্নাবস্থায় ক্রিয়াশীল থাকে। জাগ্রৎ অবস্থায় যেমন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা স্থূলজগতের গ্রহণ হয় স্বপ্ন অবস্থায় তেমনি সূক্ষ্মজগতের গ্রহণ হইয়া থাকে। এই উভয়ে কার্যই নাড়ীর সঞ্চালনমূলক। কিন্তু সুষুপ্তি অবস্থায় মন নাড়ীপথে সঞ্চরণ করে না কিন্তু হৃদয়ে নিষ্ক্রিয় ভাবে সুপ্ত থাকে। তাই ঐ অবস্থায় বাহ্য জগতের বোধ হয় না, আভ্যন্তরীণ জগতেরও বোধ হয় না—কোন বোধই হয় না। ঐ অবস্থায় মন হৃদয়ে সুপ্ত থাকে। এটি মনের নিষ্ক্রিয় অবস্থা। এখানে অবিদ্যার সম্পূর্ণ প্রভাব। তাহার পর জীবন-যোনিপ্রযত্নের দ্বারা জীবের সুষুপ্তিভঙ্গ হয়। এই ভাবে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির মধ্য দিয়া সংসারচক্র আবর্ত্তিত হয়। কিন্তু যদি কোন ভাগ্যবান্ পুরুষ জ্ঞানের সন্ধান পাইয়া থাকেন তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে তিনি ঐ জ্ঞানের আলোকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিতে পারিয়াছেন। এই অবস্থায় মন সুষুপ্ত থাকে না ও জাগ্রৎ হইয়া হৃদয় ভেদ করিয়া ঊর্ধ্বমুখে উত্থিত হয়। শাস্ত্র বলিয়াছেন, 'শতং চ একা চ হৃদয়স্য নাড্যঃ'—অর্থাৎ হৃদয় হইতে অসংখ্য নাড়ী (শত শব্দের অর্থ অসংখ্য) নিম্নদিকে—চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়াছে। এই সকল নাড়ীর দ্বারা জাগ্রৎ ও স্বপ্ন অবস্থায় জীবনের কার্য নির্বাহ হয়। ইহা অজ্ঞানীর সংসার অবস্থার কথা। কিন্তু যে ভাগ্যবান্ পুরুষ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি এই সকল আবর্তে পতিত হন না। তিনি ঊর্ধ্বমুখে সুষুম্নার সাহায্যে গতিশীল হন। এই যে বলা হইয়াছে 'শতং চ একা চ' এই এক নাড়ীটি হইল ব্রহ্মনাড়ী, ইহার নাম সুষুম্না। ইহা ঊর্ধ্বদিকে অনন্তভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। এই নাড়ীর দ্বারা বিজ্ঞানময় কোষ ও আনন্দময় কোষে গতি ও স্থিতি লাভ হয়।

উভয়ের সম্মেলনে বিজ্ঞানময় কোষ হইতে আনন্দময় কোষে প্রবেশ-লাভ ঘটে। জাগতিক দৃষ্টান্ত এইরূপ—কেহ কোন মহাপুরুষের আহ্বানে তাঁহার নিকট গেলে সেই মহাপুরুষের দিক হইতেও তাহাকে আদর করিয়া গ্রহণ করিবার জন্য লোক আসে। ইহাও সেইরূপ। ঊর্ধ্বগতি এবং মহাশক্তির দিক্ হইতে অধোগতি, এই দুইয়ের সংযোগে এক অপূর্ব আনন্দরাজ্যের সৃষ্টি হয়। ইহাই আনন্দময় কোষের ভিত্তি। গুরুদত্ত মন্ত্ররূপ কৃপাশক্তি পূর্বে বর্ত্তমান থাকিলে সেই আনন্দের সৃষ্টি স্বাভাবিকভাবেই ঘটিয়া থাকে।

এই নাড়ীও হৃদয় হইতেই প্রসৃত হইয়াছে। এই নাড়ীতে গতি-শীল পুরুষ এই ভূতাকাশের জগৎ এবং স্বপ্নময় চিত্তাকাশের জগৎ হইতে মুক্ত হইয়া চিদাকাশের চিন্ময় জগতে বিচরণ করে। তাহার দেহাভিমান থাকে না—ইহা বলাই বাহুল্য। এইজন্য প্রত্যেক সাধকের বিশেষরূপে হৃদয়ের সহিত পরিচিত হওয়া কর্ত্তব্য। হৃদয়টি প্রস্ফুটিত হইলে একটি ফুটন্ত কমলের মত দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের কবি ও ঋষিগণ হৃদয়-কমল শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা খুবই ঠিক—তবে উহা বিকশিত কমলের অবস্থা জানিতে হইবে। সূর্যের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদয়ে কমল বিকাশ প্রাপ্ত হয়। আমাদের হৃদয়রূপী কমলও সূর্যের উদয় হইলে বিকশিত হয়। যতক্ষণ তাহা না হয় ততক্ষণ হৃদয় অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে এবং তাহার অস্তিত্বও অনুভবগোচর হয় না। প্রত্যেক সাধকের কর্ত্তব্য আপন-আপন হৃদয়কে অনুভব করা। হৃদয়টি আকাশস্বরূপ। প্রাচীন বৈদিক-ঋষিগণ ইহাকে দহর আকাশ বলিতেন। আমাদের উপনিষদে দহরবিদ্যার কথা আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করা অত্যন্ত ভাগ্যবানের ঘটিয়া থাকে। হৃদয় সম্বন্ধে মনন করিতে হইলে বুঝিতে হইবে যে ইহা একটি আকাশের ব্যাপার, যাহাকে অন্তরাকাশ বলা হয়। যতক্ষণ ইহা প্রস্ফুটিত না হয় ততক্ষণ ইহা দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা প্রত্যেক মনুষ্যের সঙ্গে নিত্যসিদ্ধরূপে বর্ত্তমান থাকিলেও সাধারণ কোন মনুষ্যই ইহার সন্ধান প্রাপ্ত হয় না। ইহা অতি প্রসিদ্ধ কথা যে, নিজের ইষ্টদেবতাকে হৃদয়ে দর্শন করিতে হয়। কিন্তু যতক্ষণ হৃদয়ে জ্ঞানের আকাশ আলোকিত না হয় ততক্ষণ ইহা প্রস্ফুটিত হয় না এবং ইহার মধ্যে ইষ্টদেবতার সাক্ষাৎকার অথবা গুরুর সাক্ষাৎকার অথবা শুদ্ধ পরমধামের সাক্ষাৎকার ঘটে না। এইজন্য হৃদয়কে চিনিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা আবশ্যক।

মনন ভিন্ন নিদিধ্যাসন হয় না এবং মননের মূলেও শ্রবণ আবশ্যক। তাই এই সম্বন্ধে কয়েকটি সারগর্ভ কথা প্রকাশ করিতেছি। হৃদয় বলিতে physical heart ভাবিও না। ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। ইহাকে মনন করিতে হইলে বাহ্য কোন উপমা আবশ্যক হয় না কারণ ইহা অন্তরাকাশ। আমরা যাহা কিছু দেখিয়া থাকি এবং যেমনটি কল্পনাও করিয়া থাকি তাহা বাহ্য আকাশের অন্তর্গত। কিন্তু হৃদয় অন্তরাকাশ বলিয়া বহির্মুখ বৃত্তির গোচর হয় না। আমাদের সমগ্র দেহসত্তায় ষট্‌চক্রের যে সংস্থান আছে তাহা তুমি জান। তদনুসারে বুঝিতে পারিবে যে ভূতশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি হইয়া লোকে চিত্তের একাগ্রতা যখন সিদ্ধ হয় তখন ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। এই কথাটি ভাল করিয়া মনে রাখিও। সাধকের পক্ষে কল্পনার দ্বারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাহ্যজ্ঞানরহিত হইয়া উদীয়মান সূর্যের ন্যায় জ্যোতির্মণ্ডলকে চিন্তা করিতে করিতে এই একাগ্রভূমিতে প্রকাশের উদয় হয়। ঐ প্রকাশ প্রথমে অস্ত যায় বা চঞ্চল থাকে। পরে উহা স্থিরভাব ধারণ করে। এই স্থির প্রকাশের দ্বারা আপনার হৃদয়-কমল ফুটিয়া ওঠে। তখন অন্তরাকাশের অভিব্যক্তি হয় এবং এই অন্তরাকাশটি ঐ প্রস্ফুটিত কমলের কর্ণিকাস্বরূপ। এই অবস্থায় প্রস্ফুটিত হৃদয়-কমল দৃষ্টি-গোচর হয় এবং তাহার মধ্যে এক চিন্ময় মহাপ্রকাশময় জগৎ ফুটিয়া ওঠে—এইটি অন্তর্জগৎ—বহির্জগৎ নহে। যদিও এই প্রকাশময় জগৎ এবং ইহার কোন বিভূতি বাহিরে প্রকাশিত হয় বলিয়া মনে হয় তথাপি বাস্তবিক পক্ষে উহা বাহিরে নহে, ভিতরে। ইন্দ্রিয়দ্বার উন্মুক্ত করিয়া বাহ্যজগৎ দর্শন করিতে হয় কিন্তু ইন্দ্রিয়ের দ্বার নিরুদ্ধ করিলেও এই আভ্যন্তরীণ জগৎ অতি স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা নিজের সম্মুখেই দেখা যায়। কিন্তু এই সম্মুখভাব—অন্তর্মুখ অবস্থার সম্মুখভাব। এই কমলে দেবদেবীর দর্শন, সিদ্ধমহাপুরুষেরও দর্শন হয়। তখন মনে হয় এই দর্শন সম্মুখেই হইতেছে। সেইজন্য চোখ খুলিয়াও ইহা দেখা যায়। কিন্তু এই দর্শন বাহিরের দর্শন নহে এবং ইহা বাহিরে দেখাও যাইতেছে না। কারণ ইহা ইন্দ্রিয়ের দ্বার নিরোধ করিলেও আরও অধিক উজ্জ্বলভাবে ভিতরে দেখা যায়। নিজের অন্তর্মুখ দৃষ্টির সম্মুখভাগে ইহা দৃষ্ট হয়। এই দৃষ্টির সামনে যাহা কিছু প্রকাশিত হয় সবই চিদাকাশের অন্তর্গত। ইহা আমাদের বাহ্যজগতের সহিত সর্বদা অসংশ্লিষ্ট। মনে হয় বাহিরে দেখিতেছি কিন্তু দেখিতেছি বস্তুতঃ ভিতরে। ভিতরের আকাশ অন্তরাকাশ—উহাই চিদাকাশ।

এই চিদাকাশ চিদালোকে আলোকিত, ইহার সত্তা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেক সাধকের হৃদয়ে এই মহাসত্তা বিরাজ করিতেছে কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় তখনই যখন হৃদয়ের অন্ধকার দূর হয় এবং হৃদয়-কমল প্রস্ফুটিত হয়। তখনই বুঝিতে পারা যায়, এই যে হৃদয় ইহা এক অনন্ত মহাসত্তা। ইহা বাস্তবিক পক্ষে প্রত্যেক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবের সাধারণ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন জীবের ভিন্ন ভিন্ন হৃদয় থাকে না। এইজন্য গীতাতে ভগবান বলিয়াছেন "সর্বভূতানাং হৃদ্দেশে"—সর্বভূত বহুবচন কিন্তু 'হৃদ্দেশ' একবচন—ইহার গভীর তাৎপর্য আছে। এই হৃদ্দেশে ঈশ্বর বা পরমাত্মা নিত্য প্রকাশমান। তিনি মায়ার অধিষ্ঠাতা এবং এই মায়ারজ্জুর দ্বারা আমাদিগকে সঞ্চালিত করিতেছেন। কোন বিষয়ে আমাদের বস্তুতঃ কর্তৃত্ব নাই। কেবল অজ্ঞানবশতঃ অবিদ্যার প্রভাবে আমরা নিজেকে কর্তা বলিয়া মনে করি, তাই কর্মফল ভোগ করিতে বাধ্য হই। এই জাগ্রৎ হৃদয়ের সহিত পরিচিত হইলে তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। হৃদয়ের অধিষ্ঠাতা রূপে যিনি নিত্য বিরাজ করিতেছেন তিনিই একমাত্র কর্তা। মনুষ্যের কর্তৃত্ববোধ অমূলক সুতরাং সেই সর্বময় কর্তাকে শরণাগতভাবে আশ্রয় করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। তাহার পর যাহা কিছু করণীয় তাঁহার জাগ্রৎ শক্তিতেই ঘটিয়া থাকে। সাধকের নিজের বিচার করিবার অবসর থাকে না। কিন্তু সর্বপ্রধান কার্য হইল নিজের হৃদয়ের সহিত পরিচিত হওয়া। এখন হৃদয় অজ্ঞানে আচ্ছন্ন—তাই আমাদের মধ্যে কর্তৃত্ব অভিমানের প্রাবল্য। হৃদয় বুঝিতে পারিলে সমগ্র অন্তরাকাশ আপনি আলোকিত হইয়া ওঠে। জাগতিক জ্ঞান তাহার তুলনায় অতি তুচ্ছ। এইজন্য সাধককে উদয়কালীন সূর্যের চিন্তা করিতে বলা হয়। এই চিন্তার ফলে ভিতরে প্রকাশ খুলিয়া যায় এবং হৃদয়-কমল প্রস্ফুটিত হয়। তখন অখন্ড মহাসত্তা নিত্য প্রকাশমান হয় এবং তাঁহাকে সাধক যেভাবে ইচ্ছা গ্রহণ করিতে পারেন এবং তিনিও অকুন্ঠিত ভাবে ভক্তের নিকট ধরা পড়েন। পিতা, মাতা, সখা, কান্ত, কান্তা গুরু—সব ভাবই তাঁহার ভিতরে প্রকাশ পায় অথচ তিনি ভাবাতীত। সাধক যে ভাবেরই হউন না কেন, যে ধর্মের অবলম্বন করিয়া থাকুন না কেন, উহা সকলের সঙ্গে সমরূপে সত্য। এক অখন্ড সত্তাই অনন্তরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। সাধক নিজের ভাব অনুসারে তাহা প্রাপ্ত হয়। কেহই বঞ্চিত হয় না। কিন্তু হৃদয় না খুলিলে, কমল না ফুটিলে সবকিছু কল্পনামাত্র। এই অন্তরাকাশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাশ্চাত্ত্য বিদ্বানগণের fourth dimension হইতে infinite dimension পর্যন্ত একাধারে সবই। এই অন্তরাকাশে প্রস্ফুটিত সত্তা ইন্দ্রিয়ের বহির্মুখ অবস্থার বাহিরেও দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু বাহ্যজগতের লোক তাহা দেখিতে পায় না। সাধক নিজের ইন্দ্রিয় নিরোধ করিলে সেই অতীন্দ্রিয় অবস্থায় নিজের সম্মুখেই ইহা প্রকাশিত হয়, ব্যবধান থাকে না। কিন্তু প্রকাশিত হইলেও মায়িক জগতের জীব তাহা দেখিতে পায় না।

এইখানে একটি বিষয় জানিয়া রাখিও যে হৃদয় হইতে ঊর্ধ্বগমনশীল নাড়ীজগতের কথা শুনিয়াছ। যদি কোন ভাগ্যবান সাধক এই ঊর্ধ্বনাড়ীতে সঞ্চরণ করিতে সমর্থ হয় অথচ পূর্ণতালাভের পূর্বেই দেহত্যাগ করিতে বাধ্য হয় তাহা হইলে পরজন্মে তাহার ঐ শক্তিটি সংস্কাররূপে বিদ্যমান থাকে। সে নিজে প্রথমে উহা বুঝিতে পারে না বটে কিন্তু জ্ঞানিবর্গ উহা ধরিতে পারেন। তখন জ্ঞানী মহাপুরুষ ঐ ঊর্ধ্বগতির সংস্কারটি জাগাইয়া দেন, যাহার ফলে অল্পসময়ের মধ্যেই ঐ লোকটি পূর্ণতার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। একটি কথা মনে রাখিও, হৃদয় হইতে মূর্ধা পর্যন্ত ছত্রিশ আঙ্গুল ঊর্ধ্বগতির মার্গ। এই মার্গে সঞ্চরণ করিতে করিতে পূর্ণত্ব লাভের পূর্বেই দেহের অবসান হইলে পরজন্মে ঐটি সহজেই খুলিয়া যায়। সাধারণতঃ শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি এক অবস্থায় অধঃঊর্ধ্ব—অর্থাৎ হৃদয় হইতে নিম্নে ও তাহার ঊর্ধ্বে। আর একটি অবস্থা, হৃদয় হইতে বহির্দেশে, পুনরায় হৃদয়ে। তৃতীয় অবস্থা, হৃদয় হইতে মূর্ধা পর্যন্ত। শ্বাস-প্রশ্বাস স্থূলদৃষ্টিতে অন্তর ও বাহির এই উভয় দিকে ক্রম অনুসারে সঞ্চালিত হয়। প্রাণীমাত্রেরই জীবিত অবস্থায় শ্বাসের এই অন্তর বাহির গতি থাকে। কিন্তু মনুষ্যের মধ্যে একটি গুপ্ত ধারা আছে তাহা হৃদয় হইতে ঊর্ধ্বদিকে মূর্ধার দিকে। মূর্ধা হইতে হৃদয় পর্যন্ত —ইহা অজ্ঞানীদের এবং জ্ঞানীদের হৃদয় হইতে ঊর্ধ্বদিকে মূর্ধার দিকে এবং দ্বিতীয়টি মূর্ধা হইতে অধোদিকে গতিশীল। যেটি নিম্নস্রোত অর্থাৎ হৃদয় হইতে নিম্নদিকে গতিস্রোত তাহা অজ্ঞানী মনুষ্যমাত্রেরই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছে। কিন্তু যাহাদের গতি হৃদয় হইতে ৩৬ আঙ্গুল ঊর্ধ্বদিকে প্রাপ্ত হইয়াছে তাহারা পূর্ণত্বলাভের পূর্বে দেহত্যাগ করিলে পরজন্মে ঐ সংস্কার নিয়া জন্মগ্রহণ করে। বৌদ্ধ পরিভাষা অনুসারে এইটি 'স্রোতাপন্ন' অবস্থা প্রাপ্তির ফল। কোন ব্যক্তিবিশেষে ইহা লক্ষিত হইলে জানিতে হইবে তিনি পূর্ব পূর্ব জন্মে এই ঊর্ধ্বগতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাদিগকে বর্ত্তমান জন্মে পরিশ্রম কম করিতে হয়। কারণ গুরু সেই ঊর্ধ্বস্রোত জাগাইয়া দেন, তখন সে সাধক সহজেই পূর্ণত্বের পথে অগ্রসর হইতে পারে। কারণ সে পূর্বজন্মের ঊর্ধ্ব স্রোতকে জাগ্রৎভাবে প্রাপ্ত হয়। বর্ত্তমান জন্মে উহাকে নূতন করিয়া অর্জন করিতে হয় না। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে জ্ঞানের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ ঊর্ধ্বস্রোত অর্জন হয়। পূর্ণত্বলাভের প্রথম সোপান অধোগামী অবস্থায় মাধ্যাকর্ষণ সীমার বাহিরে অবস্থান, তাহার পর দীর্ঘকাল যথা যথা অবস্থায় সাধনার পরে পূর্ণজ্ঞানের উদয়ে চরম অবস্থা প্রাপ্ত হয়—ইহাই জীবন্মুক্তি। সাধারণতঃ যোগিগণ ইহাকে মস্তকের শ্বাস বলেন। প্রথম অবস্থায় ইহা সাধক নিজেও ধরিতে পারে না। হৃদয় হইতে ৩৬ আঙ্গুল ঊর্ধ্বপ্রান্তে এই ঊর্ধ্বগামী পথ। সাধনা পূর্ণ হইলে শ্বাসের গতিই থাকে না। অধোগতির তো প্রশ্নই নাই, ঊর্ধ্বগতিও থাকে না। ইহাই হৃদয়ে স্থিতি। ইহাই হৃদয়-কমলের বিকশিত অবস্থার অভিব্যক্তি। ইহারই নাম পূর্ণ জ্ঞানের প্রকাশ। এই অবস্থা প্রাপ্তি হইলে দেহত্যাগের পর জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হয় না। ইহা হৃদয়ে স্থিতি অর্থাৎ হৃদয়-কমলে নিত্য অবস্থান অর্থাৎ হৃদয়স্থ ঈশ্বরের সহিত নিত্যযুক্ত অবস্থান। মায়ার আবরণ তখন থাকে না। মুক্ত পুরুষ চিদাকাশে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥ ১৯ ॥

বিকাশ ও প্রকাশ (কাল ও ক্ষণ) কাহাকে বলে বুঝাইয়া দিন।

আমরা কালের রাজ্যে বাস করিতেছি। পরিণাম কালের ধর্ম। প্রাকৃতিক সকল বস্তুই কালের রাজ্যে অবস্থিত এবং পরিণামশীল। পরিণামের ক্রম অনুসারে অতীত, অনাগত ও বর্তমান ভেদে কালের তিনপ্রকার ভেদ মানা হয়। অনাগত হইতে সৃষ্টির ধারা বর্তমান ভেদ করিয়া অতীতের দিকে প্রবাহিত হইতেছে। এই যে স্রোতের প্রবাহ, ইহাই কালের পরিণামসূচক। এখানে কাল বলিতে আমি খন্ডকালকে লক্ষ্য করিতেছি। আগমশাস্ত্র অনুসারে খন্ডকালের উর্ধ্বে মহাকালও আছে কিন্তু তাহাতে কোনও পরিণাম নাই, মহাকালে সমগ্র বিশ্ব প্রতি-ক্ষণের সত্তারূপে অক্ষতভাবে নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছে। যাঁহারা সাংখ্য ও পাতঞ্জল যোগের ধারা পর্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে পরিণাম প্রকৃতির ধর্ম, এবং ইহার সঙ্গে কালের নিত্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। পরিণাম দুই প্রকারঃ সদৃশ পরিণাম এবং বিসদৃশ পরিণাম। প্রকৃতি মহাপ্রলয়ের সময় সদৃশপরিণামযুক্ত থাকেন এবং সৃষ্টির সময় প্রকৃতিতে বিসদৃশ পরিণামের উদয় হয়। সদৃশ পরিণামে প্রাকৃতিক উপাদানের কোনও পরিবর্তন হয় না। সত্ত্ব, রজ, তম—এই তিনটি প্রকৃতির উপাদান। সত্ত্ব সত্ত্বরূপে, রজ রজরূপে, এবং তম তম-রূপে স্পন্দিত হয়—ইহারই নাম সদৃশ পরিণাম। এই পরিণামে তিন গুণের পরস্পর মিশ্রণ হয় না। সত্ত্ব সত্ত্বরূপেই পরিণত হয়, রজ রজ-রূপেই পরিণত হয়, তমও তাহাই। কিন্তু বিসদৃশ পরিণামে তিনগুণের মধ্যে মিশ্রণ হয় ও বৈষম্য উৎপন্ন হয়। এই মিশ্রণের দরুণ কোনটি সত্ত্বপ্রধান, কোনটি রজপ্রধান ও কোনটি তমপ্রধান হইয়া থাকে। তিন-গুণের পরস্পর মিলিত হওয়ার মধ্যে গুণগত তারতম্যই ইহার কারণ। বলা বাহুল্য, সৃষ্টির উদয় অবস্থাতেই কালের খেলা রহিয়াছে। সংহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবস্থাতে সদৃশ পরিণাম থাকে—ইহাই প্রকৃতির সাম্যাবস্থা। সৃষ্টি অবস্থাতে বৈষম্য হয়। প্রকৃতির গুণগত বৈষম্য হইতেই বস্তুর সৃষ্টি হয়।

বস্তু যাহাই হউক না কেন, তাহা প্রকৃতির ধর্ম, প্রকৃতি উহার ধর্মী। এই বৈষম্যরূপ পরিণাম তিনপ্রকার। একটি ধর্মগত, একটি লক্ষণগত এবং একটি অবস্থাগত। একই প্রকৃতি বিভিন্ন ধর্মরূপে পরিণত হয়, তাহার কারণ গুণগত বৈষম্য। যে কোনও ধর্ম লক্ষণ-পরিণামের দরুণ পরিবর্ত্তিত হয় অর্থাৎ উহাতে কালগত পরিণাম উদ্ভূত হয়। অর্থাৎ অনাগত লক্ষণ হইতে ধর্মটি বর্ত্তমান লক্ষণে উপনীত হয় এবং বর্ত্তমান হইতে অতীত অথবা ভূত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইহাই ত্রিকাল পরিণাম, যাহার শাস্ত্রীয় নাম লক্ষণ-পরিণাম। এই তিন পরিণামের মধ্যে অতীত ও অনাগতের অন্তরালে বর্ত্তমান লক্ষণ দুই প্রকার। একটি ব্যাপক এবং অপরটি ক্ষণিক। অর্থাৎ ব্যাপক বর্ত্তমান কিছু দীর্ঘকাল অবলম্বন করিয়া আত্মপ্রকাশ করে কিন্তু যেটি ক্ষণিক-পরিণাম, সেটি শুধু একই ক্ষণমাত্র স্থায়ী হয়। এই ক্ষণিক-পরিণামকে অবস্থা-পরিণাম বলে। কালের রাজ্যে এইপ্রকার পরিণাম নিত্য ঘটিতেছে। এই পরিণামের দরুণ সৃষ্টির ধারাতে একটি ক্রম লক্ষিত হয়। অর্থাৎ পৌর্বাপর্য বা sequence। কালের এই পৌর্বাপর্য সর্বত্র নিত্য বর্ত্তমান। এই যে ক্রম পৌর্বাপর্য—ইহা কালের ধর্ম। কালে যাহা কিছু প্রকাশমান হয় তাহাতে এই ক্রম অবশ্যম্ভাবীরূপে বিদ্যমান থাকে, কিন্তু যাহাকে ক্ষণ বলা হইয়াছে তাহাতে কোনও পরিণাম নাই। কালে ক্রম আছে, যাহার প্রভাবে বিকাশ সম্পন্ন হয়। যাহাকে আমরা ক্রমবিকাশ বলি তাহা কালের ব্যাপার, কারণ কালকে আশ্রয় না করিয়া ক্রমিক বিকাশ সম্ভবপর নহে। ক্ষণ এক ও অখন্ড। স্পন্দনবশতঃ তাহাতে ক্রম আভাসমান হয় এবং উহা কালরূপে আত্মপ্রকাশ করে। বস্তুতঃ ক্ষণ এক হইতে অধিক নহে। একই ক্ষণ সমস্ত বিশ্বকে প্রকাশ করিতেছে কিন্তু কালস্থিত জীব এবং তাহার মন ও ইন্দ্রিয় ক্ষণকে ধরিতে পারে না। কালকে অতিক্রম করিয়া স্থিতিলাভ করিতে না পারিলে ক্ষণের সন্ধান পাওয়া যায় না। যোগভাষ্যকার ব্যাসদেব বলিয়াছেনঃ—

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"এক এব ক্ষণঃ। তস্মিন্ একস্মিন্ এব ক্ষণে
সর্বং জগৎ পরিণামং অনুভবতি।"

একটি মাত্র ক্ষণই আছে এবং সেই এক ক্ষণেই সমগ্র বিশ্বের পরিণাম সংঘটিত হইতেছে। ক্ষণজ্ঞান অতি কঠিন ও অতি দুর্লভ, কারণ, জীব ও তাহার ইন্দ্রিয়াদি কালের অধীন। মনও কালের অধীন তাই ক্ষণকে ধরিতে পারে না। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, যাহাকে আমরা ক্রমবিকাশ বা evolution বলি, তাহা কালের ধর্ম। ক্রম-বিকাশের পরে ক্ষণের মধ্যে আত্মপ্রকাশ ঘটে, ক্রম সমাপ্ত না হইলে ক্ষণকে পাওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে যোগিগণ "গুণাণাং পরিণাম-ক্রমসমাপ্তি" বলিয়া যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করা উচিত। গুণসকলের পরিণাম ক্রমসমাপ্তি আপেক্ষিক। খন্ড দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে গুণের পরিণাম ক্রমসমাপ্তিই বিকাশের পূর্ণতা। পরিণাম ক্রম সমাপ্ত না হইলে প্রকাশের উদয় হয় না। প্রকাশে পরিণাম নাই, ক্রমও নাই। সেইজন্য বিকাশ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত প্রকাশের সাক্ষাৎকার হয় না।

বিকাশের মূলে থাকে বীজ। বীজ ক্ষেত্রে বপন করা হয় এবং নানাপ্রকার পরিকর্ম দ্বারা তাহার অভিব্যক্তির পুষ্টি করা হয়। একটি আম্রবীজ ভূগর্ভে রোপণ করা হইল, ইহার পর ঐ রোপিত বীজের পরিকর্মরূপ নিমিত্ত আবশ্যক হয়। ভূমিকে জল দ্বারা সিক্ত করা, সূর্যকিরণের, বায়ুর স্পর্শ ইত্যাদি সহকারী কারণবর্গ ঐ ভূগর্ভস্থ বীজকে অঙ্কুরিত করিয়া বিকশিত করার হেতু। বীজ বপনের উদ্দেশ্য বৃক্ষের উৎপত্তি হইয়া তাহাতে ফলের আবির্ভাব হইবে। বীজের অঙ্কুরোদ্গম হইতে আরম্ভ করিয়া বৃক্ষরূপে মৃত্তিকা ভেদ করিয়া ওঠা, শাখা-প্রশাখারূপে বিস্তার ও ফলরূপে বিকাশ, এই সবই বীজের ক্রমবিকাশের অন্তর্গত। বীজ অবশ্য বীর্যহীন যেন না হয়, তাহা দেখিতে হইবে এবং মৃত্তিকাও যেন উর্বর হয়, তাহাও দেখিতে হইবে। তারপর পরিকর্মরূপ সহকারী কারণবর্গও প্রয়োজন অনুসারে সহায়ক হয়, তাহাও দেখিতে হইবে। তাহার পর কাল অথবা ঋতু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহাও বিবেচ্য। এই সকল কারণ অধিকরণের সমষ্টির সম্যক সম্মেলন হইলে বীজ বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়া ফলরূপে আত্মপ্রকাশ করিবেই করিবে। এই যে ফল তাহার বিভিন্ন অবস্থাও অবশ্য আছে। অপক্ক অবস্থা হইতে সুপক্ক অবস্থা পর্যন্ত ইহার ক্রম আছে। এই পর্যন্ত নিষ্পন্ন হইলে বীজের জীবন সার্থক হইল। ইহার মধ্যে দুইটি অবস্থা বা স্থিতি লক্ষ্য করিতে হইবে। একটি বীজ হইতে ফলরূপে অভিব্যক্তি। ইহারই নাম "বিকাশ"—ইহা ক্রমশঃ ঘটে, তাই ইহার নাম 'ক্রমবিকাশ'—বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে evolution. ইহার পর প্রকাশরূপে স্ফুরণ হয়—এইখানেই বীজের আত্মজীবনের পরিসমাপ্তি। ইহার পরেও একটি অবস্থা আছে, তাহার কথা পরে বলিব।

ইহার মধ্যে বিকাশটি ক্রম ধরিয়া গুপ্তভাবে হইয়া থাকে। মৃত্তিকার নীচে অবস্থান—শুধু ইহাই যে গুপ্তভাব, তাহা নহে, বৃক্ষাদিতে পরিণত হওয়ার মধ্যেও গুপ্তভাব রহিয়াছে। বীজের লক্ষ্য ফল, তাহা পত্রপুষ্পাদিতে গুপ্তভাবে নিহিত রহিয়াছে। যখন ফলরূপে আত্মপ্রকাশ হয় ও ফল পরিপক্কতা লাভ করে, তাহারই নাম বীজের পূর্ণ প্রকাশ। প্রকৃতির রাজ্যে বিকাশ ভিন্ন প্রকাশ হয় না এবং প্রকাশকে লক্ষ্য করিয়াই বিকাশের সার্থকতা। এই যে বিকাশ, ইহাই কাল—জগতের ধর্ম। উদ্দেশ্য, প্রকাশকে প্রাপ্ত হওয়া কিন্তু প্রকাশটি কালের অতীত। মনে রাখিতে হইবে বিকাশ ছাড়াও প্রকাশ আছে, তবে তাহা কালাতীত জগতের ব্যাপার। কালের জগতে এবং প্রকৃতির জগতে বিকাশকে অবলম্বন করিয়াই প্রকাশকে পাইতে হয়, কিন্তু প্রকাশ নিত্যসিদ্ধ। পরমেশ্বরের অনুগ্রহে কালাতীত ক্ষণকে অনুভব করিলে বুঝা যায়, অনন্ত প্রকাশ সেখানে রহিয়াছে। সবই বিকাশনিরপেক্ষ, স্বয়ংপ্রকাশ।

গুরু যে মন্ত্র দান করেন, তাহা বীজরূপ। ইহা শিষ্যহৃদয়ক্ষেত্রে বপন করা হয়। ইহাতে বীজশক্তি বা বীর্য থাকে। ইহা শিষ্যের পরিকর্ম দ্বারা ধীরে ধীরে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। সুদীর্ঘ কালেই হোক, অল্প সময়েই হোক, বিকাশটি পূর্ণ হওয়া চাই। বিকাশ পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে উহা ইষ্টদেবতারূপে অভিব্যক্ত হয়। অর্থাৎ বীজই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন ফলরূপে অভিব্যক্ত হয়। কালের জগৎ হইতে কালাতীতে প্রকাশ-মান হয়। কালের জগতে বীজ ভিন্ন প্রকাশ হয় না কিন্তু প্রকাশ বস্তুর স্বভাবসিদ্ধ ভাবে বীজসাপেক্ষ নহে। কালাতীত মহাসত্তার ভিতর নির্বীজ প্রকাশ অখণ্ডভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু কালের-মধ্যে প্রকাশকে অভিব্যক্ত হইতে হইলে বীজকে অবলম্বন করিয়া ক্রম-বিকাশের মধ্যেই উহা সম্ভবপর। তবে কালাতীত সত্তা আপন স্বাতন্ত্র্য-বলে যখন আত্মপ্রকাশ করে তখন বীজের অপেক্ষা থাকে না। আরেকটা দিক আছে, তাহাও আলোচ্য। বীজ হইতে যেমন ফল হয় তেমনি পুনর্বার ফল হইতেও বীজ হয়। ফল হইতে যদি বীজ না হইত, তাহা হইলে বিশ্বকল্যাণ সম্ভবপর হইত না। বীজ হইতে ফলের আবির্ভাব হয় এবং ফল হইতে পুনর্বার বীজের আবির্ভাব ঘটে কিন্তু এমন বীজ আছে যাহা হইতে ফলের আবির্ভাব হয় না। সঙ্গে সঙ্গে এমন ফলও আছে অর্থাৎ প্রকাশ আছে যাহা হইতে বীজের আবির্ভাব হয় না।

অধ্যাত্মবিজ্ঞানের অনুশীলন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে সাধা-রণ দৃষ্টিতে সিদ্ধপুরুষ তিনপ্রকার। সাধনা দ্বারা সিদ্ধিলাভ হয়—এই জাতীয় সিদ্ধপুরুষকে সাধনসিদ্ধ বলা হয়। আমরা পূর্বে যে বিকাশ ও প্রকাশের পরস্পর সম্বন্ধের কথা বলিয়াছি, তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে ইহাই সাধনসিদ্ধির অবস্থা। সাধনার ফলে যে সিদ্ধিলাভ হয়, তাহাই সাধনসিদ্ধি। সাধনার দ্বারা বিকাশ সম্পূর্ণ হয় এবং বিকাশ পূর্ণ হইলে প্রকাশরূপে সিদ্ধাবস্থার উদয় হয়। এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যেমন সাধনার দ্বারা সিদ্ধিলাভ হয়, তেমনই কৃপাবশতঃও সিদ্ধি-লাভ হইতে পারে।

সাধনসিদ্ধ ও কৃপাসিদ্ধ উভয়প্রকার সাধকই বিকাশের মধ্য দিয়া প্রকাশকে প্রাপ্ত হয়। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে সাধনসিদ্ধ পুরুষ নিজের ব্যক্তিগত পুরুষকার দ্বারা ক্রমশঃ বিকাশ-লাভ করে যদিও পুরুষকারের সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিমাণে ভগবৎ-কৃপারূপ দৈবও বিদ্যমান থাকে, তথাপি এই সাধনমার্গে পুরুষকারেরই প্রাধান্য, কৃপার নহে। পক্ষান্তরে যে সকল সাধক কৃপার প্রভাবে সাধন-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগৎ ভেদ করিয়া সিদ্ধাবস্থা লাভ করেন, সেই ক্ষেত্রেও কৃপার প্রাধান্য থাকিলেও কিঞ্চিৎ পরিমাণে পুরুষকার অবশ্যম্ভাবী। পক্ষী যেমন একটি পক্ষ দ্বারা আকাশে উড়িতে পারে না, সেইপ্রকার কোনও কর্মই শুধু পুরুষকারের দ্বারা হয় না বা শুধু দৈব বা কৃপা দ্বারা হয় না কিন্তু প্রাধান্য অনুসারে নামকরণ হইয়া থাকে। সুতরাং কৃপাসিদ্ধ ও সাধনসিদ্ধ উভয়ের মধ্যেই উভয়ভাব আছে।

এই উভয় প্রকার সাধক যে প্রকারেই হউক বিকাশের মার্গ অবলম্বন করিয়া ক্রম অতিবাহিত করে। তবে একথা সত্য যে কৃপার ক্ষেত্রে এ ক্রম অতি সামান্য হইতে পারে, অবস্থা বিশেষে নাও হইতে পারে। না হইলেও ক্রমমার্গ ভেদ অবশ্যই হইয়া থাকে।

এইপ্রকারে দুই প্রকার সিদ্ধপুরুষের কথা বলা হইল। ইঁহারা উভয়েই কালের রাজ্যে বাস করেন এবং সিদ্ধিলাভ করিয়া কালকে অতিক্রমণ করিয়া কালাতীতে বাস করেন। কিন্তু এমন সিদ্ধপুরুষও আছেন যাঁহারা কালকে অতিক্রমণ করেন নাই এবং কৃপালাভ করেন নাই। এই উভয়প্রকার সিদ্ধপুরুষই সাদিসিদ্ধ কিন্তু এমন সিদ্ধপুরুষ আছেন যাঁহারা অনাদিসিদ্ধ। ইঁহাদিগকে অনাদিসিদ্ধ বলে—ইঁহারা কোন সময়েই সৃষ্টির ভিতরে অসিদ্ধ ছিলেন না। সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধরূপেই ইঁহারা আবির্ভূত হন। ইঁহাদের মূলে সাধনা তো নাই-ই, কৃপাও নাই—ইঁহারা নিত্যসিদ্ধ। আমাদের প্রাচীন অধ্যাত্মসাহিত্যে ইঁহাদিগকে দিব্যসূরি বা সূরি বলে। বেদে এই সকল সূরির উল্লেখ আছে। ইঁহাদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে

> "তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ
> দিবীব চক্ষুরাততম্।"

অর্থাৎ বিষ্ণুর যাহা পরমপদ, এবং যাহাকে পরব্যোম বলে, তাহাই শ্রীভগবানের পরমস্বরূপ। এই সকল সূরি বা নিত্যমুক্ত জ্ঞানীভক্ত নিরন্তর দর্শন করিয়া থাকেন—"সদা পশ্যন্তি", এই জন্য ইঁহাদিগকে অনাদিসিদ্ধ বা অনাদিমুক্ত বলা হয়। খৃষ্টধর্মে angleদের মধ্যেও এই স্তর আছে। angel

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্বের বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে কালের রাজ্য ও কালাতীত রাজ্য ইহাদের মধ্যে কোনটিই শূন্য নহে। কালের রাজ্য হইতে পরম জ্ঞান ভক্তির প্রভাবে কালাতীত রাজ্যে সঞ্চার ঘটে, এবং কালাতীত রাজ্যে অনাদি কাল হইতেও বহু সত্তা রহিয়াছে। ক্ষণ ও কালের রহস্য আলোচনা প্রসঙ্গে এইটি মনে রাখিতে হইবে যে বিকাশ-হীন প্রকাশও আছে এবং তাহা নিত্য বর্ত্তমান, ইহাও সত্য। নিত্যধামে সাকার রূপের আলোচনা প্রসঙ্গেও বলা যাইতে পারে যে নিত্য সাকার মূর্ত্তি ক্রমহীন বলিয়া বিকাশহীন প্রকাশস্বরূপ। সেখানে কোন দিব্যরূপ নিত্য বালমূর্ত্তি, কোন দিব্যরূপ নিত্যকিশোর, আবার কোন মূর্ত্তি নিত্যযৌবনসম্পন্ন ইত্যাদি। এই সকল বাল্য যৌবনাদি অবস্থা কালের অন্তর্গত নহে। ইহা দুইপ্রকার—অনাদি ও সাদি, কিন্তু উভয়-ত্রই ইহা কালের ক্রমবিবর্জিত। যেখানে অনাদি কৈশোর বা অনাদি-যৌবন সেখানেও পূর্ববর্ত্তী কালাবস্থার অপেক্ষা নাই। কাল হইতে এই অংশে কালাতীতে গভীর ভেদ বিদ্যমান রহিয়াছে। কালে প্রত্যেক অবস্থাই ক্রমসিদ্ধ কিন্তু কালাতীত উহা নিত্যসিদ্ধ। সেখানে যে বালক, সে সর্বদাই বালক, পূর্বেও বালক, পরেও বালক। যে যুবক সেও সর্বদাই যুবক। পূর্বাপর ভেদ নাই। কালাতীত বলিয়া কালের ক্রম সেখানে কাজ করে না। আরেকটি কথাও অত্যন্ত রহস্য-ময়। মানুষ কালের জগতে সাধনা করিতে করিতে যে অবস্থায় সিদ্ধি-লাভ করে, যদি উহা প্রকৃত সিদ্ধি হয় এবং কালাতীত স্থিতি হয়, তাহা হইলে ঐ অবস্থা বা স্থিতিটি স্থায়ী হইয়া যায়। কালাতীত স্বরূপে তাহার ঐ অবস্থার স্থিতিটিই পরিবর্ত্তনহীন হইয়া নিত্যত্ব লাভ করে। অর্থাৎ একজন ৩০ বৎসরে যদি সিদ্ধিলাভ করে এবং সিদ্ধিলাভ করার পরেও যদি বৃদ্ধাবস্থায় সে জীবিত থাকে তাহা হইলেও নিত্যাবস্থায় ঐ ৩০ বৎসরই তাহার স্থিররূপ হইয়া যায়। ইহার অনেক রহস্য আছে এখানে তাহা উল্লেখের আবশ্যকতা নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥ ২০ ॥

গায়ত্রী মন্ত্রের অর্থ কি এবং তাহার রহস্য কি ?

গায়ত্রী বলিতে আমি এখানে ব্রহ্মগায়ত্রী লক্ষ্য করিতেছি। মনে রাখিতে হইবে এই ব্রহ্মগায়ত্রীকে আধার করিয়া বিভিন্ন দেবদেবীর গায়ত্রীও তন্ত্রশাস্ত্রে বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, গায়ত্রীতে তিনটি অংশ আছে—বিদ্মহে, ধীমহি, প্রচোদয়াৎ। সর্বপ্রথম এইটি প্রকাশ করিয়া তাহার পর অন্য কথা বলিব।

'বিদ্মহে' মানে বেদন জ্ঞান, 'ধীমহি' মানে ধ্যান বা যোগ, 'প্রচোদয়াৎ' ইহা ভক্তি। প্রথম মহাশক্তিকে জ্ঞানের পথ দিয়া ধরিতে হইবে, ইহাই বিদ্মহে। ইহা অতি দুর্নিরীক্ষ্য মহাজ্ঞান স্বরূপ। তাহার পর উহাকে আরও নিকটে আনিয়া ধ্যানের বিষয়ভূত করিতে হইবে। এইটি যোগের অবস্থা। ধ্যানের সময় উহাকে ধ্যেয়রূপে নিজের মধ্যে প্রকাশমান দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু উহাকে আরও নিকটে আনিতে পারিলে সন্নিকর্ষ আরও অধিক হইবে। এইটি ভক্তির সাধনা। তখন এই নিকটে প্রাপ্ত মহাশক্তি উপাসকের হৃদয়ে প্রকাশমান হন্। তখন দেখিতে পাওয়া যায়, যে মায়াগ্রন্থি দ্বারা এই বিশ্ব সংসার রচিত সেই মায়ার সঞ্চালক স্বয়ং মহাশক্তি। এই অবস্থায় তিনি সমস্ত শক্তিবর্গকে নিজের অধীন রাখিয়া সঞ্চালন করিতেছেন। এই সকল শক্তির মধ্যে জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি আছে। তখন ভক্ত বা উপাসক তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করেন, তিনি যেন তাঁহার জ্ঞানের ধারা এবং কর্মের ধারাকে সৎপথে সঞ্চালিত করেন। ইহাই ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াতের তাৎপর্য। মোটকথা, জ্ঞান, যোগ, ভক্তি শরণাগতি প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া সেই পরম শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ, যাহার ফলে সেই শক্তি উপাসককে শুদ্ধ জ্ঞানের ধারায় এবং কর্মের ধারায় সঞ্চালিত করিবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মগায়ত্রী জপ করিতে হইলে এই মন্ত্রের অবয়বগুলি বিশেষভাবে ধারণায় রাখিতে হইবে। সর্বপ্রথম প্রণব—প্রণবের পর ব্যাহৃতি, ব্যাহৃতির পর মূলমন্ত্র, তাহার পর আবার প্রণব, তাহার পরেও কিছু আছে, আপাততঃ তাহার প্রয়োজন নাই। প্রণবটি হইল পরমেশ্বরের বাচক। পতঞ্জলি যোগসূত্রে বলিয়াছেন "তস্য বাচকঃ প্রণবঃ"। প্রণবের মধ্যে অবশ্য বিভাগ আছে। অকার, উকার, মকার এই তিনটি মুখ্য অবয়ব। তিনটি মূল দেবতার বা পরম দেবতার বাচক। "অকারঃ বিষ্ণুরুদ্দিষ্টঃ উকারঃ স মহেশ্বরঃ মকারেণ উচ্যতে ব্রহ্ম"—ইহা সম্প্রাদায়বিশেষের মত। অন্য প্রকারেও ইহা ধরা যায়। তাহাতে তাত্ত্বিক স্বরূপ নির্বচনে কোন বাধা হয় না। এই অকার উকার ও মকার, ইহার উপরে অর্ধচন্দ্র ও বিন্দু রহিয়াছে, যাহাকে সাধারণতঃ নাদ, বিন্দু বলা যায়।

গায়ত্রী ব্রহ্মউপাসনা, বাস্তবিকপক্ষে ইহা মহাশক্তির উপাসনা। ভর্গ বলিতে তেজোময় শক্তিকে বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু পরব্রহ্মের অনন্ত শক্তি আছে। সব শক্তি ধ্যানের বিষয়ভূত হইতে পারে না। বরেণ্য ভর্গের দ্বারা বুঝা যায় যে—শক্তিটি বরণীয়, গ্রাহ্য বা উপাদেয় তাহাকেই ধ্যান করিতে হইবে। যাহা জীবের কল্যাণপ্রদ, যাহাকে ধ্যান করিলে পরম শান্তি, আনন্দ ও শক্তির বিকাশ হয় তাহাই বরেণ্য। ইহা হইল ধ্যানের প্রক্রিয়া। জ্ঞানের দ্বারা স্বরূপটিকে ধরিতে হইবে—ধ্যানের দ্বারা তাহার শক্তিকে ধরিতে হইবে—তাহার পর অর্থাৎ ধ্যান দ্বারা ভগবৎশক্তি নিজের মধ্যে একাগ্রীভূত হইলে তাহাকে চারিদিক হইতে হৃদয়ে নিয়া আসিতে হইবে। এইটি ধ্যান বা যোগের পর ভক্তির অবস্থার পূর্বাভাস। হৃদয়েতে সমাগত হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে মায়ার অধিষ্ঠাতা ঈশ্বরতত্ত্ব সেখানে প্রকাশমান রহিয়াছেন। তিনি মায়াতত্ত্ব দ্বারা সমগ্র শক্তিটিকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছেন। জ্ঞান এবং কর্ম এই উভয় পথেই জ্ঞান সঞ্চালিকা শক্তি। আমরা জ্ঞান-ইন্দ্রিয় দ্বারা কর্মের দিকে প্রেরিত হই। মায়ার অধিষ্ঠাতা ঈশ্বর, যিনি হৃদয়ে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। মায়ার অনন্ত রশ্মি—এই সকল রশ্মি আমাদিগকে জ্ঞানের পথে ও কর্মের পথে সঞ্চালিত করে। যাহাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুষুম্না-মার্গে সঞ্চালিত হয় তাহার জন্য মায়ার অধিষ্ঠাতা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা। হৃদয়স্থ ঈশ্বর যেন আমাদিগের জ্ঞানরশ্মি ও ক্রিয়া-রশ্মিকে সৎপথে সঞ্চালন করেন। জীব নটপুত্তলিকাবৎ। ঈশ্বর সূত্র-ধার। তিনি হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়া অনন্ত মায়ারশ্মি দ্বারা জীব-সকলকে সঞ্চালন করিতেছেন। আমরা যেন তাঁহার দ্বারা জ্ঞান ও কর্মের দিকে সৎপথে সঞ্চালিত হই, ইহাই প্রার্থনা। 'প্রচোদয়াৎ' শব্দের অর্থ প্রেরণ করা অর্থাৎ ঈশ্বর যেন আমাদিগকে সত্য, জ্ঞান এবং শুভ কর্মের দিকে শক্তির দ্বারা সঞ্চালন করেন, ইহাই প্রার্থনা। ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে ইহাই মানুষের স্বাভাবিক প্রার্থনা। ইহার মধ্যে জ্ঞান, যোগ ও শরণাগতি অন্তর্গত রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে এই যে প্রার্থনাটি অর্থাৎ গায়ত্রীরূপ প্রার্থনা, ইহাতে সর্বত্রই বহুবচনের প্রয়োগ রহিয়াছে—ইহারও তাৎপর্য আছে। ইহার তাৎপর্য, প্রার্থনা একজনের হইলেও তাহা সমষ্টির প্রত্যেকের জন্য উদ্দিষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ প্রার্থনাটি ব্যক্তিগত ভাবে ব্যষ্টির জন্য করা হইতেছে না, করা হইতেছে সমষ্টির জন্য।

সেই যে বস্তুটি যাহাকে সবিতা বলা হইয়াছে, তাহার স্বরূপ এই যে সে-ই বিশ্বের প্রসবকর্তা, এই ভাবটি মনে রাখিতে হইবে। এইজন্য তাহার পূর্বেই প্রণব বা ওঙ্কার এবং ব্যাহৃতি। প্রণব পরমেশ্বরের বাচক ইহা সর্বশাস্ত্রসম্মত। প্রণবের মধ্যে অকার, উকার এবং মকার এই তিনটি মাতৃকা রহিয়াছে। তাহার উপরে নাদ বিন্দুরূপে অর্ধচন্দ্র রহিয়াছে। অকার, উকার, মকার ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রের বাচক। অকারঃ বিষ্ণুরুদ্দিষ্টঃ উকারঃ স মহেশ্বরঃ মকারেণ উচ্যতে ব্রহ্মা। মকারেণ উচ্যতে ব্রহ্ম—সম্প্রদায়-বিশেষে এই তিনটি নামের তারতম্য হইলেও তাহাতে কিছু আসে যায় না।

উপরে নাদ, বিন্দু অর্ধচন্দ্রাকারে প্রকাশ পাইতেছে, ইহার বিস্তা-রিত বিবরণ এখানে দেওয়া অনাবশ্যক। তবে বুঝিতে হইবে এই নাদ বিন্দু সহ প্রণব জগতের মূল তত্ত্বের নির্দেশ করিয়া থাকে। অর্ধ-মাত্রার প্রশ্ন এখানে উঠাইব না। ওঁকারের পর ব্যাহৃতির উচ্চারণ করিতে হয়, ব্যাহৃতিটি বিশ্বের দ্যোতক অর্থাৎ ওঁকার বা প্রণব হইতেই সমগ্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে। এই সমগ্র বিশ্বটি সংক্ষেপে বুঝাইয়া বলিতেছি। ইহাকেই ত্রিলোকী বা সপ্তলোকী বলা হয়—ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বঃ। ভূঃ বলিতে ভূলোক বুঝিতে হইবে। ইহাতে সর্বপ্রথম এই ভূমি অর্থাৎ সপ্ত-দ্বীপা বসুমতী রহিয়াছে, যাহাতে ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপ ও ভিন্ন ভিন্ন সমুদ্র বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহারই নাম ভূতল। ইহার অব্যবহিত নীচে সপ্তপাতাল রহিয়াছে—সেখানেও জীবের নিবাস আছে—নাগলোক প্রভৃতি সেখানেই আছে। পাতালের নীচে আছে নরক। প্রধান প্রধান ৮৪ নরক যেখানে আছে, সেখানে জীব থাকে। স্থানটি অগ্নিময়। নরকের বিস্তারিত বিবরণ পুরাণাদিতে আছে। এই সকল নরকের সর্বনিম্নে অবীচি নামে একটি স্থান আছে, ইহাই ভূমণ্ডলের নিম্নতম স্থান—এখানে সূর্য-রশ্মি প্রবেশ করে না। যাই হোক, এই সবটিকে নিয়া হইল ভূলোক। তাহার উপরে আছে অন্তরীক্ষ। অন্তরীক্ষে নানাপ্রকার গ্রহউপগ্রহাদি সঞ্চরণ করে। ইহা একপ্রকার বায়ুমণ্ডল। বিভিন্ন প্রকার বায়ুর খেলা আছে। প্রবাহ, নিবাহ, সংবাহ ইত্যাদি প্রত্যেকটি বায়ুর ক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন। অন্তরীক্ষের উপরে স্বর্গ—স্বঃ—এই স্বর্গটি দুইভাবে বিভক্ত। একটি ঊর্ধ্বস্বর্গ, অধঃস্বর্গ। যেটি অধঃস্বর্গ সেটি ভোগের স্থান। এই অধঃস্বর্গের অধিষ্ঠাতাকে ইন্দ্র বলে। পুণ্যবান্ লোক সকাম বলিয়া মৃত্যুর পর এই ইন্দ্রের অমরাবতীতে আপন যোগ্য স্থানে উপনীত হয় এবং দীর্ঘকাল সেখানে নানাপ্রকার আনন্দ, ঐশ্বর্য ভোগ করে এবং তাহার পর ভোগের দ্বারা পুণ্য ক্ষয় হইলে আবার ভূলোকে জন্মগ্রহণ করে। জ্ঞানী এই স্থানে কখনও আসে না। ইহারই নাম অধঃস্বর্গ। ইহার পর আছে ঊর্ধ্বস্বর্গ। অর্থাৎ মহর্লোক, জনলোক, তপলোক সত্যলোক। সকাম পুণ্যবান্ পুরুষ ওখানে যাইতে পারে না। ঊর্ধ্বস্বর্গে জ্ঞান-কর্ম সমুচ্চয়যুক্ত পুরুষ যাইতে পারে। বিশুদ্ধ জ্ঞান থাকিলে ঊর্ধ্বস্বর্গেও যায় না। যে যেখানে থাকে সেইখানেই ব্রহ্মস্বরূপে প্রবেশ করে। কিন্তু জ্ঞান-কর্মের সমুচ্চয় থাকিলে এই ঊর্ধ্বস্বর্গে গতি হয়। জ্ঞানযুক্ত কর্মের অংশ প্রবল থাকিলে এই স্বর্গের নিম্নদিকে থাকে—জ্ঞান অংশ প্রবল হইলে এই ঊর্ধ্বস্বর্গের উপরদিকে থাকে। সকলের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপরে সত্যলোক—ইহা ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত। যতদিন মহাপ্রলয় না হয় ততদিন সত্যলোকের ধ্বংস হয় না। সত্যলোকেরই নামান্তর ব্রহ্মলোক। মহাপ্রলয়ে সত্যলোকও থাকে না, একমাত্র পরব্রহ্ম থাকে।

এই যে তিন ব্যাহৃতি অথবা সপ্তব্যাহৃতি ইহার আবির্ভাব হয় ওঁকার হইতে। ওঁকারই শব্দব্রহ্ম। অতএব গায়ত্রীমন্ত্রে বলা হইল, ওঁকার বা শব্দব্রহ্ম হইতে এই সপ্তলোকের আবির্ভাব হয়। মূলেতে ইনিই সবিতৃ-স্বরূপ। এই স্বরূপটা মনে মনে ধ্যান করিয়া পূর্ববর্ণিত প্রার্থনাটি করিতে হইবে। অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের যিনি আদি শক্তিসম্পন্ন পরম পুরুষ তিনিই যেন ক্রমশঃ আমার অন্তর্মুখ হইতে হইতে আমার ভিতরে যুক্ত হন ও তাহার পর বহিঃপ্রদেশে সমাগত হইয়া হৃদয়ে মায়াসঞ্চালক ঈশ্বর-রূপে আবির্ভূত হন, যাঁহার নিকট আমি পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিতে পারি, যাহার ফলে তিনি আমাকে শুদ্ধ জ্ঞানের পথে ও শুদ্ধ কর্মের পথে সঞ্চালিত করিবেন। এই প্রার্থনা করার পর আবার নিজেকে সেই প্রণবের মধ্যেই অন্তর্লীন করিতে হইবে।

॥ ২১ ॥

আত্মদর্শন সাকার না নিরাকার?

সর্বপ্রথম জ্যোতিদর্শন অভ্যাস করিতে হয়। এই জ্যোতি শুদ্ধ-জ্যোতি—জগতের আলো নহে। নবোদিত সূর্যের রূপ দেখিয়াই হোক্ অথবা অন্য কোন প্রকারেই হোক্ নিজের ললাটে জ্যোতির স্থিতি কল্পনার দ্বারা অনুভব করিতে চেষ্টা করিবে। অখণ্ডমণ্ডলাকার, স্নিগ্ধ, শুদ্ধ জ্যোতি ভ্রূমধ্যে চিন্তা করিবে। ইহা কল্পিত জ্যোতি সন্দেহ নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদি সিদ্ধ গুরু হইতে প্রাপ্ত মন্ত্রের ক্রিয়া হইতে ধ্যানপ্রভাবে এবং জপের প্রভাবে জ্যোতির অনুভব হয় তো ভালই, নতুবা কল্পনার দ্বারা জ্যোতির চিন্তা করিবে। বাস্তবিক পক্ষে ষট্চক্রের ঊর্ধ্বে উঠিলে ভ্রূমধ্যে বিশুদ্ধজ্যোতিরূপে স্থিতি হয়—ইহাই একাগ্রভূমি, ইহাই উপাসনার শেষ লক্ষ্য—ইহাই জ্ঞানের বিকাশের সূচনা—ইহাই প্রজ্ঞাজ্যোতি, দিব্যচক্ষু নামে পরিচিত হয়। যদি স্বাভাবিক এই জ্যোতি স্ফুরিত হয় ভালই, কারণ জপের দ্বারা এবং মননের দ্বারা অন্তরাকাশে এই জ্যোতির উদয় হয় তখন বৈখরীবাক্ নাদের মধ্য দিয়া প্রকাশরূপে পরিণত হয়। অন্তরাকাশ তখন চিদালোকে আলোকিত হইয়া যায়—ইহাই কুলকুণ্ডলিনীর স্ফুরণদশা। এই জ্যোতি যে কোন প্রকারেই হোক্ প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক। তখন ইহার স্থিতি ভ্রূমধ্যে হইয়া থাকে। যদি স্বাভাবিক উপায়ে ইহা সমুদিত না হয় তাহা হইলে কল্পনার দ্বারাও অনেক ফল লাভ করা যায়। জ্যোতিদর্শন প্রাথমিক অবস্থা। নিজের সত্তায় জ্যোতি অঙ্গীভূতরূপে স্ফুরিত হইলে ক্রমশঃ চিদাকাশের প্রকাশ হয়। জ্যোতি জপের দ্বারা না পাইলে মননের দ্বারা নবোদিত সূর্যকে ধ্যান করিয়া প্রাপ্ত হওয়ার চেষ্টা করিতে হয়। যখন ভ্রূমধ্য জ্যোতির্ময় হইয়া যায় তখন খুব উচ্চাবস্থা লাভ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই অবস্থায় বৈখরীবাক্ অর্থাৎ অ, আ, ক, খ ইত্যাদি থাকে না—সব একাকার হইয়া যায় এবং ইহার ফলে বৈখরীর প্রভাবে অহং-ভাব যাহা এতদিন দেহাত্মবোধ রূপে ছিল তাহা কাটিয়া যায়। ব্যবহারিক ভূমিতে এই বোধকে আশ্রয় করিয়াই কার্য হয়। কিন্তু জ্যোতি ভ্রূমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে দেহাত্মবোধ থাকে না—ইড়া পিঙ্গলার ক্রিয়া সরলভাবে পরিণত হয়। একমাত্র সুষুম্নার সরলগতি ঊর্ধ্বদিকে চলিতে থাকে। এই অবস্থায় দ্রষ্টা দেহকে ভুলিয়া যায়, তখন ঐ জ্যোতির মধ্যে নিজের স্বরূপ অর্থাৎ নিজের মুখ দেখিতে পায়। তখন বুঝিতে পারে এইটি 'আমি'র স্বরূপ। ইহা 'আমার'ই রূপ। নিজের মুখ হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র শরীর প্রকাশ পায় এবং বুঝিতে পারে ইহাই আত্মদর্শন। তখন ঐ স্বরূপের ভিতরে অন্তঃপ্রবেশ করে—তখন সমগ্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্ব তাহার নিকট ফুটিয়া ওঠে। সমগ্র বিশ্ব অনন্তরূপ সম্পন্ন কিন্তু সাকার। তখন বুঝা যায় এই আত্মদর্শনেই বিশ্বদর্শন পূর্ণ হইয়া যায়। তাহার পর উচ্চ অধিকারী বিশ্বাতীত অবস্থায় উপনীত হয়। তখন বিশ্বদর্শন থাকে না। তখন যে দর্শন হয় তাহাই নিজস্বরূপের দর্শন। স্বরূপের দর্শনের অর্থ স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ হইয়া যাওয়া— তখন আর সাকার নিরাকারের প্রশ্ন ওঠে না। ইহাই নিরাকার দর্শন। এই দর্শন স্বয়ংপ্রকাশ চৈতন্যের আত্মসাক্ষাৎকার। ইহা কোন পৃথক বস্তু নহে। ইহা নিজের একটি স্বয়ংপ্রকাশ অবস্থা। ইহাই ব্রহ্মস্বরূপ—ইহার কোন বর্ণনা হয় না। ইহা সচ্চিদানন্দ আত্মস্বরূপ। ইহাই আত্মা। সুতরাং আত্মদর্শন এক হিসাবে সাকার ভাবে হয়, অন্য হিসাবে নিরাকার ভাবে হয়, উভয়ই সত্য। সাকার আত্মদর্শন হইলে উহারই মধ্যে বিশ্বদর্শন হইতে পারে। ইহা স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের পূর্বাবস্থা। দিব্যচক্ষুর প্রভাবে অর্থাৎ ভ্রূমধ্যস্থ চৈতন্যময় জ্যোতির প্রভাবে সমগ্র বিশ্বকে নিজের মধ্যে দেখা যায়। এই অবস্থায় সাধকের সাধারণ নিজবোধ থাকে না। এই যে স্বয়ংপ্রকাশ আত্মস্বরূপ ইহারই মধ্যে অনন্ত দেশকাল এবং শক্তির ক্রিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। আবার শক্তির সঙ্কোচ হইলে বা শক্তিকে সঙ্কোচ করিলে এসব কিছুই থাকে না—এক স্বয়ংপ্রকাশ সত্তাই থাকে, তাহাই আত্মা বা ব্রহ্ম। সেখানে সাকার নিরাকারের প্রশ্ন ওঠে না কারণ ইহা কল্পনার অতীত। আত্মস্বরূপের বিকাশের আলোচনা এখানে করিব না কারণ উহা অখণ্ড বস্তু। বিকাশ হয় শক্তির—শক্তির সম্বন্ধের এবং ক্রিয়ার তারতম্য বশতঃ বিকাশের কল্পনা জাগিয়া ওঠে। বস্তুতঃ আত্মা নিজের মধ্যে অসংখ্য অবস্থা অনুভব করিতে পারে। কিন্তু স্বরূপতঃ ইহা যাহা তাহাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥ ২২ ॥

ভ্রূমধ্যে জ্যোতি চিন্তার প্রয়োজন কি?

মনে রাখিও সাধারণতঃ মনুষ্য ক্ষিপ্ত ও মূঢ়ভাবে থাকে, তাহাদের জন্য কোনপ্রকার সাধনার আলোচনা আবশ্যক নহে। কিন্তু যাহাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত অর্থাৎ সময় সময় সত্ত্বগুণের আবেশবশতঃ অন্তর্মুখীন হয় কিন্তু থাকে না, তাহাদের জন্য সাধনার চেষ্টা আবশ্যক। এই চেষ্টার ফলে চিত্ত একাগ্রভূমিতে উত্থিত হইবে এবং সেখানে স্থিত হইয়া কার্য করিবে। একাগ্রভূমিতে উঠিলে চিত্তের বিক্ষিপ্ততা থাকে না। তখন এক লক্ষ্যে নিবিষ্ট হয়। নিবিষ্ট হওয়ার ফলে লক্ষ্যবস্তুর প্রকাশ হইয়া থাকে।

প্রশ্ন—একাগ্র অবস্থা কি জ্যোতির উদয়ের সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধযুক্ত?

উত্তর—নিশ্চয়ই।

একাগ্র অবস্থার উদয় না হইলে জ্যোতির উদয় হইতে পারে না। ছড়ানো সত্তাকে গুটাইয়া নিলে তখন জ্যোতির উদয় হয়। জ্যোতির উদয় হইলে অব্যক্ত অপ্রকাশিত সত্ত্ব প্রকাশিত হয়। এই যে জ্যোতির উদয় প্রথমে সাময়িকভাবে হইয়া থাকে, সুতরাং ফলাফলও সাময়িক ভাবে হয়। কিন্তু যখন জ্যোতিটি স্থায়ীভাবে প্রকাশ পায় তখন সত্য যাহা নিগূঢ় ছিল তাহা ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়।

প্রশ্নঃ—এর পর পর ক্রম কি? এবং এইভাবে চলিতে হইলে সহজে কি উপায় অবলম্বন করিতে হয় তাহা বলুন।

উত্তর—এই যে পূর্বে বলা হইল সেই সম্বন্ধে মনে রাখিবে যে একাগ্রভূমির পর নিরোধভূমি অবশ্যম্ভাবী। একাগ্রভূমিতে সত্যের উদয় হইলে তাহার পর নিরোধ আবশ্যক হয়। এই যে জ্যোতির উদয় ইহাই প্রজ্ঞা অথবা জ্ঞান। জ্ঞানের উদ্দেশ্য জ্ঞেয়কে প্রকাশ করা। জ্ঞেয় প্রকাশিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইলে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় ও অজ্ঞানের ক্রিয়া উপশম প্রাপ্ত হয়। তাহার পর নিরোধ আপনা হইতেই ফুটিয়া ওঠে। কিন্তু একাগ্রভূমি অতিক্রম না করিয়া নিরোধে প্রবেশ করা সমীচীন নহে।

প্রশ্ন—ইহা সম্ভব হয় কি প্রকারে?

উত্তর—সম্ভব এই জন্য হয় যে যাহাদের আধার শুদ্ধ নহে তাহাদের চিত্ত প্রকৃতিলীন হইয়া থাকে। এই প্রকৃতিলীন অবস্থাও অসম্প্রজ্ঞাত অবস্থার অন্তর্গত। কিন্তু ইহা যোগ নহে। যোগের অবস্থাও অসম্প্রজ্ঞাত সন্দেহ নাই কিন্তু তাহা সম্প্রজ্ঞাতের পরবর্তী অবস্থা। জ্ঞানের উদয় হইয়া জ্ঞানের নিরোধ—তাহাতে অজ্ঞান নিবৃত্তি এবং উপশমপ্রাপ্তি ঘটে। কিন্তু প্রকৃতিলয় অবস্থা জড়ত্ব, উহাতে অজ্ঞান-নিবৃত্তির কোন সম্ভবনা নাই।

প্রশ্ন—তাহা হইলে জ্ঞানের উদয় একান্ত আবশ্যক? ইহার জন্য কোন বিশেষ ক্রিয়া অথবা প্রক্রিয়ার উপযোগিতা আছে কি?

উত্তর—এই সম্বন্ধে বহু কথা বলিবার আছে, ধৈর্যসহকারে ক্রমশঃ শুনিতে থাক। সাধারণতঃ সকল মানুষেরই চিত্ত চঞ্চল। এই চঞ্চলতা বিক্ষেপ হইতে ঘটিয়া থাকে। বস্তুতঃ লয় ও বিক্ষোভ এই দুইটি যোগপথের অন্তরায়। যিনি যে প্রকার সাধনাই করুন সাধনকালে ভ্রূমধ্যে অথবা ভ্রূদ্বয়ের কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্বে জ্যোতি চিন্তা করিলে সাধনার পথে অনেক উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই জ্যোতি শুদ্ধ জ্যোতি হওয়া আবশ্যক। এই জন্য যোগিগণ নবোদিত সূর্যকে চিন্তার বিষয় বলিয়া গ্রহণ করিতে বলেন। নবোদিত সূর্যের অখণ্ড মণ্ডলাকাররূপ চিন্তার বিষয়ভূত হওয়া উচিত। প্রাচীনকালে যোগিগণের ভ্রূমধ্যে বিন্দুধারণের ইহাই উদ্দেশ্য ছিল। এই বিন্দুটি জ্যোতির্ময় বিন্দু। প্রত্যহ নিজ নিজ সাধন ব্যাপার সম্পন্ন করার পর এই জ্যোতির্ময় বিন্দু চিন্তন করা একান্ত আবশ্যক। শুধু তাহাই নহে, দিনের অথবা রাত্রির বিভিন্ন সময়ে জাগ্রত অবস্থায় সবসময় যথাশক্তি এই বিন্দু চিন্তা অভ্যাস থাকা আবশ্যক। তুমি বলিতে পার ইহা কল্পিত বিন্দু। ইহা সত্য। কিন্তু কল্পিত হইলেও ইহা সত্য—ইহা সবিতৃজ্যোতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গায়ত্রী মন্ত্রের সাধনাতেও এই রহস্য পরিস্ফুট রহিয়াছে। তাহা সময়ান্তরে প্রকাশ করিয়া বলিব। এই শুদ্ধজ্যোতি চিন্তা করিতে করিতে অর্থাৎ মনে মনে নিরন্তর দর্শন করিতে করিতে একাগ্রভূমিতে ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠা ঘটিবে।

এইখানে একটি বিষয় মনে রাখিও। এই যে মানুষের চিত্তের বিক্ষেপ ঘটে ইহার মূলে আছে বিকল্পের খেলা: এই সকল বিকল্প দেখিতে গেলে দুই প্রকার—শুদ্ধ ও অশুদ্ধ। অশুদ্ধ বিকল্পকে ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ বিকল্পে স্থিতি গ্রহণ করিতে হয়। তাহার পর শুদ্ধ বিকল্পও নির্বিকল্প পরমপদে লীন হইয়া যায়। এই শুদ্ধ বিকল্পের অবস্থাই কর্ম, জ্ঞান এবং ভক্তি নানাপ্রকার যোগের পরম লক্ষ্য। মাতৃকা হইতে ভাষার উৎপত্তি হয় এবং সকল প্রকার লৌকিক চিন্তার প্রবাহ প্রসৃত হয়। ভাষাজ্ঞানই বিকল্প জ্ঞান—নির্বিকল্প পদে ভাষা নাই। শুদ্ধ বিকল্পের মধ্য দিয়া নির্বিকল্পে উপনীত হইতে হয়। মাতৃকা বর্ণসমষ্টি। এই সকল বর্ণ ভাষার অংগীভূত। সংস্কৃত বলিয়া নহে, জগতের যাবতীয় ভাষা মাতৃকা হইতে উদ্ভূত। এই সকল মাতৃকা বা বর্ণ যতক্ষণ বিগলিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের স্বভাবই বিকল্প উৎপাদন করা। বিকল্প অর্থাৎ বিক্ষেপ। এই সকল মাতৃকা যতদিন ক্রিয়াশীল থাকে ততদিন চিত্ত বিক্ষিপ্ত থাকে—একাগ্রভূমিতে প্রবেশ করিতে পারে না। প্রাচীন আচার্যগণ—এই সকল মাতৃকাকে বিগলিত করিয়া বিন্দুতে, মানে বিন্দুরূপে, পরিণত করিতে উপদেশ দেন। যেমন এক পিণ্ড সোনা টুকরা টুকরা করিয়া নানা প্রকার ও নানা আকারের অলঙ্কারে পরিণত করা হয় সেই প্রকার একই বিন্দু বা মহাবিন্দু বিভিন্ন মাতৃকারূপে আত্মপ্রকাশ করে। বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ইহাতে দেশ কালের কোন প্রশ্ন নাই। ইহা অনাদিকাল হইতে হইয়া থাকে। সুতরাং যে কোন প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়াই হোক্ এইগুলিকে বিগলিত করিতে হয়। মাতৃকাগুলি গলিয়া গেলে নির্বিকল্প অবস্থার উদয়ে সহায়তা হয়। আমরা ষট্‌চক্রের সাধনা করিয়া থাকি। তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য মাতৃকাগুলিকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গলাইয়া একাগ্রভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। মূলাধার হইতে আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত যে সকল চক্র আছে সবগুলি মাতৃকা দ্বারা রচিত। এই মাতৃকার রচনা ক্রিয়ায় সকল চক্রই অল্পাধিক সাহায্য করে এবং ইড়া, পিঙ্গলার বক্রগতি ঐ ক্রিয়াতে সহায়ক হয়। ক্রমশঃ মাতৃকাগুলি বিগলিত হইয়া বিন্দুরূপে পরিণত হওয়ায় ঐ বিন্দু ক্রমশঃ ঊর্ধ্বমুখে উন্নীত হয়। মাতৃকা হইতে বিন্দুতে যাইতে হইলে নাদের মধ্য দিয়া যাইতে হয় অর্থাৎ মাতৃকাগুলি বিগলিত হইলেই নাদের উদয় হয়। নাদ অন্তর্মুখী প্রবাহ। প্রতি চক্রেই এইপ্রকার নাদ হইতে বিন্দুতে প্রবেশ ঘটে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে সুষুম্নার ভিতরে ঊর্ধ্বশক্তি ক্রিয়া করে। অন্যত্র সর্বত্রই মাধ্যাকর্ষণের নিয়ন্ত্রণ আছে। কিন্তু একমাত্র সুষুম্নাতেই ঊর্ধ্বাকর্ষণ শক্তির ক্রিয়া হয়। এইজন্যই একমাত্র অধোবর্তী একচক্রের বিন্দু ঊর্ধ্ববর্তী চক্রে স্বতঃই উন্নীত হয়। এইপ্রকারে সর্বোচ্চ আজ্ঞাচক্রের বিন্দুতে যাইয়া স্থিতি হয়। এই সময়েতে প্রজ্ঞাজ্যোতির পূর্ণ বিকাশ হয়। ইহাকেই লোকে সাধারণতঃ দিব্য চক্ষু অথবা তৃতীয় নেত্রের উদয় বলিয়া থাকে। এই তৃতীয় নেত্রের উদয় হইলে প্রাকৃত দুইটি নেত্র দৃষ্টিহীন হইয়া যায়। এইজন্য প্রজ্ঞাচক্ষু বলিতে অন্ধকে বুঝায়। এইজন্য জাগতিক জীব অধঃ, ঊর্ধ্ব উভয়ত্র হয় দ্বিনেত্র অথবা একনেত্র। যাহাদের দিব্যনেত্র খুলিয়াছে তাহাদের দৃষ্টিতে প্রাকৃত জগতের অস্তিত্ব থাকে না। এইজন্য তাহাদের অন্ধ বলে। যাহারা প্রাকৃতনেত্র দ্বারা পরিচালিত হয় তাহাদের দিব্যনেত্র অপ্রকাশিত থাকে।

পূর্ণতালাভের পথিকের তিন নেত্র জাগ্রত থাকে। তাহারা লৌকিক সত্তা এবং অলৌকিক সত্তা একই সঙ্গে দেখিতে পায়। তাহাদের অগোচর কিছুই থাকিতে পারে না। এইপ্রকার জ্ঞানশক্তির বিকাশ নহে, ইহার অনুরূপ ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির বিকাশ আছে। সকলের ঊর্ধ্ব অবস্থায় স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ হয়। সে কথা এখন বলিব না।

এখন একটি বিষয় ভালো করিয়া ধারণা করিতে চেষ্টা কর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের দুইটি অবস্থা কল্পনীয়—একটি অবস্থায় আমরা বিকল্প-জ্ঞানের অধীন—আর একটি অবস্থা বিকল্পশূন্য। এই যে জ্যোতি-চিন্তার কথা বলা হইল ইহা নিরন্তর অভ্যাস করিতে পারিলে ভিতরের আকাশ চিন্ময়রূপে ফুটিয়া ওঠে। ঐ সময় আমাদের লৌকিক অবস্থার অনুরূপ বাহ্য জগতের আভাস থাকে না। ভিতরের আকাশ প্রস্ফুটিত হয়। বাহ্য জগতের আকাশ বলিতে ভূতাকাশ ও চিত্তাকাশ বুঝিতে হইবে। সংসারী জীবের জাগ্রত অবস্থায় বাহ্য জগতের দর্শন ঘটিয়া থাকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা। এই আকাশে রূপ রসাদি অনন্ত বহির্জগৎ প্রকাশমান হয়। অন্য অবস্থায় চিত্তবৃত্তি অন্তর্মুখ হইলে স্বপ্নাবস্থার উদয় হয়। তখন চিত্তাকাশে স্বপ্নময় জগৎ দৃষ্ট হয়। ইহার পর ঘোর অজ্ঞানময় সুষুপ্তি অবস্থাতে হৃদয় প্রদেশে সুপ্ত-ভাবের উদয় হয়। পুনরায় চক্রের আবর্তনের ন্যায় বাহ্য জগতের ও অন্তর্জগতের স্ফুরণ হইয়া থাকে। ইহারই নাম সংসারচক্র। কিন্তু যে গুরুর কৃপায় জ্ঞানের পথ প্রাপ্ত হইয়াছে সে সংসারচক্র হইতে মুক্ত হইয়া ঊর্ধ্ব দিকে আরোহণ করে। তাহার নিকট ঊর্ধ্বশক্তির বিকাশের ফলে শুদ্ধ জগতের প্রকাশ ক্রমশঃ ঘটে। এইগুলি নির্বিকল্প অবস্থা। বিকল্প শুদ্ধ হইয়া নির্বিকল্প অবস্থার উদয় হয়। এই অবস্থায় আনন্দের উদয় হয় এবং ঊর্ধ্বশক্তির সংকর্ষ প্রাপ্তি ঘটে। এই যে জগৎ যেখানে ঊর্ধ্বমুখী গতি নিরন্তর চলনশীল ইহাই অন্তর্জগৎ। ইহাই ভবিষ্যতে চিদাকাশরূপে প্রকাশ পায়। এই সময় দেহাত্মবোধ থাকে না। মন ও প্রাণের মলিন ক্রিয়াও থাকে না। ইহা নির্বিকল্প অবস্থার একটি স্থিতি।

যখন মাতৃকাগুলি বিগলিত হইয়া অবস্থান্তরের হেতু ঘটে তখন দুইটি অবস্থার ক্রমশঃ উদয় হয়—প্রথমটি নাদ, দ্বিতীয়টি জ্যোতি। এই জ্যোতির্ধ্যান অভ্যাসের সম্বন্ধে দুই-চারিটি কথা বলা আবশ্যক। তাহার মধ্যে ভাগ করিয়া পৃথক পৃথক স্থিতি বুঝিয়া নিতে হইবে। প্রথমতঃ কল্পনার দ্বারা জ্যোতিদর্শন অথচ সঙ্গে সঙ্গে জপাদি ক্রিয়া সঞ্চালন। তাহার ফলে কয়েকটি অবস্থার আবির্ভাব ঘটে—একটি হইল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাহির হইতে জ্যোতিদর্শন দ্রষ্টারূপে, আর একটি হইল জ্যোতির মধ্যে ডুবিয়া জ্যোতি হইয়া জ্যোতিদর্শন। তাহার পর জ্যোতি ভেদ করিয়া নিজস্বরূপে অবস্থান। এই সকল অবস্থার বিস্তৃত বিবরণ পরে বলিব।

প্রশ্নঃ—আমরা শুনিয়াছি যে "তৃতীয় নেত্র উন্মুক্ত থাকিলে মানুষের স্বাভাবিক নয়ন দুইটি মুদ্রিত থাকে, তখন মানুষ দেহাত্মবোধ লইয়া লৌকিক ব্যবহার ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা করিতে পারে না—ইহার জন্য প্রজ্ঞা-চক্ষুর শব্দের অর্থ অন্ধ। পক্ষান্তরে যখন লৌকিক চক্ষু বা ইন্দ্রিয় ক্রিয়াশীল থাকে তখন দেহাত্মবোধ থাকে এবং তৃতীয় নেত্র নিমীলিতবৎ থাকে"—ইহার যথার্থ তাৎপর্য কি?

উত্তরঃ—পূর্ণত্বের পথে অগ্রসর হইতে হইলে তৃতীয় নেত্র উন্মীলিত থাকিবে এবং বাহ্য নেত্রও উন্মীলিত থাকিবে। যাদের তৃতীয় নেত্র উন্মীলনের সঙ্গে বাহ্য নেত্র নিমীলিত হইয়া যায় তাহারা দিব্য-চক্ষু সম্পন্ন দেবতা। কারণ দেবতাদের তৃতীয়নেত্র উন্মুক্ত। সাধারণ লোকের বাহ্য নেত্র উন্মীলিত থাকে বলিয়া তৃতীয় নেত্র নিমীলিতবৎ থাকে। তৃতীয় নেত্রের বিকাশ হইলেও প্রথম অবস্থায় ইহা থাকে এবং এইরূপই হয়। দেবতাদের মধ্যে মহাদেব অর্থাৎ শিব ইহার ব্যতিরেক এবং শিব পরিবার। দেবতাদের মধ্যে একমাত্র শিবের তিন নেত্র আছে। অন্য দেবতার তিন নেত্র নাই। অন্যান্য দেবতাসকল দিব্যচক্ষুসম্পন্ন তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু অপূর্ণ বলিয়া তাহাদের তৃতীয় নেত্রই কাজ করে—লৌকিক নেত্র কাজ করে না। যখন তিনটি নেত্রই কাজ করে তখন পূর্ণত্বের পথ খুলিয়া যায়। তিন নেত্র কাজ করার সময় দিব্যচক্ষু খোলা থাকে এবং লৌকিক চক্ষুও খোলা থাকে। সাধারণতঃ দেবতাদের একচক্ষু—শোভার জন্য দুই চক্ষু দেখানো হয় এবং মানুষ দিব্যচক্ষুলাভ করিলে যখন একচক্ষুসম্পন্ন হন, তখন সেটি তাহার দিব্য অবস্থা কিন্তু লৌকিক অবস্থা থাকে না। তখন দেহাত্মবোধও থাকে না। দেহাত্মবোধ মায়িক জগতের বোধ। তিন চক্ষু সমভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্রিয়া করিলে বুঝিতে হইবে সেইটি পূর্ণত্বের পথ অর্থাৎ যে অবস্থায় দিব্যজ্ঞানের বিকাশ হয় যাহা সাধারণ মানুষের থাকে না এবং মায়িক জগতের জ্ঞানও থাকে, যাহা সর্বসাধারণ মনুষ্যের আছে। এই অবস্থায় দেহাত্মবোধ নাই ইহাও সত্য আবার আছে ইহাও সত্য। উভয় অনুভবই পূর্ণরূপেতে প্রকাশমান থাকে। তিনি দেখিতে জীব হইলেও শিব এবং বাস্তবিক পক্ষে শিব হইলেও জীব কারণ জীবের সকল অবস্থা সে অনুভব করিতে পারে। এইজন্য পূর্ণত্বের পথে যোগীর তিন নেত্র হয়, শুধু তৃতীয় নেত্র নহে। দেহাত্মবোধ আছে ইহাও সত্য আবার দেহাত্মবোধ নাই, ইহাও সত্য। জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ তখন ঘটিয়া থাকে। কেবল তৃতীয় নেত্র খোলা থাকিলে জ্ঞানের রাজ্য তাহার আয়ত্ত হয় কিন্তু মায়ার জগৎ তাহা হইতে দূরে থাকে।

॥ ২৩ ॥

একজন ভক্ত ব্যথিতহৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন: জীবনের দিন কাটিয়া যাইতেছে, যথাশক্তি তাঁহাকে চিন্তা করিয়াছি কিন্তু কিছু অগ্রসর হইতে পারিতেছি কিনা তাহা বুঝিতে পারি না। তাহার প্রচেষ্টা "নোঙর ফেলা নৌকার বৈঠা টানার" অনুরূপ নহে তো?

ইহার তাৎপর্য এই যে নৌকায় চলিতে হইলে নোঙরে আবদ্ধ থাকিলে চলিবে না। নোঙর হইতে মুক্ত হইয়া নৌকা বাহিয়া চলিতে হইবে। এরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে কোন একজন দুর্ভাগা নাবিক সমস্ত রাত্রি বৈঠার দ্বারা নৌকা সঞ্চালন করিয়াছে কিন্তু তাহার নোঙর তোলা হয় নাই। সে সকালে উঠিয়া দেখে যে অক্লান্ত পরিশ্রম সত্ত্বেও সে যেখানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিল সেখানেই আছে। ইহার তাৎপর্য এই জীবনের পথে অগ্রসর হইতে হইলে যেটা মূল বন্ধন সেটা প্রথমে কাটিয়া ফেলিতে হয়, তাহার পর অগ্রসর হইতে হয়, যাহার নাম পুরুষকার। কিন্তু ঘাটে যদি নৌকা বাঁধা থাকে পুরুষকার দ্বারা কোন প্রকার অগ্রগতি লাভ হয় না। কথাটা খুবই সত্য অর্থাৎ প্রথমে গুরুদত্ত জ্ঞানের দ্বারা অনাদিকালের বন্ধন কাটিয়া ফেলিতে হয়, তাহার পর পুরুষকার দ্বারা অগ্রসর হইতে হয়। এই অনাদিবন্ধন কাটা ইহাই প্রকৃত দীক্ষা ও গুরুকৃপার রহস্য। ইহার পর পুরুষকারের স্থান। এইজন্য সাধারণতঃ সদ্‌গুরুর নিকট হইতে দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হয়। কিন্তু এমনও হয় যে সদ্‌গুরু লাভ ও তাঁহার কৃপায় মূল বন্ধন কাটিয়া ফেলা— ইহার কোনও প্রমাণ নাই। অথচ ব্যক্তিগত সাধনা অক্লান্তভাবে চলিয়াছে। এই স্থলে ঐ সাধনা ব্যর্থ হইয়া যায়, ইহাই সাধারণ বিশ্বাস। কারণ খুঁটি হইতে মূল বন্ধন যদি কাটিয়া না যায় তবে লাফালাফি করিয়া অগ্রসর হওয়া যায় না এ কথাটি খুবই সত্য—কিন্তু একটি বিশেষ বক্তব্য আছে। তত্ত্ব হিসাবে এই সম্বন্ধে কিছুই বক্তব্য নাই। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে মূল বন্ধন কাটা হইল কিনা তাহার সাক্ষাৎ প্রমাণ কোন সাধক বলিতে পারে না। যদি মানিয়া লওয়া যায় যে সদগুরুর কৃপায় বন্ধন কাটিয়া যায় কিন্তু কর্ম বাকী, তাহা হইলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে সাধনায় অগ্রসর হইলে ক্রমশঃ মুক্তি নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়া অবশ্যম্ভাবী। কারণ বন্ধন কাটিয়া দেওয়া গুরুর কার্য। যদি সত্য-সত্য তাহা কাটিয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে শিষ্য বা সাধক তাহা বুঝিতে না পারিলেও সাধনায় অগ্রসর হইলে ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে অজ্ঞান (শাস্ত্র অনুসারে) দুই প্রকার। উভয় প্রকার অজ্ঞানই নাশ করা আবশ্যক। একটি অজ্ঞান পৌরুষেয় অর্থাৎ আত্মার স্বরূপগত। আর একটি অজ্ঞান বৌদ্ধ অর্থাৎ দেহাত্মবোধের উপর তাহা নির্ভরশীল। পৌরুষ অজ্ঞান কোন মনুষ্য ব্যক্তিগতভাবে নিজে দূর করিতে পারে না। কারণ উহা আত্মার স্বরূপগত। উহা দূর করিতে পারেন একমাত্র গুরু, যিনি নিজের কৃপারূপ চিৎশক্তির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভাবে আত্মার স্বরূপ হইতে অজ্ঞান দূর করিয়া দেন। এই পৌরুষ অজ্ঞানকে দূর করা ইহাই ভগবৎকৃপার ফল। কিন্তু ইহা দূর করিলেও সাধক তাহা অনুভব করিতে পারে না। উহা অনুভব হয় চরম অবস্থায়। ইহা (পৌরুষ অজ্ঞান) দূর হইলে বৌদ্ধ অজ্ঞান দূর করিতে হয়। বৌদ্ধ অজ্ঞান বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া থাকে।

সাধক যে সময় দেহাত্মবোধের অবস্থায় বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান থাকে সেই সময় তাহার দেহাত্মবোধও থাকে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে যে গুরুর কৃপায় পৌরুষ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার অনুভব থাকে। এই অবস্থায় পৌরুষ অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলেও বৌদ্ধ অজ্ঞান নিবৃত্ত না হওয়ার দরুণ সেই জ্ঞান আত্মপ্রকাশ করে না। সাধনার এবং যোগ ও উপাসনার প্রভাবে বৌদ্ধজ্ঞানের উদয় হয়। তাহার পর পৌরুষ অজ্ঞানের নিবৃত্তিরূপ পৌরুষজ্ঞানের উদয় প্রকট হইয়া থাকে। এইটি জীবন্মুক্তির রহস্য। আত্মা বা ঈশ্বরের অপরোক্ষ জ্ঞানলাভ করিলেও জীবন্মুক্তি হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত দেহাশ্রিত আত্মার বুদ্ধিতে সেই জ্ঞানের প্রকাশ না হয়। সেই জ্ঞানের প্রকাশের তারতম্য নিবন্ধন ব্রহ্মবিৎ, ব্রহ্মবিৎ বরীয়ান, ও ব্রহ্মবিৎ বরিষ্ঠ এইপ্রকার জীবন্মুক্তির তারতম্য ঘটিয়া থাকে।

এখন কথা এই, সরল ও তদ্‌গত-প্রাণ ভক্তির প্রভাবে পৌরুষ অজ্ঞান নিবৃত্তি না হইতে পারে এমন নহে। সুতরাং সরল প্রাণে ভগবানকে ডাকাও ব্যর্থ যায় না। এইপ্রকার কাতর প্রাণে ডাকিতে ডাকিতে কোন সময় সাধকের অজ্ঞাতসারে তাঁহার কৃপা-দৃষ্টি পতিত হয় এবং সাধকের অনাদিবন্ধন কাটিয়া যায়। সাধক তাহা তখন বুঝিতে পারে না। পরে যখন বুদ্ধিক্ষেত্রে সেই জ্ঞানের সঞ্চার হয় তখন সে অনুভব করিতে পারে এবং নিজেই আশ্চর্য্য হয়। মনে হয় কে যেন কোথা হইতে মূলবন্ধন ছেদন করিয়া দিয়াছে। ভগবৎ কৃপার কোন সীমা নাই। বাহ্যদৃষ্টিতে সদ্‌গুরু না পাইলেও অন্তর্দৃষ্টিতে ভগবৎকৃপার আবির্ভাব এবং অনাদিবন্ধন ছেদন সম্ভব নহে। সুতরাং বিশ্বাস হারাইতে নাই। সরলভাবে তাঁহাকে ডাকিয়া যাওয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকলের পক্ষেই একান্ত আবশ্যক। কোন অজ্ঞাত পথ দিয়া যে ভগবৎকৃপা সঞ্চারিত হইয়া মূল বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিবে তাহা কে বলিতে পারে? যে সদ্‌গুরু কৃপা পাইয়াছে তাহার তো কথাই নাই। অন্যেরও সরল চিত্তে ভগবানকে ডাকা ও আরাধনা করা আবশ্যক। কোন্‌ অজ্ঞাত-সূত্রে যে তাঁহার কৃপাদৃষ্টি কোন্‌ মহাক্ষণে পতিত হয় তাহা কে বলিতে পারে?

॥ ২৪ ॥

ভক্তি হইতে মোক্ষ এবং লীলার ক্রম বুঝাইয়া দিন।

প্রাচীনকাল হইতে প্রসিদ্ধি আছে 'ভক্তি জ্ঞানায় কল্পতে'। ভগবান শঙ্করাচার্য্যও বিবেকচূড়ামণি গ্রন্থে বলিয়াছেন—"মোক্ষসাধন-সামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী"। ইহা হইতে বুঝা যায় যে ভক্তি হইতে জ্ঞানের উদয় হয় এবং জ্ঞান হইতে মোক্ষ হয়। আবার পক্ষান্তরে ইহাও জানা যায় যে ভক্তি হইতে প্রেমের উদয় হইয়া শ্রীভগবানের নিত্যলীলায় প্রবেশ হয়। এই সম্বন্ধে স্বভাবতঃই ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে সূক্ষ্ম রহস্য জানিবার জন্য কৌতূহল হয়। ভক্তি হইতে জ্ঞান হইয়া যেমন মোক্ষ-লাভ হয় ইহাও যেমন সত্য, ভক্তি হইতে প্রেমের উদয় হইয়া নিত্য-লীলায় প্রবেশ হয় ইহাও তেমনি সত্য। ইহার রহস্য সন্ধান করিতে হইলে মানবের চিত্তের সংস্থান জানা আবশ্যক। প্রত্যেকটি মনুষ্য স্বীয় প্রকৃতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া জগতে বিচরণ করিতেছে। এই প্রকৃতি বিভিন্ন বলিয়া মনুষ্যের চরম পরিণতিতে পার্থক্য উৎপন্ন হয়। জাগতিক ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে পারা যায় যে, মানুষের চিত্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর্দ্র এবং শুষ্ক ভেদে মূলতঃ দুই প্রকার—শুষ্ক চিত্ত জ্ঞানের পথে পরিচালিত হয় এবং আর্দ্রচিত্ত জ্ঞানের পথ পরিহার করিয়া ভাবের পথে অগ্রসর হয়। শুষ্ক চিত্তে ভক্তি সাধনভক্তি অথবা ক্রিয়াভক্তি নামে আত্মপ্রকাশ করে। এইপ্রকার চিত্তে ভাবের প্রাধান্য নাই। জাগতিক দৃষ্টিতে যৎকিঞ্চিৎ ভাব আছে, তাহা সাধনবলে শুষ্ক হইয়া যায়। এই অবস্থায় ভক্তি সর্ব্বাঙ্গসম্পন্নরূপে অনুষ্ঠিত হইলে উহা হইতে জ্ঞানের আবির্ভাব হয়। এই জাতীয় জীব মুমুক্ষু পদবাচ্য। শ্রীভগবান ভক্তের ভক্তিসাধনায় প্রসন্ন হইয়া তাহাকে আত্মস্বরূপের জ্ঞান দান করেন। জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া জীব মুক্তিলাভ করে এবং ব্রহ্মাবস্থায় স্থিতিলাভ করে। এইজন্য ভক্তিকে জ্ঞানের হেতু বলা হয় এবং চরমস্থিতিতে মুক্তির কারণও বলা হইয়া থাকে। এই জাতীয় ভক্ত সাধনার পূর্ণ পরিণতিতে নির্বিশেষ অদ্বৈত স্থিতিতে অধিষ্ঠান করে। ইহা হইল শুষ্ক-ভক্তির কথা, কিন্তু যে ভক্তের হৃদয়ে আর্দ্রভক্তি থাকে সে কখনই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করে না এবং ভগবানের সহিত অদ্বৈত স্থিতিলাভ করিয়া সমুদ্রে জলবিন্দুর ন্যায় মিলিয়া যাইতে ইচ্ছা করে না। এই জাতীয় ভক্ত ভাবপথের পথিক হইয়া ভাবুক পদবাচ্য হয়। তাহারা মোক্ষলাভ করিতে ইচ্ছা করে না। তাহারা প্রকৃতি ও মায়ার আবরণ হইতে মুক্ত হইয়া অনন্তকাল ভগবানের সান্নিধ্য নিজ নিজ ভাব অনুসারে নিত্য অনুভব করিতে ইচ্ছা করেন। এই অনুভব আস্বাদনের স্বরূপ। এই আস্বাদনই রসের আস্বাদন। এই জাতীয় ভক্ত রসিকপদে উন্নীত হন। মোক্ষ যেমন নিত্য এবং কালের অতীত, ঠিক সেইপ্রকার ভগবৎ-লীলায় রসানুভূতিও নিত্য এবং কালের অতীত। রুচিভেদ অনুসারে প্রাপ্তির ভেদ হইয়া থাকে।

যাঁহারা সাধন-ভক্তির পরে জ্ঞানের পথে অগ্রসর হন তাঁহারা জীবন্মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে অবস্থান করেন এবং যথাসময়ে নির্গুণ এবং নিরাকার ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হন। এই সকল সাধকের চিত্ত শুষ্ক বলিয়া ইহাতে ভগবানের নিত্য প্রেমময় নিত্যলীলাতে প্রবেশলাভ ঘটে না।

এখন প্রশ্ন এইঃ শুষ্ক চিত্ত আর্দ্র হইতে পারে কি এবং কি প্রকারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা সম্ভব? আর্দ্র হইতে হইলে ভাবের উদয় হওয়া আবশ্যক এবং এই ভাব যাহার স্বভাবসিদ্ধরূপে না থাকে তাহার পক্ষে উহা বাহির হইতে লাভ করিতে হয়। ভাবসিদ্ধ ভক্ত এবং হ্লাদিনীরূপা মহাশক্তির কৃপা উভয় উপায়েই ভাবের সঞ্চার হওয়া সম্ভবপর। সঞ্চারের পরে বিকাশ স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটিয়া থাকে। এই ভাব স্থায়ী এবং অস্থায়ী ব্যাভিচারী ভেদে বিভিন্ন। সহজসিদ্ধ স্থায়ীভাব না থাকিলে আগন্তুক ভাবকেও অভ্যাসের দ্বারা স্থায়ী করা যায়, অবশ্য ইহা গৌণমোক্ষ। সাধনভক্তি মায়িক দেহকে আশ্রয় করিয়া কার্য করিয়া থাকে এবং গুরু ও শাস্ত্রের বিধান অনুসারে তাহার অনুষ্ঠান হয়। ভাবভক্তি মায়িক অথবা প্রাকৃতিক শরীরে কার্য করে না। উহা অপ্রাকৃত ভাবময় শরীরে কার্য করিয়া থাকে। সাধনভক্তির পরিণতি জ্ঞানে। তখন ভক্তির অবস্থা অবলম্বন এবং বিষয় আলম্বন, মায়া নিবৃত্তির সঙ্গে এক সঙ্গেই হইয়া যায়। ইহার পরে ভক্তি জ্ঞানরূপে পরিণতি লাভ করে।

কিন্তু ভাবরূপী ভক্তির গতি বিভিন্ন প্রকার। এই স্থলে প্রাকৃতিক দেহের কোন সম্বন্ধ নাই। অপ্রাকৃত দেহের সম্বন্ধ। এই অপ্রাকৃত স্বরূপ ভাবের আশ্রয়ের পক্ষে এবং বিষয়ের পক্ষে উভয়ত্রই সমান। এই স্থলে আরও একটি বৈশিষ্ট্য আছে। অপ্রাকৃত দেহ কালের অতীত তাই অপরিণামী কিন্তু প্রাকৃত দেহ কালের অন্তর্গত তাই পরিণামশীল। কিন্তু এইখানে একটি রহস্য আছে। প্রাকৃত দেহ নিবৃত্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের উদয় হইয়া ভগবানের সহিত তাদাত্ম্যলাভ হয়। কিন্তু অপ্রাকৃত দেহের গতি অন্য প্রকার। সাধনভক্তির পরিণতিতে জ্ঞানের উদয় হইলে অদ্বৈত অবস্থার আবির্ভাব হয় বলিয়া মায়া সংসৃষ্ট দুইটি আধারই বিলীন হইয়া যায়। ভক্তির এক আধার অর্থাৎ আশ্রয়রূপী আধার জীব, অন্য আধার অর্থাৎ বিষয়রূপী ঈশ্বর। উভয় আধারই মায়াকল্পিত। জ্ঞানের উদয়ে মায়া নিবৃত্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উভয় আধার অর্থাৎ আশ্রয় এবং বিষয় ভাঙ্গিয়া যায় এবং একমাত্র অদ্বৈত জ্ঞানই তখন বিরাজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে। কিন্তু ভাবভক্তির স্থলে আশ্রয় ও বিষয় উভয়ই অপ্রাকৃত, তাই মায়া নিবৃত্ত হইয়া গেলেও উভয়ই থাকে। ভাবসাধনার ক্রমিক উৎকর্ষ-বশতঃ এই আশ্রয় ও বিষয় ক্রমশঃ সন্নিহিত হয়। চরমাবস্থায় উভয়ে কোন প্রকার ব্যবধান থাকে না এবং উভয়ের যোগ হইয়া যায়। এইটি ভাব হইতে প্রেমের আবির্ভাবের অবস্থা জানিতে হইবে। এই অবস্থায় ভাব প্রেমরূপে আত্মপ্রকাশ করে বলিয়া আশ্রয় ও বিষয়ের মধ্যে কোন ব্যবধান থাকে না। ব্যবধান থাকে না বটে, কিন্তু আশ্রয়ও থাকে, বিষয়ও থাকে, কোনটির নাশ হয় না। প্রেমের উদয়কে প্রেমিক এবং প্রেমপাত্র নিত্যযুক্ত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। ইহাকে যোগ বলে। প্রেম হইতে এই যোগের উদ্ভব হয়। ইহা নিত্য যোগ। কিন্তু সাধনভক্তি হইতে এই যোগ হয় না। সেখানে দুইটি সত্তা তিরোহিত হইয়া যায় এবং একমাত্র ভগবৎপ্রকাশই বিদ্যমান থাকে। ঐ প্রকাশ জ্ঞানরূপে উদিত হয় যাহার অব্যবহিত ফল মোক্ষের উদয় কিন্তু ভাবভক্তির ক্ষেত্রে প্রেম অবস্থাতে নিত্যযোগের আবির্ভাব হয়। পরে বিষয় ও আশ্রয় উভয়ত্র দ্রুতির আবির্ভাব হয়। দ্রুতির ফলে আশ্রয় গলিয়া যায় এবং বিষয়ও গলিয়া যায় এবং বিগলিতভাবে উভয়ে এক হইয়া যায়। ইহার নাম রস।

এইটি হইল রসাদ্বৈত, আর জ্ঞানের পথে যে অদ্বৈত পাওয়া গিয়াছিল তাহার নাম চিদদ্বৈত। রসাদ্বৈতের ধারাটি নিত্যলীলার সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে। রসাদ্বৈতে ভক্ত ও ভগবান—উভয়ের স্বরূপ অক্ষুণ্ণ থাকে। রসরূপে দুইটি এক হইয়া যায় ইহা সত্য কিন্তু ব্যক্তিগত সত্তা-লোপ হয় না। কিন্তু জ্ঞানের পূর্ণতায় চিদদ্বৈত যখন হয় তখন ভক্ত ও ভগবান কাহারও স্বরূপ থাকে না। থাকেন একমাত্র অদ্বৈত ব্রহ্ম। উভয়ের মধ্যে এই পার্থক্য রহিয়াছে।

নিত্যলীলা মায়ার অতীত। অবিদ্যার অতীত এবং কালেরও অতীত। তাহাতে রসরূপে অদ্বৈত সত্তা রহিয়াছে ইহা সত্য, কিন্তু স্বভাবের বিনাশ হয় না। এই নিত্যভাব অনুসারে স্বাতন্ত্র্য শক্তির উল্লাস-বশতঃ ভক্ত ও ভগবানে অনন্ত প্রকার ক্রিয়াত্মক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এক অখণ্ড রসের মধ্যেই এই বিরাট ব্যাপার সম্পাদিত হয়। তাই এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লীলাই প্রকৃত রাসলীলার স্বারস্বরূপ। এই লীলাতে জীবের জীবত্ব যেমন সরিয়া যায় ভগবানের ভগবত্তাও তেমনি দূর হইয়া যায়। এই লীলাতে পরিণামসাধক কালের খেলা নাই, কার্যকারণ ভাব নাই। স্বভাবের প্রতিবন্ধক কিছুই নাই। ইহা নিজের সঙ্গে নিজজনের খেলা। ভাব অনুসারে আস্বাদনের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। এই লীলার উল্লাস স্বাতন্ত্র্যমূলক, এখানে মায়ার খেলা নাই। মোক্ষেও মায়ার খেলা নাই তাহা সত্য কিন্তু এখানে যোগমায়ার খেলা আছে।

ভগবানের স্বাতন্ত্র্যশক্তি যোগমায়ারূপে আত্মপ্রকাশ করেন। এই যোগমায়া পূর্ণবস্তুকে আড়াল করিয়া রাখে। সকলের নিকট প্রকাশ হইতে দেয় না। জ্ঞানপথে মায়া কাটিয়া গেলে মহাপ্রকাশের আর কোন বাধক নাই। কিন্তু সেই মহাপ্রকাশে প্রেমের খেলা পাইতে হইলে মায়া আবশ্যক হয়। ইহা বিশিষ্ট মায়া—ইহারই নাম যোগমায়া। ইহা স্বভাবের খেলা। যোগমায়া ভিন্ন স্বভাবের আকুতি কেহ পূর্ণ করিতে পারে না। মোক্ষ কূটস্থ মহাপ্রকাশের ন্যায় স্থির বিরাজমান। কিন্তু ভগবৎলীলায় যোগমায়ার প্রভাবে এই মহাপ্রকাশের মধ্যেই অনন্ত তরঙ্গের আবির্ভাব হয়। যেখান হইতে লীলার আবির্ভাব হয় আবর্তনের পর সেখানে আসিয়াই লীলার পর্যবসান হয়। কিন্তু পর্যবসান হইলেও সেখানে লীলা শেষ হয় না—নিত্য নব নব রসের উদ্ভাবন হইয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥ ২৫ ॥

শিষ্যের প্রারব্ধের ভোগ কি শক্তিমান গুরু সম্পূর্ণ খণ্ডন করতে পারেন না? তা যদি না পারেন তবে গুরু সর্বশক্তিমান এই কথার অর্থ কি?

তুমি গুরু বলিতে কি বুঝ? ব্যবহারিক জগতে যে গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহাতে গুরুর চরম আদর্শ প্রকাশ পায় না। কারণ ব্যবহারিক গুরু নানাপ্রকার সংসারবিশিষ্ট। তিনি দেহাত্মবোধ সম্পন্ন। তাঁহার সর্বশক্তির প্রকাশ তখনই সম্ভব যখন শিষ্য পূর্ণরূপে শরণাগত। গুরুর সাক্ষাৎকারের পর শরণাগতির প্রশ্ন ওঠে। সর্ব-শক্তিসম্পন্ন একমাত্র পরমেশ্বরই হইতে পারেন। গুরু যদি ঈশ্বরত্বের অভিমান যুক্ত হন্‌ও তাহা হইলেও শিষ্যের শরণাগতির প্রশ্ন রহিয়াছে। যখন শিষ্য সম্পূর্ণরূপে নিজেকে সত্য সত্যই ভগবদ্‌ অনুগত অনুভব করে তখন তাঁহার কোন পৃথক ইচ্ছা থাকে না। গুরুতে পূর্ণ নির্ভর হইয়া গেলে পর এবং নিজের যোগক্ষেম বহনের সর্বক্ষমতা শ্রীভগবৎ স্বরূপে পূর্ণতয়া অর্পিত হওয়ার পর এই কঠিন প্রশ্নের মীমাংসা আপনা আপনি হইয়া যায়। ভক্তির পূর্ণ প্রকাশ এবং শরণাগতির পূর্ণ প্রাপ্তির পর একমাত্র ভগবদ্‌ ইচ্ছাই নিয়ামক থাকে। সুতরাং সে স্থলে অসম্ভব কিছুই থাকে না। কারণ ভগবদ্‌ ইচ্ছা স্বাতন্ত্র্য স্বরূপ। সেখানে তাঁহার বাধা কিছুই থাকে না। শরণাগতির মাত্রা পূর্ণ কিনা এবং ভগবৎ স্বরূপে নির্ভর পূর্ণ কিনা, ইহার বিচার মনুষ্যের করণীয় নহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥ ২৬ ॥

জীবন্মুক্তি কথার যথার্থ তাৎপর্য কি?

জীবন্মুক্তি ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার একটি মহান্ আদর্শ। ভারতীয় দার্শনিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অনাদি অজ্ঞান হইতেই কর্মকে আশ্রয় করিয়া মানব-দেহের উদ্ভব হয়। দেহ, ইহার আয়ু এবং ইহার সুখ-দুঃখ অনুভবরূপ ভোগ, প্রারব্ধ কর্ম হইতেই উৎপন্ন হয়। দেহ ভোগায়তন। সুখ-দুঃখ ভোগ বিদেহ অবস্থাতে হয় না। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে "অশরীরং বাব সন্তং প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশতঃ!"—সুখ-দুঃখ ভোগ কর্মজন্য এবং কর্ম অজ্ঞান-নিবন্ধন হইয়া থাকে। সুতরাং আত্মসাক্ষাৎকার না হওয়া পর্যন্ত কর্মবন্ধন কাটিতে পারে না। কর্ম নির্মূল ভাবে কাটিয়া গেলে দেহ উৎপন্ন হইতে পারে না। সুতরাং ভবিষ্যতে দেহ গ্রহণ সম্ভবপর হয় না। ইহারই নাম মুক্তি।

মুক্তি দুইপ্রকার। জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি। দেহসম্বন্ধ তিরোহিত হয় আত্মসাক্ষাৎকার হওয়ার পর। কিন্তু ইহা যে সাক্ষাৎকারের অব্যবহিত পরেই হইবে এমন কোন কথা নাই। আত্মসাক্ষাৎকার না হইলে মুক্তিলাভ হইতে পারে না। কিন্তু আত্মসাক্ষাৎকার হইলেও যতক্ষণ পর্যন্ত দেহ বর্তমান থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মুক্তির অনুভব হইতে পারে কিনা ইহাই মুখ্য প্রশ্ন। যে অবস্থায় দেহ থাকা সত্ত্বেও মুক্তির অনুভব বাধাপ্রাপ্ত হয় না, সেই অবস্থাই জীবন্মুক্তি। কিন্তু যদি কোনও স্থলে আত্মসাক্ষাৎকার হওয়ার পরেও মুক্তির অনুভব না হয়, সে স্থলে জীবন্মুক্তি সম্ভবপর হয় না। তবে দেহত্যাগের পর মুক্তি অবাধিত, ইহা পরামুক্তি। অতএব আত্মসাক্ষাৎকার হইলে পরামুক্তি সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকিতেই পারে না। কিন্তু যতদিন দেহ বর্তমান থাকে ততদিন পর্যন্ত আত্মা নিজেকে মুক্ত বলিয়া অনুভব করিতে পারিবেই, ইহার কোনও নিশ্চয়তা নাই। সূর্যের উদয় হইলেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে তাহার অনুভব হইবে ইহা যেমন বলা চলে না, কারণ ঘনঘোর কৃষ্ণমেঘের অন্তরাল যদি বর্তমান থাকে তবে সূর্যোদয়ের পরেও উহা লক্ষিত হয় না। আবরণ কাটিয়া গেলে উহার কোনও প্রতিবন্ধক থাকে না। দেহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আবরণ দুই প্রকার—ভৌতিক এবং চিত্ত-গত। পঞ্চভূত হইতে স্থূল শরীর আরব্ধ হয়। সুতরাং পঞ্চভূতের শুদ্ধি হইলেই ভৌতিক আবরণ নিবৃত্ত হয় বলা চলে। তদ্রূপ চিত্ত-শুদ্ধি হইলেই চিত্তের আবরণ নিবৃত্ত হয়—এই উভয়প্রকার আবরণ তপস্যা, সাধনা, যোগাভ্যাস প্রভৃতির প্রভাবে নষ্ট হইতে পারে। এরূপ স্থলে আত্মসাক্ষাৎকাররূপী জ্ঞান অচল অপরোক্ষরূপে অনুভূত হইয়া জীবন্মুক্তিরূপ আনন্দের অভিব্যঞ্জক হয়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে চিত্তগত ও ভূতগত আবরণ ততদিন পর্যন্ত কাজ করে যতদিন চিত্ত-শুদ্ধি অথবা ভূতশুদ্ধির দ্বারা আবরণের নিবৃত্তি না হয়। সুতরাং অপরোক্ষ জ্ঞানের উদয়ে উহার অনুভবের জন্য চিত্তশুদ্ধি ও ভূতশুদ্ধি আবশ্যক হয়। যদি চিত্তের অথবা ভৌতিক দেহের মলশুদ্ধি না হয় তাহা হইলে জীবৎকাল পর্যন্ত অপরোক্ষ জ্ঞান অপরোক্ষরূপে অনুভূত হয় না এবং সেইজন্য জীবন্মুক্তির উদয়ের সহায়ক হয় না। কিন্তু জীবন্মুক্তির উদয় না হইলেও প্রারব্ধ কর্মের অবসানে দেহ যখন অতীত হয় তখন কোন আবরণ না থাকার দরুণ অপরোক্ষ জ্ঞান অনুভবের গোচর হইয়া বিদেহমুক্তির উদয় সম্পাদন করে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারেঃ অপরোক্ষ জ্ঞান না হইলে জীবন্মুক্তি হয় না ইহা সত্য কিন্তু অপরোক্ষ জ্ঞান হইলেই যে জীবন্মুক্তি হইবেই তাহাও বলা যায় না। কারণ পূর্ববর্ণিত দেহগত ও চিত্তগত অশুদ্ধি জীবন্মুক্তির বাধক হইতে পারে। প্রাচীনকাল হইতেই প্রসিদ্ধি আছে যে অপরোক্ষ আত্মজ্ঞানের উদয় তত্ত্ববিচার হইতে হইতে পারে এবং উপাসনার ফলরূপেও জন্মিতে পারে। সকল মানুষেরই যে অপরোক্ষ জ্ঞান একই কারণ হইতে উৎপন্ন হইবে, এমন কোন কথা নাই। যাঁহার চিত্ত তত্ত্ববিচারে নিপুণ এবং বুদ্ধি স্বচ্ছ এবং প্রকট তাহার পক্ষে তত্ত্ব-বিচার হইতেই আত্মসাক্ষাৎকারের উদয় সম্ভবপর কারণ জ্ঞানের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবরণ নির্মুক্ত হইলে সাক্ষাৎকারে কোন বাধা থাকে না। কিন্তু আত্ম-সাক্ষাৎকার হইলেও এই স্থলে জীবন্মুক্তির উদয় হইতে পারে না। ইহার প্রধান কারণ এই যে তত্ত্ববিচারের দ্বারা সাক্ষাৎকার সম্ভবপর হইলেও সাক্ষাৎকারের অনুভব সম্ভবপর হয় না। অনুভবের আবির্ভাবের জন্য দেহশুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধি আবশ্যক হয়। কিন্তু যে স্থলে উপাসনার ফলে স্বাভাবিক ক্রমে চিত্ত ও দেহের শুদ্ধি সম্ভবপর হয় সে স্থলে আত্মসাক্ষাৎকারের পরেই জীবন্মুক্তির আবির্ভাব হইতে কোন বাধা থাকে না। জীবন্মুক্তি অবস্থাতে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার অথবা আত্ম-সাক্ষাৎকার তিন প্রকারে অনুভূত হয়। বেদান্তমতে আত্মা বা ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হইলেই জগতের মিথ্যাত্ব অনুভূত হয় এবং যদিও বাধিত অনুবৃত্তিরূপে জগতের ভাণ বিদ্যমান থাকে, তথাপি উহা জগতের সত্যতা ভাণ নহে বলিয়া জীবন্মুক্তির বাধাদান করিতে পারে না। সাধারণতঃ জীবন্মুক্তিতে তিনটি অবস্থা কল্পিত হইয়া থাকে। একটি ব্রহ্মবিদ্ অবস্থা, ব্রহ্মবিদ্‌বরীয়ান্ ও ব্রহ্মবিদ্‌বরিষ্ঠ অবস্থা। জ্ঞানের সপ্তভূমি অনুসারে যদি চতুর্থভূমি ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের ভূমি মানা হয় তাহা হইলে পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তমভূমি জীবন্মুক্তির ভূমি মানিতে হইবে। তৃতীয় অবস্থায় তিনটি ক্রমিক অভিব্যক্তি। এই তিনটি ভূমির প্রথম ভূমিতে ব্রহ্মকে সত্যরূপে সাক্ষাৎকার হয় বটে কিন্তু জগৎকেও সত্যরূপে প্রতীত হয়। কিন্তু সত্যরূপে প্রতীত হইলেও ইহা বাধিত অনুবৃত্তিরই অবস্থা। পঞ্চমভূমিতে জগতের মিথ্যারূপ জানা সত্ত্বেও উহা জাগ্রৎ অবস্থার ন্যায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ষষ্ঠ-ভূমিতে উহা স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হয় এবং সপ্তমভূমিতে তাহা তুরীয়াতীত স্থিতিতে পর্যবসিত হয়। উহা সুষুপ্তবৎ গৃহীত হইয়া থাকে। দেহ-পাত হইয়া গেলে জীবাত্মা ব্রহ্মরূপেই আত্মপ্রকাশ করে, যাহার নাম পরামুক্তি অবস্থা।

জীবন্মুক্ত অবস্থায় সঞ্চিত কর্ম থাকে না। উহা জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ হয়, তবে সঞ্চিত কর্মের যে অংশ ক্রিয়মান কর্মের প্রভাবে প্রারব্ধরূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিণত হয় উহা বর্তমান থাকে। প্রারব্ধের অবসান হইলে কোন কর্মই থাকে না।

যাহা হউক—জীবন্মুক্তি ও পরামুক্তি দুইই আছে। অবশ্য এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। ব্রহ্মদর্শনের পর যতদিন দেহ থাকে তাহাকে জীবন্মুক্তি বলে। সেই দেহের অন্তে পরামুক্তি লাভ হয়। ইহাই শাস্ত্র মত।

বন্ধাবস্থায় জীব শক্তির অধীন। মুক্তাবস্থায় শক্তি জীবের অধীন। মন, বুদ্ধি, দেহ, অণু, পরমাণু সকলই শক্তির অন্তর্গত। এই শক্তি ও পরাশক্তি একই। সেই একই শক্তি বন্ধাবস্থায় জীবকে সমস্ত চক্র দিয়া ঘোরায়—আবার যখন জীব শিবত্ব লাভ করে তখন শক্তিই তাহার অধীন হয়। এই শক্তিকেই জগদম্বা ইত্যাদি বলা হইয়াছে। জীবের ভিতর শক্তি কাজ করে চারটি দিক হইতে চক্রের সাহায্যেঃ ১। খেচরী চক্র, ২। দিক্‌চরী চক্র, ৩। গোচরী চক্র, ৪। ভূচরী চক্র।

শিবত্বকালে এই চারটি বন্ধন অন্যরূপে ক্রিয়া করে। খেচরী চক্র রূপান্তরিত হয় খেচরী শক্তিতে, তেমনি দিক্‌চরী চক্র দিক্‌চরী শক্তিতে, ভূচরী চক্র ভূচরী শক্তিতে, গোচরী চক্র গোচরী শক্তিতে পরিণত হয়।

খেচরী শক্তিতে সে দেহাতীত অহংকে প্রাপ্ত হয়। অথচ আমি-বোধও রহিয়া যায়। এই অবস্থায় সর্বত্র আমিময় হইয়া যায়। 'সবার আমি' আমিই, আবার 'আমার আমি'ও আমি। জীবের মাঝে অনন্ত অহং ফুটিয়া উঠে। এই কথা পরমাত্মার দিক্ হইতে। একই মন আবার অনন্ত মন। আমারই মন, আবার সর্বজীবের মনও আমার মন। সর্বজীব, ঋষি, মুনিদিগের মনও আমার মন। ইহা নিরোধ নহে ; সম্পূর্ণ জাগ্রত মন। এই অবস্থায় গোচরী শক্তি প্রভাবে অপরের ব্যক্তিগত যাবতীয় ঘটনাও নিজের জীবনের ঘটনার ন্যায় প্রকাশমান হয়।

তাই জীবন্মুক্ত অবস্থা শিবভাবে পরিণত হয়। এই ক্ষেত্রে শিবও আমি অথচ জীবও আমি, আমি জীবও আবার শিবও এই ভাবে প্রতীয়-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মান হয়। ইহার অতীত হইল সর্বাতীত অবস্থা, তাহার সম্পর্কে কিছু বলা চলে না—তাহাই পরামুক্তির অবস্থা।

॥ ২৭ ॥

পাতঞ্জল বা সেশ্বর সাংখ্যমতের ধারা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিন।

সকলেই জানে যে নিরীশ্বর ও সেশ্বর দুই প্রকার সাংখ্য। নিরীশ্বর সাংখ্যে ঈশ্বর নাই। সৃষ্টির কার্য প্রকৃতি হইতেই হয় এবং জীব-উদ্ধারের কার্য জীবন্মুক্ত পুরুষের দ্বারা হয়। জীবন্মুক্ত পুরুষ গুরুপদবাচ্য। কিন্তু পাতঞ্জল সাংখ্য অন্য প্রকার। তাহাতে নিত্য-সিদ্ধ ঈশ্বর নামে একটি তত্ত্ব আছে। ইহা সাংখ্যের মুক্ত পুরুষের ঊর্ধ্বে। এই ঈশ্বর জীবন্মুক্ত দেহ ও গুরু। তাই তিনি বিশ্বগুরু। সেশ্বর সাংখ্যে প্রকৃতি রাজ্যে ত্রিগুণ স্বীকার করা হয়। কিন্তু প্রকৃতির বাহিরে নিত্য ঈশ্বরের উপাধিস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্ব স্বীকার করা হয়। এই মার্গে একটি সাংখ্য-অনুগত পথ আছে। আর একটি গুপ্ত যোগ-পথও আছে। প্রসিদ্ধ পথটি বিবেকের পথ। অস্মিতা সমাধিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সাধক বিবেকখ্যাতির দিকে অগ্রসর হয়। বিবেক-খ্যাতির চরম উদ্দেশ্য প্রকৃতি হইতে পুরুষকে পৃথক করিয়া কৈবল্যে স্থিত করা। কিন্তু ইহা প্রথমে খুবই কঠিন। কারণ, সাধক প্রকৃতি হইতে পুরুষকে পৃথক করিতে চেষ্টা করিবে কি উপাদান লইয়া?—কারণ, সাধক সৃষ্টির অন্তর্গত বলিয়া তাহার উপাধি পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ের দ্বারা মিশ্র। সাধক বলিতে এমন একটি জিনিস বুঝায় যাহার মধ্যে প্রকৃতি আছে এবং পুরুষও আছে। ইহাই বুদ্ধিতত্ত্ব—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহা প্রকৃতি নহে, শুদ্ধ পুরুষও নহে। সাধন করিতে করিতে হঠাৎ পুরুষের অর্থাৎ সাধকের একটি flash-এর উদয় হয় বিদ্যুৎ চমকের মত। এই যে প্রকাশ ইহা পুরুষের স্বরূপ-জ্যোতি এবং ইহাতে যাহা প্রকাশমান হয় তাহা প্রকৃতির তিনটি গুণ। এই তিনটি গুণ জড়। বুদ্ধির এমন কোন ক্ষমতা নাই বুদ্ধি যাহার দ্বারা প্রকৃতিকে দর্শন করে। পুরুষ স্বয়ংপ্রকাশ। বুদ্ধির এমন ক্ষমতা নাই যাহা দ্বারা শুদ্ধ পুরুষকে দর্শন করে। দীর্ঘ সাধনার পর হঠাৎ একটি বিদ্যুৎ চমকের মতন জ্যোতির প্রকাশ হয়। ইহা পুরুষের স্বরূপ-জ্যোতি। এই জ্যোতিতে পুরুষের স্বরূপটি চেনা যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ তিনটি গুণের স্বরূপও দেখিতে পাওয়া যায়। এইপ্রকারে পুরুষ ও প্রকৃতির দর্শন ঘটিয়া যায়। তাহরে পর 'ধর্মমেঘ' সমাধি হয় এবং পুরুষ ক্রমশঃ প্রকৃতি হইতে পৃথক হইয়া পড়ে এবং তখনই বিবেকখ্যাতির উদয় হয় এবং তাহাও পরে নিরুদ্ধ হইয়া যায়। এই-ভাবে পুরুষ প্রকৃতি হইতে পৃথক হইয়া কেবল ভাব অর্থাৎ কৈবল্য অর্থাৎ isolation লাভ করে বা purity লাভ করে। প্রকৃতিও ত্রিগুণরূপে অব্যক্ত হইয়া যায়। বুদ্ধির চির অবদমন হয়। এইটি হইল পুরুষের প্রকৃতি হইতে separation। প্রকৃতি পুরুষের নিজ শক্তি নহে। ইহাই হইল এক পথ। যাহারা অস্মিতা ভূমিতে পরিপক্কতা লাভ করে অথচ ভোগবাসনা মুক্ত থাকে তাহারা কোন না কোন একটি নবীন ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাতৃত্ব লাভ করে অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব পদপ্রাপ্তি হয়—যতদিন মহা-প্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস না হয় ততদিন ঐ পদে থাকে। তাহার পর পৃথক্ হইয়া যায়।

আর একটি অবস্থা আছে। উহাও অস্মিতা ভূমি হইতে লাভ করিতে হয়। এই ভূমিতে মধুমতী অবস্থার উদয় হয়। ইহা কতকটা পরীক্ষার ভূমি। অস্মিতার জ্যোতি শুদ্ধ হইলে উহার একটি অপূর্ব বিকাশ অবস্থা লাভ হয়, তখন অনেক সিদ্ধ ঋষি, যোগী, দেবতা সেই সাধকের নিকট উপস্থিত হয়। কেহ তাহাকে বিভিন্ন প্রকার শক্তি ও ঐশ্বর্যের দ্বারা প্রলুব্ধ করে। ইহা একটি বিঘ্নস্বরূপ। কারণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহাতে সাধকের অহংকার বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা, কেন না সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন প্রকার দেব-দেবী ও সিদ্ধগণ তাহার নিকট উপস্থিত এবং নিজ নিজ শক্তির প্রদর্শন করিবার প্রয়াস দেখায়। ইহা একটি আশংকার কথা। কারণ প্রলোভনে পতিত হওয়া অসম্ভব নহে। আর একটি আশংকা এই অবস্থায় দেখা দেয়—সেটি অহংকারের উদয় হওয়া। কাহারও কাহারও মনে হয় সে এত উচ্চ ভূমিতে উঠিয়াছে যে মহাপুরুষও তাহার নিকট আসে। যখন এই দুইটি আশংকার কারণ নিবৃত্ত হয় তখন ঐ অস্মিতার স্বরূপ-জ্যোতিটি নির্মল হয়। নির্মল হইলে তাহার সত্তা, দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি শুদ্ধ হয়। তখন তাহার ইচ্ছা কার্যে পরিণত হয়, সংযমের আবশ্যকতা হয় না এবং তাহার পর ধীরে ধীরে এক এক কলা করিয়া ঐ শক্তির বিকাশ হয়। এইভাবে যে পঞ্চদশ, ষোড়শ কলা পর্যন্ত বিকাশ হয়, এই শক্তি যোগীর সহিত অভিন্ন। এই ভাবেতে সমগ্র শক্তি তাহার সহিত অভিন্ন হয়। এই যোগী শিবত্ব অনুভব করে এবং লাভ করে। ইহাই যোগের পথ। পুরুষরূপী আত্মার শিবরূপে রূপান্তর ঘটে।

যেখানে ইন্দ্রিয় শোধন হয় না সেখানে ইচ্ছার সহিত ক্রিয়ার প্রয়োজন হয়—যেমন সংযম প্রভৃতি—ইহাকে বিভূতি বলে।

॥ ২৮ ॥

আবর্তগতি হইতে সরলগতিতে প্রবেশ কি করিয়া হইতে পারে এবং ইহার রহস্য কি?

তোমার এই প্রশ্নটির সমাধান করিতে হইলে ব্যাপক দৃষ্টি দ্বারা বিশ্ব রহস্য উদ্ঘাটন করিতে হইবে। এই প্রশ্নের নানাপ্রকারে সমাধান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে পারে কিন্তু সমাধানের প্রকার ভিন্ন হইলেও সমাধানের অন্ত-র্নিহিত তত্ত্ব একই। যতটা সম্ভব সহজ ভাষায় দুইটি প্রকারই তোমাকে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি।

প্রথম প্রকারঃ—তুমি জান আমাদের অর্থাৎ সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন কি ভাবে আবর্ত্তিত হইতেছে। আমরা জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির মধ্য দিয়া নিরন্তর সংসার-পথে অগ্রসর হইতেছি। জাগ্রৎ হইতে স্বপ্ন, স্বপ্ন হইতে সুষুপ্তি, সুষুপ্তি হইতে আবার জাগ্রৎ, আবার স্বপ্ন, আবার সুষুপ্তি—এই ক্রমধারায় আমাদের জীবনের ধারা বহিয়া চলিয়াছে। জাগ্রৎ অবস্থায় স্থূল জগতের বোধ জন্মে। স্বপ্ন অবস্থায় সূক্ষ্ম ও সংস্কার জগতের জ্ঞান হয়। সুষুপ্তিতে এই জাতীয় কোন জ্ঞান থাকে না, অজ্ঞান বিন্দুতে মন ডুবিয়া যায়। জীবনযোনি-প্রযত্ন দ্বারা সুষুপ্তি ভংগ হইলে পুনর্বার জাগ্রতাদি ক্রমে আবর্ত্ত চলিতে থাকে। সাধারণ মানুষ মাত্রেরই সংসারিক জীবন এই প্রকার। ইহাই আবর্ত্তগতি। পুনঃ পুনঃ ইহারই আবর্ত্তন হইতেছে। আবর্ত্ত গতি হইতে সরলগতিতে প্রবেশ করিতে না পারিলে মানবজীবনের সফলতা লাভ করা যায় না। এই আবর্ত্তগতি হইতে বাহির হওয়ার একমাত্র উপায় কালের মাত্রা যাহাতে ক্রমশঃ ক্ষীণ হয় তাহার উপায় অবলম্বন করা। সাধারণতঃ সাংসারিক জীবনে কালের নিম্নতম মাত্রা এক ধরিয়া নেওয়া হয়। এই এক মাত্রা কালেই মানুষের জ্ঞানের একাগ্রতা সিদ্ধি হয়। সাংসারিক জীবনে মনের অশোধিত অবস্থায় এক মাত্রাকে ভাঙ্গিয়া অর্ধমাত্রায় পরিণত করা সম্ভবপর নহে। মানুষ চিত্তবৃত্তিকে যতই একাগ্রভূমির দিকে সঞ্চা-লন করে ততই তাহার চিত্তের কালসম্বন্ধের মাত্রা ক্ষীণ হইতে থাকে। একাগ্রভূমি হইতে কালের যে মাত্রা লক্ষিত হয় তাহাই ব্যবহারিক দৃষ্টিতে কালের নিম্নতম মাত্রা। হ্রস্ব স্বরবর্ণের উচ্চারণ কাল তাহা একামাত্রা—দীর্ঘ ও প্লুতের কথা ছাড়িয়া দিলাম তাহাদের মাত্রা অধিক। কিন্তু ব্যঞ্জন বর্ণের মাত্রা অর্ধ। কিন্তু অর্ধমাত্রা স্বরের ব্যতিরেকে কার্যক্ষম হয় না। সুতরাং কার্যসাধন উপযোগী নিম্নতম মাত্রা এক, ইহাই সিদ্ধান্ত। এই এককে ভাঙ্গিয়া অর্ধমাত্রায় পরিণত করিতে না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারিলে কালের আবর্ত্তগতি ভেদ করিয়া সরলগতি লাভ করা সম্ভব নহে। সাংসারিক জীবনে ইহা সম্ভব নহে। কারণ, এখানে কালের আবর্ত্ত নিরন্তর ক্রিয়াশীল। এই আবর্ত্ত হইতে মনকে কোন শান্ত স্থানে উত্থাপিত করিয়া রক্ষা করিতে না পারিলে কালের আবর্ত্ত হইতে রক্ষা পাওয়ার উপায় নাই। সদগুরু শক্তিপাতের সাহায্যে শিষ্যকে কালের আবর্ত্ত হইতে উত্থাপিত করিয়া কালের মাত্রাকে অর্ধমাত্রাতে পরিণত করিয়া দেন। আমরা ওঁকারের অবয়বে মস্তকে যে অর্ধচন্দ্র দেখিতে পাই ঐ অর্ধচন্দ্রের শিরোদেশে যে বিন্দু আছে উহাই অর্ধমাত্রার প্রতীক। বিন্দু মহামায়ার নামান্তর। ইহাই সাধনক্ষেত্রে যোগমায়া নামে প্রকাশিত হয়। ইহাই মায়ার অতীত এবং তুরীয় ভূমির প্রান্তদেশ।

একমাত্রাকে অর্ধমাত্রায় পরিণত করাই সরল গতির প্রধান সোপান। বৈজ্ঞানিকগণ পরমাণুকে ভাঙ্গিয়া অর্থাৎ বিশ্লেষণ করিয়া যে শক্তিকণা লাভ করিয়া থাকেন—উপাসক যোগীও তদ্রূপ একমাত্রাকে ভাঙ্গিয়া অর্ধমাত্রাতে প্রবেশ করেন। পরমাণুকে ভাঙ্গিয়া শক্তিকণাতে পরিণত করা তীব্র বলপ্রয়োগের কার্য। ঠিক সেইপ্রকার সাংসারিক জীবনের চরম মাত্রা এক হইতে নিম্নে পতিত হয় না। কিন্তু গুরুদত্ত চিৎ-শক্তির প্রবল প্রভাবে এক মাত্রা ভাঙ্গিয়া যায়, তখন সর্বপ্রথমেই অর্ধ-মাত্রার উদয় হয় এবং ক্রমশঃ এই বিশ্লেষণ কার্য চলিতে থাকে। পাত-ঞ্জল যোগিসম্প্রদায়ে একাগ্রভূমি হইতে নিরোধ ভূমিতে যাওয়ার বিবরণ আছে। একাগ্র অবস্থা হইতে নিরোধ অবস্থায় যাওয়া বাস্তবিক পক্ষে আবর্ত্ত ত্যাগ করিয়া সরল পথে যাওয়ারই ইতিহাস। বাহ্য-বিজ্ঞানে যেমন matter energyতে রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, আন্তরবিজ্ঞানেও সেই-প্রকার আবর্ত্তগতি সরলগতিতে পরিণত হইবার রহস্য দেখিতে পাওয়া যায়। বিন্দু ঈশ্বরতত্ত্বের প্রতীক। বিন্দুর মাত্রা অর্ধমাত্রা। সদ্গুরু দীক্ষার দ্বারা শিষ্যের মধ্যে এই অর্ধমাত্রা প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেন। তাহার পর ক্রমশঃ এই অর্ধমাত্রার ক্রিয়া পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হইতে থাকে। বিন্দু হইতে ঊর্ধ্বগতি ক্রমশঃ সূক্ষ্ম পথ ধরিয়া চলিতে থাকে। এই ঊর্ধ্বগতির ক্রমিক সঞ্চার হওয়ার ফলে অর্ধমাত্রা ভাঙ্গিয়া পুনর্বার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে পারে কিন্তু সমাধানের প্রকার ভিন্ন হইলেও সমাধানের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব একই। যতটা সম্ভব সহজ ভাষায় দুইটি প্রকারই তোমাকে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি।

প্রথম প্রকারঃ—তুমি জান আমাদের অর্থাৎ সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন কি ভাবে আবর্ত্তিত হইতেছে। আমরা জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির মধ্য দিয়া নিরন্তর সংসার-পথে অগ্রসর হইতেছি। জাগ্রৎ হইতে স্বপ্ন, স্বপ্ন হইতে সুষুপ্তি, সুষুপ্তি হইতে আবার জাগ্রৎ, আবার স্বপ্ন, আবার সুষুপ্তি—এই ক্রমধারায় আমাদের জীবনের ধারা বহিয়া চলিয়াছে। জাগ্রৎ অবস্থায় স্থূল জগতের বোধ জন্মে। স্বপ্ন অবস্থায় সূক্ষ্ম ও সংস্কার জগতের জ্ঞান হয়। সুষুপ্তিতে এই জাতীয় কোন জ্ঞান থাকে না, অজ্ঞান বিন্দুতে মন ডুবিয়া যায়। জীবনযোনি-প্রযত্ন দ্বারা সুষুপ্তি ভঙ্গ হইলে পুনর্বার জাগ্রতাদি ক্রমে আবর্ত্ত চলিতে থাকে। সাধারণ মানুষ মাত্রেরই সংসারিক জীবন এই প্রকার। ইহাই আবর্ত্তগতি। পুনঃ পুনঃ ইহারই আবর্ত্তন হইতেছে। আবর্ত্ত গতি হইতে সরলগতিতে প্রবেশ করিতে না পারিলে মানবজীবনের সফলতা লাভ করা যায় না। এই আবর্ত্তগতি হইতে বাহির হওয়ার একমাত্র উপায় কালের মাত্রা যাহাতে ক্রমশঃ ক্ষীণ হয় তাহার উপায় অবলম্বন করা। সাধারণতঃ সাংসারিক জীবনে কালের নিম্নতম মাত্রা এক ধরিয়া নেওয়া হয়। এই এক মাত্রা কালেই মানুষের জ্ঞানের একাগ্রতা সিদ্ধি হয়। সাংসারিক জীবনে মনের অশোধিত অবস্থায় এক মাত্রাকে ভাঙ্গিয়া অর্ধমাত্রায় পরিণত করা সম্ভবপর নহে। মানুষ চিত্তবৃত্তিকে যতই একাগ্রভূমির দিকে সঞ্চালন করে ততই তাহার চিত্তের কালসম্বন্ধের মাত্রা ক্ষীণ হইতে থাকে। একাগ্রভূমি হইতে কালের যে মাত্রা লক্ষিত হয় তাহাই ব্যবহারিক দৃষ্টিতে কালের নিম্নতম মাত্রা। হ্রস্ব স্বরবর্ণের উচ্চারণ কাল তাহা একামাত্রা—দীর্ঘ ও প্লুতের কথা ছাড়িয়া দিলাম তাহাদের মাত্রা অধিক। কিন্তু ব্যঞ্জন বর্ণের মাত্রা অর্ধ। কিন্তু অর্ধমাত্রা স্বরের ব্যতিরেকে কার্যক্ষম হয় না। সুতরাং কার্যসাধন উপযোগী নিম্নতম মাত্রা এক, ইহাই সিদ্ধান্ত। এই এককে ভাঙ্গিয়া অর্ধমাত্রায় পরিণত করিতে না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারিলে কালের আবর্ত্তগতি ভেদ করিয়া সরলগতি লাভ করা সম্ভব নহে। সাংসারিক জীবনে ইহা সম্ভব নহে। কারণ, এখানে কালের আবর্ত্ত নিরন্তর ক্রিয়াশীল। এই আবর্ত্ত হইতে মনকে কোন শান্ত স্থানে উত্থাপিত করিয়া রক্ষা করিতে না পারিলে কালের আবর্ত্ত হইতে রক্ষা পাওয়ার উপায় নাই। সদগুরুর শক্তিপাতের সাহায্যে শিষ্যকে কালের আবর্ত্ত হইতে উত্থাপিত করিয়া কালের মাত্রাকে অর্ধমাত্রাতে পরিণত করিয়া দেন। আমরা ওঁকারের অবয়বে মস্তকে যে অর্ধচন্দ্র দেখিতে পাই ঐ অর্ধচন্দ্রের শিরোদেশে যে বিন্দু আছে উহাই অর্ধমাত্রার প্রতীক। বিন্দু মহামায়ার নামান্তর। ইহাই সাধনক্ষেত্রে যোগমায়া নামে প্রকাশিত হয়। ইহাই মায়ার অতীত এবং তুরীয় ভূমির প্রান্তদেশ।

একমাত্রাকে অর্ধমাত্রায় পরিণত করাই সরল গতির প্রধান সোপান। বৈজ্ঞানিকগণ পরমাণুকে ভাঙ্গিয়া অর্থাৎ বিশ্লেষণ করিয়া যে শক্তিকণা লাভ করিয়া থাকেন—উপাসক যোগীও তদ্রূপ একমাত্রাকে ভাঙ্গিয়া অর্ধমাত্রাতে প্রবেশ করেন। পরমাণুকে ভাঙ্গিয়া শক্তিকণাতে পরিণত করা তীব্র বলপ্রয়োগের কার্য। ঠিক সেইপ্রকার সাংসারিক জীবনের চরম মাত্রা এক হইতে নিম্নে পতিত হয় না। কিন্তু গুরুদত্ত চিৎ-শক্তির প্রবল প্রভাবে এক মাত্রা ভাঙ্গিয়া যায়, তখন সর্বপ্রথমেই অর্ধ-মাত্রার উদয় হয় এবং ক্রমশঃ এই বিশ্লেষণ কার্য চলিতে থাকে। পাত-ঞ্জল যোগিসম্প্রদায়ে একাগ্রভূমি হইতে নিরোধ ভূমিতে যাওয়ার বিবরণ আছে। একাগ্র অবস্থা হইতে নিরোধ অবস্থায় যাওয়া বাস্তবিক পক্ষে আবর্ত্ত ত্যাগ করিয়া সরল পথে যাওয়ারই ইতিহাস। বাহ্য-বিজ্ঞানে যেমন matter energyতে রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, আন্তরবিজ্ঞানেও সেই-প্রকার আবর্ত্তগতি সরলগতিতে পরিণত হইবার রহস্য দেখিতে পাওয়া যায়। বিন্দু ঈশ্বরতত্ত্বের প্রতীক। বিন্দুর মাত্রা অর্ধমাত্রা। সদ্গুরু দীক্ষার দ্বারা শিষ্যের মধ্যে এই অর্ধমাত্রা প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেন। তাহার পর ক্রমশঃ এই অর্ধমাত্রার ক্রিয়া পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হইতে থাকে। বিন্দু হইতে ঊর্ধ্বগতি ক্রমশঃ সূক্ষ্ম পথ ধরিয়া চলিতে থাকে। এই ঊর্ধ্বগতির ক্রমিক সঞ্চার হওয়ার ফলে অর্ধমাত্রা ভাঙ্গিয়া পুনর্বার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্ধমাত্রাতে এবং পর পর এই ক্রমে অগ্রসর হইতে থাকে। এইভাবে অর্ধমাত্রা হইতে ক্রমশঃ কালসম্বন্ধের মাত্রা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকে। এই স্থিতি যতদিন পর্যন্ত জাগরূক থাকে ততদিন পর্যন্ত যোগী তুরীয় অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।

এই যে মাত্রার কথা বলা হইল ইহা মনের সহিত কালের সম্বন্ধের পরিমাণ বুঝিতে হইবে। অর্ধমাত্রাতে মন চৈতন্যকে যতটা স্পর্শ করে —একচতুর্থাংশ মাত্রাতে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ স্পর্শ করে। মনঃপ্রতিবিম্বিত চৈতন্য হইতে বিশুদ্ধ চৈতন্যের দিকে চলিবার যে পথ তাহাই এই সরলমার্গ। এই মার্গে সঞ্চরণ করার সঙ্গে সঙ্গে মনের সম্বন্ধ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসে এবং চৈতন্যের সম্বন্ধ অধিকতর নিবিড় ও গাঢ় হইয়া থাকে। যে মাত্রাতে মন ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া যায় এবং চৈতন্যের পুষ্টিসাধন হয় ঠিক সেই মাত্রাতে সাধক কালরাজ্য হইতে উত্থিত হইতে থাকে। যখন মন ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া নিজের সামর্থ্য অনুসারে চরম ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয় তখন তাহার পক্ষে আর অগ্রগতি সম্ভব হয় না। তখন ঐ ক্ষীণতম মনের অংশকে অর্পণ করিতে হয়। এই অর্পণের সঙ্গে সঙ্গে তুরীয় অবস্থার অবসান হয়। এই গুরুদত্ত শক্তিলাভের পর সাধক মায়ারাজ্য ত্যাগ করিয়া যোগমায়া রাজ্যে প্রবেশ করে। সমস্ত তুরীয় ভূমিটি যোগীর নিকট যোগমায়ার রাজ্যরূপে প্রকাশিত হয়। এই যোগমায়ার রাজ্যে যে গতি অবলম্বন করিয়া যোগী উপাসক অগ্রসর হয় উহাই সরল গতি। এই গতিতে কালের ক্রিয়া নাই। বরং কালনাশের ক্রিয়া রহিয়াছে। কালস্পর্শ ক্রমশঃ অল্প হইতে হইতে সমর্পণের সঙ্গে একেবারে ত্যাগ হইয়া যায়। কালের যেটি অন্তিম পরমাণু তাহার নাম 'লব'। যোগী সকলেই অপরূপ শক্তিসম্পন্ন নহে। যোগমায়ার রাজ্যে যোগী সঞ্চরণ করিতে করিতে নিজের সামর্থ্য অনুসারে কালের খেলা পূর্ণ করেন। সকল যোগীর সামর্থ্য সমান নহে। তদনুসারে যাহার সামর্থ্য প্রথমে ক্ষীণ হইয়া যায় তাহার পক্ষে সেইখানেই অর্পণ ঘটে। সুতরাং বিশ্বরাজ্য অনন্ত হইলেও উপাসকের পক্ষে সীমাবিশিষ্ট। কারণ উপাসকের অনুভবশক্তি যতদিন পর্য্যন্ত ক্রিয়া-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শীল থাকে বিশ্বের ততটা অংশই তাহার নিকট প্রকাশিত হইয়া থাকে। তাহার পর বিশ্ব থাকিলেও যোগীর নিকট তাহার কোন অস্তিত্ব নাই। যোগী ঐ সমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের পটভূমিকা হইতে অবসর গ্রহণ করে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে তুরীয় ভূমির অবসান হয়। ইহার পর তুরীয়াতীত অবস্থার উদয় তখনই সম্ভব যখন উন্মনা শক্তির আকর্ষণে সাধক পরম শিবের বা আত্মস্বরূপের সহিত তাদাত্ম্য সম্বন্ধ লাভ করিতে পারে। এইটি তুরীয়াতীত অবস্থা। এই তুরীয়াতীত অবস্থাই যোগীর পক্ষে বিশ্বাতীত অবস্থা। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে বিশ্ব অতিক্রম করিয়া বিশ্বাতীতে প্রবেশ হয় না, কারণ বিশ্ব অনন্ত। আত্মার শক্তির যে ব্যাপক স্ফুরণ তাহাই বিশ্বরূপে পরিচিত। ইহা বাস্তবিক পক্ষে অনন্ত। সুতরাং কোনও যোগীরই এমন সামর্থ্য নাই যে ইহাকে অতিক্রম করে এবং বিশ্ব অতিক্রম করিতে না পারিলে বিশ্বাতীতে প্রবেশ কি প্রকারে হইবে? সুতরাং কার্য্যক্ষণে সাধকের আত্মবল যেখানে ক্ষীণ হইয়া যায় সেইখানেই তাহার বিশ্বসঞ্চার সমাপ্ত হয় এবং তাহার আত্মসমর্পণ সংঘটিত হয়।

পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে জানা যাইবে যে বিভিন্ন যোগী বিশ্বাতীত উন্মনাপদ লাভ করিলেও এবং অদ্বৈতস্বরূপে স্থিত হইলেও সকলের বিশ্বসঞ্চার এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে যোগশক্তির বিকাশ সমান নহে। পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে ইহাও বুঝিতে পারা যাইবে যে যদি কেহ বিন্দু অবস্থাতে অর্ধমাত্রা প্রাপ্ত হইয়া অর্পণ করিতে সমর্থ হয় তাহা হইলে তখনই তাহার পক্ষে উন্মনা বা পরম শিবভূমিতে প্রবেশের আর কোনও বাধা থাকে না। এইপ্রকার বিভিন্ন যোগীর একত্ব সত্ত্বেও কিন্তু শক্তির বিকাশের দিক দিয়া পার্থক্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এইজন্য প্রাচীন শাস্ত্রসমূহে দেখা যায় ঋষিদের মধ্যে কিংবা যোগীদের মধ্যে সকলে ব্রহ্মবিদ্ হইলেও শক্তির বিকাশের দিক দিয়া সকলের এক ভূমি নহে। তবে ইহা সত্য, শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন বলিয়া প্রকারান্তরে সকলেরই অদ্বৈতস্থিতি স্বীকার করিতেই হয়। বিন্দু হইতে যে সকল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূমি পর পর অতিক্রম করিয়া সাধককে উঠিতে হয় সেইগুলির নাম শাস্ত্র অনুসারে এইপ্রকার—

বিন্দু, অর্ধচন্দ্র, নিরোধিকা, নাদ, নাদান্ত, শক্তি, ব্যাপিনী, উন্মনা। এই পর্যন্তই তুরীয় অবস্থার সীমা। ইহার মধ্যে বিন্দুতে সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বশক্তিমত্তার প্রকাশ হয়—ইহা সিদ্ধ অবস্থার প্রতীক। কিন্তু নিরোধিকা ভেদ করিতে না পারিলে নাদে প্রবেশ করা যায় না। নিরোধিকা আছে বলিয়া বিন্দু হইতে নাদে বা নাদ হইতে বিন্দুতে সঞ্চার জগদম্বা মহামায়ার অনুমতি ব্যতীত সম্ভবপর নহে। বিন্দুতে সর্বজ্ঞাতৃত্ব সিদ্ধ হয়। কিন্তু সর্বত্র ইদংভাব থাকিয়া যায়। নাদে প্রবিষ্ট না হইলে ঐ ইদংভাব অহংভাবে পরিণত হয় না। ইহারই ক্রমিক পুষ্টি পর পর অবস্থাতে হইয়া থাকে। নাদান্ত অবস্থার বিকাশ ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে হইতে পারে। তাহার পরই মহাশূন্যে প্রবেশ করিতে হয়। ইহার অনেক রহস্য আছে, এখানে তাহার বিবরণ দেওয়া অনাবশ্যক। এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, এই সকল পথের অবসান হয় অর্পণের সঙ্গে সঙ্গে—তাহার পর আর সরল পথও থাকে না। সরল পথটি তুরীয় অবস্থানের বাচক। তাহার পর অন্তঃপ্রবেশ উন্মনা শক্তির প্রভাবে ঘটিয়া থাকে। ইহা তুরীয়াতীত অবস্থার সূচনা। আপাততঃ প্রথম প্রকারের সূচনা এখানেই সমাপ্ত করিলাম। ইহার পর বারান্তরে দ্বিতীয় প্রকার আলোচনা করিব।

॥ ২৯ ॥

অজ্ঞানের অন্ধকার হইতে আলোকে যাওয়ার পন্থা কি?

তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে একটু তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিতে হইবে মনে হইতেছে। সকলেই শাস্ত্রমুখে শুনিয়াছে এবং কেহ কেহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সৌভাগ্যবশতঃ অনুভবও করিতে পারিয়াছে যে মনুষ্যমাত্রেই অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন। এই অজ্ঞানের আবরণ তাহার স্বরূপের আচ্ছাদনরূপে সব সময় তাহাতে বিদ্যমান রহিয়াছে। এ কথাটি খুবই সত্য। মানুষ অজ্ঞানের মধ্যে ডুবিয়া রহিয়াছে এবং যথাকথঞ্চিৎ যে আলোর পরিচয় পাইয়া থাকে তাহা বাহ্য আলো, স্বরূপের আলো নহে। চন্দ্র, সূর্য, অগ্নি, বিদ্যুৎ, নক্ষত্রাবলী—এই সব জ্যোতির্ময় এ কথা সত্য, কিন্তু ইহা বাহ্য আলোক। মানুষের অন্তরালোক নহে। সেইজন্য মানুষের ভিতরের অন্ধকার এই সব আলোকের দ্বারা তিরোহিত হয় না। তুমি প্রশ্ন করিতে পার, এই যে অন্ধকার ও আলোকের কথা বলা হইতেছে ইহা কি রূপকের ভাষা? ইহার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে ইহা রূপকের ভাষা নহে। ইহা বাস্তবিক স্থিতির লৌকিক-ভাবে প্রকাশ মাত্র। প্রত্যেক মানুষই চক্ষু নিরোধ করিলে সে ভিতরে একটা বিরাট অন্ধকার দেখিতে পায়—বাহিরের কোন আলোক সে অন্ধকার ভেদ করিয়া প্রবেশ করিতে পারে না এবং ঐ অন্ধকারকে আলোকে পরিণত করিতে পারে না। বাহিরের আলোক যতই উজ্জ্বল হোক না কেন উহার প্রভাবে ভিতরের অন্ধকার দূর করা যায় না। সাধারণ মনুষ্যও ইহা বুঝিতে পারে যে, বাহিরের আলো বাহিরের বস্তু, তাহার দ্বারা বাহ্য পদার্থ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। বাহ্য আলো আভ্যন্তরীণ প্রকাশের স্থান গ্রহণ করিতে পারে না। এই যে আভ্যন্তরীণ প্রকাশ, ইহাই আত্মার প্রকাশ। এই প্রকাশ বাহ্য প্রকাশ হইতে স্বতন্ত্র এবং ইহা প্রত্যেকে নিজে অনুভব করিতে সমর্থ। চক্ষু নিরোধ করিলে যে অন্ধকার দৃষ্টিগোচর হয় তাহার রহস্য অতি বিচিত্র। বাহিরের কোনও প্রকাশের দ্বারা ঐ ভিতরের অন্ধকার অপ-সারিত হয় না এবং হইতেও পারে না। মনে রাখিও ঐ ভিতরের অন্ধকার দূরীভূত না হইলে প্রত্যেক মানুষ একটি ব্যাপক অন্ধকারের মধ্যে মগ্ন রহিয়াছে ইহা বলিতেই হইবে। বাহ্য উপায় না থাকিলেও আভ্যন্তরীণ উপায়-বিশেষের দ্বারা ঐ অন্ধকার দূরীভূত হইতে পারে। ঐ যে ভিতরের অন্ধকার—উহাই অজ্ঞানের অন্ধকার—উহা কোটি কোটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্মের সঞ্চিত সংস্কারের পুঞ্জীভূত তমঃ—যাহাকে বর্তমান বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে sub-conscious ও unconscious বলিয়া বর্ণনা করা হয়। উহা ঐ আভ্যন্তরীণ অন্ধকারেরই অন্তর্ভূক্ত। একমাত্র জ্ঞানের আলোকে ঐ অন্ধকার শিথিল হইতে পারে এবং অপসারিতও হইতে পারে। ঐ অন্ধকার নিজের সত্তাকে গ্রাস করিয়া রহিয়াছে। শুধু তাহাই নহে—নিজ সত্তা ঐ বিরাট অন্ধকারে মগ্ন হইয়া রহিয়াছে। ঐ অন্ধকার না কাটিলে দেহাত্মবোধ কাটিতে পারে না। বিচারশক্তির দ্বারা দেহাত্মবোধ, প্রকৃত মোহ অপসারিত হইতে পারে না। তীব্র বিচারশক্তির নিকট দেহকে আত্মা বলিয়া মনে না হইতে পারে কিন্তু উহাতে দেহাত্মবোধের নিবৃত্তি হয় না। সদ্‌বিচারের প্রভাবে দেহাত্মবোধ স্তম্ভিত হইতে পারে কিন্তু জ্ঞানের সম্যক উদয় না হওয়া পর্যন্ত উহা অপসারিত হইতে পারে না।

চক্ষু বুজিলে যে অন্ধকার দেখা যায় ঐ অন্ধকার দিগন্তব্যাপী—উহা আমাদের সত্তাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। চিত্তশুদ্ধি হইলে পর অন্ধকার আর থাকে না। তখন অন্তঃপ্রদেশ স্বচ্ছ আলোকে আলোকিত দেখিতে পাওয়া যায়—অর্থাৎ সময়ে চক্ষু নিমীলিত থাকিলেও দৃষ্টির সম্মুখে সর্বদার জন্য একটি স্থির আলোকের নিত্য প্রকাশ থাকিয়া যায়। এই যে অন্ধকার—ইহা বিকল্পের সমষ্টিমাত্র। এই বিকল্প থাকে বলিয়াই আমাদের জ্ঞান বিকল্পভূমি উত্তীর্ণ হইতে পারে না। দেহাত্মবোধ দার্শনিক বিচার দ্বারা দূঢ় হইলেও অনুভবের রাজ্যে দেহাত্মবোধ হইতে মুক্তিলাভ ঘটে না। আমাদের যাবতীয় উপাসনা, ধ্যান-ধারণা চিত্তশুদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ার জন্য এবং চিত্তশুদ্ধির একমাত্র লক্ষণ ঐ অন্তরস্থিত অন্ধকার দূরীভূত হওয়া। বিকল্পের সমষ্টি পুঞ্জীভূত অন্ধকাররূপে আত্মপ্রকাশ করে। বিকল্প নিবৃত্তি না হইলে ঐ অন্ধকার তিরোহিত হয় না। যাঁহারা জপ অথবা ধ্যান নিয়মিতভাবে করিয়া থাকেন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে ঐ প্রক্রিয়া প্রভাবে অন্তর্দৃষ্টি ক্রমশঃ উন্মীলিত হয়, তখন ঐ ভিতরের অন্ধকার ক্রমশঃ বিগলিত হইতে হইতে অন্তরাকাশ অত্যন্ত স্বচ্ছতা লাভ করে। চিত্তাকাশের মধ্যেই তখন চিদ্ আকাশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। মন্ত্র জপের দ্বারা বিকল্প নিবৃত্তি হয়। যে কোন প্রকারেই হোক বিকল্প নিবৃত্তি হইলেই স্বচ্ছ চিদালোক অন্তরের দৃষ্টির সম্মুখে ফুটিয়া উঠে। বিকল্পের মূল অকারাদি বর্ণমালা অথবা মাতৃকাবর্গ। যোগীর পক্ষে স্বরূপ দৃষ্টির অনুরোধে এই সকল মাতৃকাকে বিগলিত করিয়া নির্বিকল্প স্থিতিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। মাতৃকা গলিয়া গেলে তরল প্রবাহশীল নাদের প্রকাশ হয়। বিশ্বব্যাপক নাদ প্রকাশমান রহিয়াছে কিন্তু মাতৃকামূলক বিকল্পজাল তাহাকে অনুভব করিতে দেয় না। যখন সাধনার প্রভাবে নাদের বিকাশ ঘটিতে থাকে তখন ধীরে ধীরে হৃদয়াকাশ আলোকে পরিপ্লুত হয়। দীর্ঘকালের অভ্যাসে এই আলোক স্থায়ী হইয়া গেলে চিত্ত সর্বদা এই স্বচ্ছ আলোকে আলোকিত থাকে এবং চিত্তাকাশ তখন চিদাকাশরূপে প্রকাশমান হয়। এই অবস্থায় নয়ন মুদ্রিত করিলেও ভিতরে অন্ধকার দেখিতে পাওয়া যায় না। তখন একটা স্বচ্ছ আলোক যেন বিশ্বব্যাপী সত্তারূপে নিরন্তর প্রকাশমান হয়। বাস্তবিক পক্ষে ঐ আলোক বা প্রকাশ নিজের খন্ড সত্তাকে ঢাকিয়া ফেলে এবং নিজের অহংবোধ ঐ বিরাট আলোকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায়।

যাহাদের দৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছে তাহারা স্পষ্ট দেখিতে পায় সম্যক প্রকারে চিত্তশুদ্ধি হওয়ার পর জ্ঞানীর ভিতরে ও বাহিরে একমাত্র ঐ চিদালোক বিরাজ করিয়া থাকে। জ্ঞানীর হৃদয়ে অন্ধকার থাকে না এবং এই ব্যাপক আলোর দ্বারা সে বেষ্টিত থাকে। জ্ঞানী পুরুষ কাহাকেও এইপ্রকার স্থিতিতে দেখিতে পাইলে বুঝিতে পারেন যে এই ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করিয়াছে এবং চিদালোক দ্বারা ইহার ভিতর এবং বাহির পরিব্যাপ্ত। ইহা হইল বাহিরের কথা। ভিতরের রহস্য এই যে জ্ঞানী স্বয়ং এই বিশাল আলোকমণ্ডলীর কেন্দ্রে সব সময় নিজেকে দেখিতে পান। এই যে আলোকমণ্ডল ইহা চিদালোকে আলোকিত চিদাকাশ-মাত্র। ইহা শুধু আংশিক স্ফুরণ নহে, ইহাকেই প্রাচীন যোগিগণ প্রভা-মণ্ডল বলিয়া থাকেন। যাহার চিত্ত এইপ্রকার নির্বিকল্প আলোকে আলোকিত তাহার দেহাত্মবোধ থাকে না। ব্যবহারের জন্য এবং লোক-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিক্ষার জন্য সে মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে আশ্রয় করিয়া দেহ লইয়া খেলা করিতে পারে কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহার মধ্যে একমাত্র খেচরী শক্তি কার্য্য করিয়া থাকে। খেচরী শক্তি, ভূচরী শক্তি এবং তদনুরূপ দিক্‌চরী বা গোচরী শক্তি সবই মুক্তযোগীর ইচ্ছাধীন। এই দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে প্রত্যেক মুক্ত পুরুষ একটি জ্যোতির্মণ্ডলীর মধ্যে অবস্থিত। ভিতরে যতদিন অহঙ্কার থাকে ততদিন এই পরিচ্ছিন্ন দেহকে অহং বলিয়া মনে হয় এবং তদনুসারে এই বিরাট জগৎকে নিজের বাহিরে জ্ঞেয়রূপে দেখিতে পায়—কিন্তু অন্তরালোক পরিস্ফুট হইলে নিজের গ্রহীতৃভাব বা গ্রাহকত্ব থাকে না। নিজেকে পরপ্রমাতারূপে জানিতে পারা যায়। পরপ্রমাতৃভাবের উদয় হইলে এই সমগ্র বিশ্ব নিজেরই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া অনুভব করা যায়। সাধারণ গ্রাহক বা গ্রহীতা দেহাত্মবোধের দ্বারা আক্রান্ত থাকে বলিয়া এই বিশ্বজগৎকে নিজের বহিরে দেখিতে পায়। নতুবা আত্মা নিজের শিবত্ব অনুভব করিলে বিশ্ব তাহার বাহিরে থাকে না—সেই পরপ্রমাতার অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। এই সঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, অন্ধকারময় চিত্ত বিকল্পের আবাসভূমি এবং এই চিত্ত যতদিন পর্যন্ত চিদ্‌রূপে প্রকাশমান না হয় ততদিন পর্যন্ত আত্মসাক্ষাৎকার হওয়ার সম্ভাবনা নাই। আত্মসাক্ষাৎকার হইলে ভিতরে যেমন আলো জ্বলিয়া উঠে তেমনি বাহিরেও সমগ্র বিশ্বকে পূর্ণ অহংরূপে অনুভব হয়। ইহাই প্রেমরাজ্য, উত্থানের প্রথম সোপান।

পূর্বে যাহা বলিয়াছি সেই সম্বন্ধে লক্ষ্য করিলে আরও অনেক রহস্য অনুভবে আসিবে। ঐ যে অন্তরস্থ আলোকের কথা বলিলাম উহা উদিত না হওয়া পর্যন্ত হৃদয় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। এই অন্ধকার ইহা বাসনা এবং সংস্কারের সমষ্টি। এইগুলি প্রত্যেক দেহবিশিষ্ট আত্মার ভিতরে বিদ্যমান রহিয়াছে। জন্মজন্মান্তরগত যাবতীয় কর্মসংস্কার উহাতে সঞ্চিত রহিয়াছে। এই সকল সংস্কার বাসনারূপ এবং কর্মাশয়রূপ উভয়ই। জন্মের ক্রম অনুসারে ক্রমবদ্ধভাবে এইগুলি আবর্তনের জন্য উন্মুখ হইয়া থাকে। ইহা অর্থাৎ বাসনা ও সংস্কার একপ্রকার বায়ুরই ক্রিয়াবিশেষ। যখন জ্ঞানের আলোকে সংস্কার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিরোহিত হয় তখন চিত্ত শুদ্ধ আলোকে আলোকিত হইয়া উঠে। ঐ সকল সংস্কার হইতে মনুষ্য নিজের সঞ্চিত কর্মের সন্ধান পাইয়া থাকে। এই সকল কর্মসংস্কার স্তরে স্তরে কালের আবর্তে স্পন্দিত হইতেছে। ইহাদের মধ্যে ক্রম আছে কিন্তু উহা অত্যন্ত দুর্লক্ষ্য। যখন উহা লক্ষ্য করিতে পারা যায় তখন লক্ষ লক্ষ জন্মের সংস্কার ইচ্ছানুসারে দেখিতে পাওয়া যায়। নিজের সত্তাকে ত্যাগ না করিলে কোন সংস্কার দূরে থাকে না। এই সকল সংস্কার সাক্ষাৎকারের ফলে মনুষ্য নিজের পূর্ব-জন্ম এবং ঐ জন্মের সমগ্র চিত্র অপরোক্ষভাবে অনুভব করিতে পারে। কর্মাশয়ই হউক অথবা বাসনাই হউক—উভয়ই বায়ুর ক্রিয়াবিশেষ এবং রেণুরূপে উপলব্ধি গোচর হয়। অন্তর্দৃষ্টি উহাদের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া যায়। ইহারই নাম চিত্তের অশুদ্ধি। এই অশুদ্ধির মূলে শব্দের ক্রিয়া রহিয়াছে এবং শোধন প্রক্রিয়ার মূলেও ক্রিয়া বিদ্যমান। হৃদয় অতি গুপ্ত স্থান। মনুষ্যের দেহে উহাই একমাত্র স্থল যেখানে শুদ্ধ আকাশ বা শূন্য বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু মনুষ্য উহার সন্ধান পায় না কারণ ঐ আকাশ বায়ুমণ্ডলে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। এই বায়ুই বাসনা-রূপী বায়ু, যাহা হৃদয়কে মলিন করিয়া রাখে। চিত্তশুদ্ধি হইলে ঐ বায়ুহীন আকাশ উজ্জ্বলরূপে প্রকাশমান হয়। ইহারই নাম হৃদয়-স্থিত অন্তর্দেবতার আবির্ভাব। ইহাই জীবাত্মার জাগরণস্বরূপ।

যখন এই আকাশ অর্থাৎ অন্তরাকাশ স্বচ্ছ আলোকে আলোকিত-রূপে প্রকাশমান হয় তখন দেহাত্মবোধ থাকে না, থাকিতে পারে না। উহাই অন্তর্দৃষ্টির জাগরণ। ঐ অবস্থায় এক অনন্ত চিদালোকময় ব্যাপক আকাশ অহংবোধকে ঘিরিয়া থাকে। এই অনন্ত চিদালোকে যোগীর ইচ্ছাশক্তি কার্য করিয়া থাকে। এই অবস্থায় আত্মা নিজেকে একমাত্র 'অহং' বলিয়া চিনিতে পারে। এই অহং পরপ্রমাতারূপী চরম 'অহং'—ইহাই একমাত্র অহং। তখন আত্মা নিজেকে পূর্ণ অহংরূপে শিবভাবে অনুভব করে। তখন বিশ্বজগৎ থাকে না। কোনপ্রকার দৃশ্যও থাকে না। দৃশ্য বলিতে এখানে রূপ-রসাদিকে লক্ষ্য করিতেছে এবং অন্তঃকরণগ্রাহ্য ভাবকেও গ্রহণ করিতেছে। ইহাই বিশ্বাতীত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মসত্তা। ইহা বিশ্বাতীত হইলেও সমগ্র বিশ্ব ইহাতে অভিন্নরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। ইচ্ছার উদয় না হওয়া পর্যন্ত সেই বিশ্বের সন্ধান পাওয়া যায় না। ইহাতে অর্থাৎ এই আলোকে নাই এমন কিছুই হইতে পারে না। ইহাতে সবই আছে। আছে কিন্তু অভেদরূপে আছে অর্থাৎ অহংএর সঙ্গে অহংরূপে আছে, ইদংরূপে নহে। দেশ ও কাল সাময়িকভাবে এইখানে অভিন্নরূপে প্রকাশমান। ত্রিকাল এখানে এক। সন্নিহিত ও ব্যবহিত সকল দেশ এখানে এক—দেশ ও কালও এখানে এক। কিন্তু ইচ্ছার স্ফুরণ হইলে আপনস্বরূপে প্রকাশ হয়। তখন পূর্ণ অহং যেন ভাঙ্গিয়া যায়। তাহার একাংশে পরিচ্ছিন্ন প্রমাতা-রূপী মায়িক দ্রষ্টা প্রকাশ পায় এবং অপরাংশে ঐ মায়িক প্রমাতা প্রমেয় প্রকাশমান হয়। এই প্রমেয়ই শূন্য। ইহাই ভবিষ্য বিশ্বের আধার। প্রমাতা-প্রমেয় থাকিলে তাহার সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে। এইভাবে ঐ অপরিচ্ছিন্ন চিদালোকে ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে দেশ ও কাল সহকারে বিশ্ব-চিত্রের আবির্ভাব হয়। বিস্তারিত বিবরণ অনাবশ্যক।

এই যে বিশ্বের আবির্ভাব ইহা অত্যন্ত তৎপরতার সহিত বুঝিবার ব্যাপার। তখন বিশ্বের আবির্ভাব হয় ইহা সত্য এবং বিশ্বাতীত অহংও থাকে ইহাও সত্য। বিশ্বের মধ্যে দেশকালের বিচিত্র খেলা খেলিতে থাকে। বিশ্বাতীতে একমাত্র অখণ্ড অহংই বিদ্যমান। উন্মীলন সমা-ধিতে এই বিশ্ব ও বিশ্বাতীত অখণ্ডরূপে একসঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়। নিমীলন সমাধিতে বিশ্ব তিরোহিত হইয়া যায়, একমাত্র বিশ্বা-তীত সত্তাই থাকে। হৃদয় পূর্ণপ্রকাশের স্থান। যাহাকে সংসারচক্র বলা হয় তাহা দেহাত্মবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। এক অখণ্ড কমলরূপে সমগ্র স্বরূপটি প্রকাশমান হয়। ইহার মধ্যে কমলের কর্ণিকাটি হৃদয়ে গাঁথা, বায়ুর কম্পনের অতীত, নিত্য নির্মল, শুদ্ধ প্রকাশময়। বাকী অংশ কমলের দল এবং কেশর প্রভৃতি যথাপূর্বে বলিয়াছি। তাহারও বাহিরে শুদ্ধ জ্যোতি। শুদ্ধ জ্যোতিতে অহং অভিমান থাকে না। কিন্তু কর্ণিকাতে বিন্দুতে অহং পূর্ণভাবে থাকে। অথচ সব লইয়া এক অখণ্ড অনুভব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় অনুধাবনের যোগ্য। যাহাকে সাধারণতঃ মন বলা হয় অর্থাৎ মন, বুদ্ধি চিত্ত, অহংকার সমষ্টিরূপী যে অন্তঃকরণ ইহার স্থান কোথায়? এক সত্তা পুরুষ, দ্বিতীয় সত্তা অন্তঃকরণ মন, তৃতীয় সত্তা এই অন্তঃকরণ হইতে বহির্নিসৃত বিভিন্ন ধারা যাহাকে ইন্দ্রিয় বলে—এই ইন্দ্রিয় পর্যন্ত ভূমিতে এই ধারার দ্বারা যাহা প্রকাশিত হয় তাহা পঞ্চভূতাত্মক বাহ্য জগৎ। সাধারণ মনুষ্য আর বিশিষ্ট যোগী উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। ইন্দ্রিয়সকল অন্তঃকরণ হইতে বহির্মুখে বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া নির্গত হইয়াছে। বিষয়ের আকর্ষণে ইন্দ্রিয় বহির্মুখ হইয়া বিষয়কে গ্রহণ করে। অন্তঃকরণ অর্থাৎ মনের প্রভাব তাহার উপর বিশেষভাবে কার্য করিতে পারে না অর্থাৎ দৃষ্টান্তস্বরূপে মনে কর সম্মুখে একটি রূপ আছে—প্রদেশটি আলোকে আলোকিত। রূপটিও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। এই রূপের প্রকাশ হইলে ইন্দ্রিয় যাহা বহির্মুখ তাহা অবশ্যই গ্রহণ করিবে। মনের এমন কোনও সামর্থ্য নাই যে, এইপ্রকার ইন্দ্রিয়কে আপন বিষয় গ্রহণে নিরোধ করে। প্রত্যাহারের রহস্য অলাদা। প্রত্যাহার হইল ইন্দ্রিয় আপন আপন বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট হইয়া সংযুক্ত হইলে তাহা হইতে ইন্দ্রিয়কে ফিরাইয়া নিয়া আসা। উহা পৃথক্ ব্যাপার। কিন্তু আমি যাহা বলিতেছি তাহার তাৎপর্য এই যে পুরুষ যদি ইচ্ছা করে তাহা হইলে আপন বিষয়ের দিকে অগ্রসর হইয়া উহার সহিত সংযুক্ত না হয়। সাধারণ অবস্থাতে ইহা সম্ভবপর হইতে পারে না। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, মনের অধিষ্ঠাতা পুরুষ যথোচিত সামর্থ্যসম্পন্ন নহে। পুরুষের সে সামর্থ্য নাই যাহার প্রভাবে সে ইচ্ছা করিলে তাহার মন বহির্মুখে যাইবে না এবং ইন্দ্রিয় বিষয়সান্নিধ্যসত্ত্বেও আপন আপন কার্য করিবে না। ইহা হইতে বুঝা যায় যে লৌকিক পুরুষ শক্তিহীন। মহাশক্তির কৃপা হইলে পুরুষ যখন শক্তিসম্পন্ন হয় তখন তাহার ইচ্ছার প্রভাবে বিষয়ের সন্নিধানেও ইন্দ্রিয় বিষয়ে যুক্ত হয় না। ইহা অতি উচ্চস্তরের অবস্থা। সাধারণ পুরুষ মহাশক্তির সংস্পর্শ না পাওয়ায় তাহার এমন প্রভাব হইতেই পারে না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহার ফলে তাহার ইচ্ছানুসারে ইন্দ্রিয় বিষয় সান্নিধ্যসত্ত্বেও আপন আপন কার্য হইতে উপরত থাকিবে। মনে রাখিতে হইবে ইহা প্রত্যাহারের ব্যাপার নহে।

এই যে আত্মা এবং মনের সামর্থ্যের কথা বলা হইল ইহার মূলে স্বাতন্ত্র্য শক্তির খেলা রহিয়াছে। স্বাতন্ত্র্যশক্তিসম্পন্ন পুরুষই মহাপুরুষ। এইপ্রকার মহাপুরুষ যখন পূর্ণ সত্তায় অধিষ্ঠিত হইয়া প্রকাশ হন তখন তিনি নিজের স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। তখন সমগ্র বিশ্ব তাঁহার নিকট পৃথক্ সত্তা নিয়া থাকিতে পারে না। একমাত্র মহাপ্রকাশ বিদ্যমান থাকে এবং এই পুরুষ অহংরূপে সেই মহাপ্রকাশের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত থাকেন—তাহাকে ঘিরিয়া অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন চিদালোক শান্তভাবে বিরাজ করে। তাঁহার ইচ্ছা না হইলে ত্রিকাল ও অনন্তদেশ এবং সমগ্র বিশ্ব সেখানে স্তম্ভিত। ইচ্ছা উদয় হইলে যাহা ইচ্ছার বিষয় তাহাই প্রকাশ হয়, বাধা দিবার কেহই নাই। এই পুরুষ দেহাভিমানে বদ্ধ নহেন এবং ইনি মহাপুরুষ। তাঁহার দৃষ্টিতে অখণ্ড অনন্ত চিদালোক নিত্য বর্তমান। সেখানে কিছুই নাই, অথচ তিনি যাহা ইচ্ছা করেন সবই আছে। দেহাভিমান থাকিলে ইহা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। কিন্তু ইহাও জানিতে হইবে যে, এই অবস্থার সঙ্গে আহরণ দেহাভিমান থাকিলেও কোন বাধা নাই এবং সেই অভিমান গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে জাগতিক দৃষ্টিতে জাগতিক খেলার অনুভব করিতে পারিবে। তিনি কৃত্রিম অভিমান নিয়া জাগতিক ভাবে খেলা করেন আর স্বয়ংসিদ্ধ অভিমান প্রভাবে বিশ্বাতীত নিত্য সত্তাতে সর্বদা বিরাজ করেন। এত কথা বলা হইল শুধু সেই হৃদয়ের অন্ধকারকে আশ্রয় করিয়া। হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিতে না পারিলে এইপ্রকার মহিমালাভ করা সম্ভবপর নয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥ ৩০ ॥

প্রাসাদবিজ্ঞানের রহস্য কি?

এবার একটি গুহ্য দৃষ্টির বহিরাবাস অবলম্বন করিয়া প্রাসাদ-বিজ্ঞানের রহস্য সম্বন্ধে আরও দুই চারটি কথা বলিব। ইহা উপ-দেশের বিষয় নহে, বিচারের বিষয়ও নহে এবং সাধনার কৃত্রিম মার্গের তত্ত্বও নহে। সেজন্য অত্যন্ত সাবধানে এবং অত্যন্ত গুপ্ত ইঙ্গিত অব-লম্বন করিয়া দুই একটি পরম তত্ত্বের আভাস সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ মাত্র বলিতে চেষ্টা করিব। আগমশাস্ত্রে কোন কোন প্রস্থানে পরমমার্গের বিবরণমুখে কখনও কখনও মহাকালের সহিত পরাশক্তির বিপরীত রমণের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। আরোহক্রমে এই বিপরীত রমণের তত্ত্বচিন্তা করিলে ইহা প্রাসাদবিজ্ঞানেরই একটি গুহ্য তত্ত্ব জানিতে হইবে। কারণ আরোহক্রমে রুদ্রাবস্থা হইতে ভৈরবাবস্থায় প্রবিষ্ট হইয়া উহার চরম অভিব্যক্তি প্রাপ্ত হইতে হয়। ভৈরবের মধ্যে অবান্তর ভেদ আছে। তাহার পর পরাসংবিৎ ও পরপ্রমাতার অধিগম হয়। মহাকাল ভৈরবেরই অন্তর্গত। মহাকাল অবস্থা পরাশক্তির অব্যবহিত পূর্বা-বস্থা, কারণ মহাকাল সত্তা অতিক্রম করিলে পূর্ণত্বের দ্বারদেশে উপ-স্থিত হওয়া যায়। পুরুষ ও প্রকৃতির স্বরূপ প্রাচীন সিদ্ধান্ত অনু-সারে বিচার করিলে ইহাই নির্ণীত হয় যে পুরুষ প্রবৃত্তির লক্ষণ এবং প্রকৃতি বা স্ত্রী সংস্থানের লক্ষণ। পুরুষ প্রবর্ত্তকভাবে বিশিষ্ট, তদ-নুসারে প্রাসাদপরাতে প্রকৃতির পুরুষভাব প্রাপ্ত হওয়ার প্রারম্ভিক দৃষ্টি উন্মীলিত হয় বলিয়া মনে হয়। এই অবস্থায় ঈশ্বর ও ঈশ্বরী বিগ-লিত হইয়া বিশুদ্ধ ঈশ্বরীতে পর্যবসিত হওয়ার পর সপ্তদশী অথবা পরা অদ্বৈত অবস্থার উদয় হয়। ইহা অত্যন্ত গুহ্য বিষয়। এই সপ্তদশী কুমারীতত্ত্ব। ষোড়শী সীমন্তিনীতত্ত্ব। বৌদ্ধদের প্রজ্ঞা-পারমিতার রহস্য যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা বুঝিতে পারি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেন যে প্রজ্ঞাপরামিতাকে "বোধিসত্ত্বানাং জননী তথা বুদ্ধানাং অপি জননী" একথা কেন বলিয়াছেন। কোন কোন শক্তি-সাধক সম্প্রদায় মহাশক্তিকে জীবের মাতৃস্বরূপ এবং শিবেরও মাতৃস্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন। ইহার রহস্য অন্তর্দৃষ্টির গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ না করিলে হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন।

আর একটি বিষয় এই প্রসঙ্গে দৃষ্টিতে পতিত হইয়া থাকে। পঞ্চদশী কালের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া ক্রিয়াত্মক। কালের পঞ্চদশ কলা হইতেই ক্রিয়া ও পরিণাম সংঘটিত হইয়া থাকে। কিন্তু ষোড়শী, যাঁহাকে নিষ্ক্রিয় অমৃতকলা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে তাহা কালাতীত ও নিত্যস্থির। উভয়েই পূর্ণত্বের একদেশকে বুঝাইতেছে। কিন্তু যথার্থ পূর্ণত্ব যেখানে সেখানে অনন্ত ক্রিয়ার মধ্যে নিষ্ক্রিয়ত্ব অখণ্ডভাবে বিদ্যমান থাকে এবং যাহা নিষ্ক্রিয় তাহাই অনন্ত ক্রিয়ারূপে প্রকাশিত থাকে। এ সময় সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয়ের কোনও বিরোধ থাকে না। এই স্থানে পূর্ণ হইতে নিরন্তর ক্ষরণ হইলেও অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহা পূর্ণত্বই—'পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেব অবশিষ্যতে'। সপ্তদশী অথবা কুমারীতত্ত্বের ইহাই স্বরূপ। ইহা নিত্য কুমারী। নানা দিক হইতে ইহাকে দর্শন করা যায়। কিন্তু ইহা পরমস্থিতির স্বরূপ। এই কুমারী হইতেই বিশ্বজগতের প্রসব হয়। অথচ কুমারীর কুমারীত্ব ভঙ্গ হয় না। প্রাচীন খৃষ্টীয় ক্যাথলিক সম্প্রদায় ভার্জিন মেরীর immaculate conception সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহা এই প্রসঙ্গে আলোচ্য। সপ্তদশী অতি গভীর রহস্য। প্রাচীন শিবসূত্রে "ইচ্ছাশক্তিরউমা কুমারী" নামে একটি সূত্র আছে। এই কুমারীতত্ত্বই জগন্মাতা শ্রীশ্রীউমার স্বরূপ রহস্য। ইহার অতীত যে অব্যক্ত রহস্য রহিয়াছে তাহার বিষয় পরে বলিব।

দৃষ্টিবিশেষ লইয়া দেখিতে গেলে বুঝিতে পারা যায় যে, এই পরাশক্তির দুইটি রূপ সিদ্ধমণ্ডলে আলোচিত হইয়া থাকে। যাহাকে ইচ্ছারূপা বর্ণনা করিয়া উমা নামে নির্দেশ করা হইয়াছে তাহার সঙ্গে বাক্‌রূপা অর্থাৎ পরাবাক্‌রূপা প্রজ্ঞা অর্থাৎ শুদ্ধ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিদ্যার কি সম্বন্ধ তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে অদ্বৈতের অন্তঃপ্রদেশে প্রবেশ করা সম্ভবপর নহে। ইচ্ছা হইতেও সৃষ্টি হয়, বাক্ হইতেও সৃষ্টি হয়। উভয়ই পরাশক্তিরই নামভেদ তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে সূক্ষ্মদৃষ্টির দ্বারা উভয়ের ভেদ করা হইয়াছে তদনুসারে উভয়ের সৃষ্টিতেও ভেদ মানা হইয়া থাকে। অবশ্য সৃষ্টির অতীত অবস্থায় কোনও প্রকার ভেদ মানিবার প্রয়োজন থাকে না। শক্তির একদিক ইচ্ছা, অপরদিক জ্ঞান কারণ পরাবাক্ শুদ্ধবিদ্যার ও জ্ঞানস্বরূপ। আপাততঃ ক্রিয়াশক্তিকে বাদ দেওয়া হইলেও পরাশক্তির ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়ারূপ তিনটি কোণের কথা মনে রাখিতে হইবে। ইচ্ছাশক্তি কামস্বরূপ, ইহার অধিষ্ঠাতা ঈশ্বর। প্রজ্ঞাশক্তি বা শুদ্ধ-বিদ্যা জ্ঞানস্বরূপ। ইহার অধিষ্ঠাতা সদাশিব। গুরুকৃপায় দীক্ষা-প্রসঙ্গে যে সৃষ্টির বর্ণনা পাওয়া যায় তাহা জ্ঞানসৃষ্টি বা শুদ্ধবিদ্যার অন্তর্গত। মায়িক সৃষ্টি ইচ্ছার অন্তর্গত।

আরোহমার্গের সাময়িক স্থিতিগুলি আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে একদিকে কাল হইতে ষোড়শীতে অর্থাৎ কামেশ্বর-কামেশ্বরীতে প্রবেশের পথ খুলিয়া যায় তেমনি অপরদিকে কাল হইতে কালাতীতে যাইবার পূর্বে মহাকালের চিত্র ভেদ করিয়া লইতে হয়। কাল হইতে মহাকালে প্রবেশ করিয়া তাহার পর কালাতীত আত্ম-সত্তায় প্রবেশ করিতে হয়। যদি বিপরীত রমণের অবস্থা মহাকালের অবস্থা বলিয়া ধরা যায় তাহা হইলে উহার পরেই পরপ্রমাতার সন্ধানের সূত্রলাভ ঘটিয়া থাকে। কালের আবর্ত্ত আছে বাম অথবা দক্ষিণ—এই উভয় আবর্ত্তের সংঘর্ষে পরিণাম ক্রিয়া সংঘটিত হয়। প্রাচীন আচার্য-গণ বলিতেন, কাল হইতেই ভাবভেদ ঘটিয়া থাকে। এই ভাবভেদ পরিণামেরই নামান্তর। পূর্ণসত্তা কালের অতীত তো বটেই মহাকালেরও অতীত। কাল হইতে মহাকালে ভেদ আছে এবং মহাকাল হইতে পরম-সত্তাতে ভেদ আছে। কালে পরিণাম আছে এবং এই পরিণাম ইদংভাবকে আশ্রয় করিয়া ঘটে। মহাকালে কালের পরিণাম নাই বটে কিন্তু ইদংভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। পরমসত্তাতে ইদংভাবও নাই এবং পরি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ণামও নাই. সুতরাং কাল ও মহাকাল উভয়ের অতীত। প্রাসাদ-বিদ্যার ক্রিয়া নিঃশেষ হইয়া গেলে কাল থাকে না, ইদংভাবও থাকে না এবং প্রতিযোগিহীন নিত্য কুমারীসত্তা থাকে। সপ্তদশী ইহারই নামান্তর। ইহা অদ্বৈতস্থিতি। এই অদ্বৈতস্থিতির পরে প্রাকৃত নির্বিকল্পস্থিতি আসিয়া পড়ে, যাহা এই অদ্বৈতস্থিতিরই পরিপক্কতম অবস্থা। সেই স্থিতিতে অদ্বৈত সত্তাও এক হিসাবে বিকল্পরূপে ভাসমান হয়। সেই অবস্থাটি দ্বৈতাদ্বৈত বিবর্জিত। কেহ কেহ ইহাকে নির্বিকল্প বলেন। যাহাই হউক, সপ্তদশীর ঊর্ধ্বে এক-মাত্র গুরুপাদুকা ভিন্ন অপর কিছু লক্ষ্য করিবার থাকে না। পাদুকা-ত্রয় আগমশাস্ত্রে শিবপাদুকা, শক্তিপাদুকা ও সামরস্য পাদুকা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তারপর অর্থাৎ সামরস্যের ঊর্ধ্বে নির্বাণ ভিন্ন আর কিছুই বলিবার থাকে না। এই নির্বাণ কৈবল্যরূপ নির্বাণ হইতে বিলক্ষণ। ইহার পর বাক্যের প্রসার হয় না। এই অবস্থা বা স্থিতি অনিত্যের অতীত, নিত্যেরও অতীত। কেহ ইহাকে পরমপদ বলেন কিন্তু ইহা বর্ণনার অযোগ্য। বস্তুতঃ অদ্বৈতসত্তা পর্যন্তই মানবের চরম লক্ষ্যরূপে বর্ণিত হওয়ার যোগ্য। কিন্তু লক্ষ্যের অতীত অলখ হইলেও ইহাও জানা আবশ্যক।

॥৩১॥

মানুষ মাত্রেরই জীবন কি অভিনয়রূপে বর্ণনা করা চলে?

ইহা অতি গভীর প্রশ্ন এবং বহু রহস্য না উদ্ঘাটন করিলে ইহার প্রকৃত সমাধানও করা যায় না। মানুষ মাত্রেরই জীবন অভিনয়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বরূপ, ইহা খুবই সত্য। পক্ষান্তরে ইহাকে অভিনয় বলিবার কোন সার্থকতা নাই, ইহাও সত্য। মানুষ যতদিন অহঙ্কারবিশিষ্ট ততদিন ইহা বলিতেই হইবে যে, মানুষের বর্তমান জীবন তাহার প্রাক্তন কর্মের ফল এবং তাহার বর্তমান জীবনের ফল সে ভবিষ্যতে ভোগ করিবে। বর্তমান জন্মেই ভোগ করুক্ অথবা জন্মান্তরে এবং জন্মান্তরে হইলেও এক জন্মে অথবা বিভিন্ন জন্মে—সে স্বতন্ত্র কথা। বর্তমান জীবনধারা শুধুই প্রাক্তন কর্মের ভোগাংশ, ইহা সত্য নহে। ইহা ভাবী জীবনের বীজস্বরূপ ইহাও সত্য এবং ঐ দুইটি সত্য মানুষের স্বভাব-সিদ্ধ কর্তব্যাভিমানের উপর নির্ভর করে মানুষ যতদিন কর্তৃত্ব অভি-মানের দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে ততদিন তাহার জীবনকে অভিনয় বলা চলে না। মানুষ এই জীবনের মধ্যেই অভিমানবিশিষ্ট হইয়া কর্ম করে এবং উক্ত কর্মের ফলভোগও এই জীবনেই করে—এই জীবনে না হইলেও জন্মান্তরে—এক অথবা অধিক জন্মে অবশ্যই করে (অবশ্য পূর্ণ জ্ঞানোদয় না হইলে)। এই হইল একদিককার কথা। এই স্থলে মানব-জীবন কর্ম করিবার সোপান এবং কৃতকর্মের ফল অনুভব করিবার ক্ষেত্র।

কিন্তু যখন মানুষ অহঙ্কার হইতে মুক্ত হয় এবং নিজেকে নিষ্ক্রিয় ও অকর্তা বলিয়া বুঝিতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা পরম পুরুষের দর্শনলাভ করে তখন সে বুঝিতে পারে যে, সে যে কোনো অজ্ঞান অবস্থার কথাই মনে করুক্ না কেন, তাহাতে কোন-প্রকার বাস্তব কর্তৃত্ব নাই। গুণময় প্রকৃতির প্রেরণার ফলে সে কর্তা সাজিয়া বিভিন্ন প্রকার কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। বস্তুতঃ সে কর্মের কর্তা নহে। প্রকৃতির সঞ্চালক পরম পুরুষই বাস্তবিক কর্তা। এই পরম পুরুষ মানুষের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাহাকে শুভ ও অশুভ কর্মে প্রেরণ করিতেছেন। কর্ম প্রকৃতির মাধ্যমে ও অধিষ্ঠাতা পরমাত্মার দ্বারাই সঞ্চালিত প্রকৃতির দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। জীবাত্মা অহঙ্কারমোহে মোহিত হইয়া নিজেকে কর্তা বলিয়া মনে করে এবং তদনুসারে কর্মফল ভোগ করিতে বাধ্য হয়। জ্ঞানের পূর্ণ উদয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইলে মানুষের আত্মা যে স্বতঃ নিষ্ক্রিয় তাহা সে বুঝিতে পারে। তাহার পর সে দেখিতে পায়, পরমপুরুষ মায়াসূত্রে যাহাকে যে প্রকার নাচাইয়া থাকেন সে তদনুরূপ কর্ম করিতে বাধ্য হয় এবং অজ্ঞানবশতঃ নিজেকে ঈশ্বরপ্রেরিত না বুঝিয়া সমস্ত কর্মের কর্তা নিজেই সাজিয়া বসে। এই স্থলে মনুষ্যকেই কর্তা ও ভোক্তা হইয়া কর্মযজ্ঞের ফল সম্পাদন করিতে হয়। বিশিষ্ট মনুষ্য অহঙ্কারবর্জিত বলিয়া নিজেকে পরমপুরুষ দ্বারা চালিত দেখিতে পায়। এই অবস্থায় সে জ্ঞাতসারে যাবতীয় কর্তৃত্ব অভিমান পরিহার করে এবং সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ-পূর্বক কর্মকর্তা পরমেশ্বরের শরণাগত হয়। পূর্বেও পরমেশ্বর কর্তা ছিলেন এখনও তিনি কর্তা থাকেন। কিন্তু পূর্বে জীবাত্মা নিজেকে কর্তা মনে করিত—কিন্তু এখন সে নিজেকে কর্তা বলিয়া মনে করে না। এখন সে নিজেকে কর্তার অধিষ্ঠান ক্ষেত্র বলিয়া মনে করে। যত-দিন সে নিজেকে কর্তা বলিয়া জানিত ততদিন কৃতকর্মের সংস্কার তাহার চিত্তকে মলিন করিত। কিন্তু এখন সে এই সব সংস্কার হইতে মুক্ত। কর্তৃত্বের অভিমান তাহার নাই। সে বিশ্বকর্তার শরণাগত। এই অবস্থায় সে সকল কর্মের অতীত—এইরূপ বোধ তাহার সর্বদাই থাকে।

কিন্তু এই বোধ থাকিলেও প্রাক্তন কর্মের ফলে তাহার দেহে যে অশুদ্ধতা আসিয়াছিল তাহা বিদ্যমান রহিয়াছে। শরণাগতির ফলে সে যাবতীয় কর্ম হইতে মুক্ত হইয়াছে। কিন্তু প্রাক্তন কর্মের মলিনতা এখনও তাহার চিত্তকে ত্যাগ করে নাই। এই অবস্থায় জ্ঞানের উদয়ে সে সাক্ষীরূপে স্থিতিমাত্র করে। কিন্তু প্রাক্তন কর্মের ফলে মলিন দেহাদি তখনও বিদ্যমান থাকিয়া তাহার চৈতন্যের শরণাগতির পথে প্রতিবন্ধক-রূপে থাকিয়া যায়। শরণাগতির ফলে জীব ভগবৎ আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া শুদ্ধ শান্তি লাভ করে এবং ভগবৎশক্তি তাহার দেহকে পূর্ণভাবে শোধ-নের ক্রিয়া দ্বারা পরিশুদ্ধ করিয়া লয়। এই অবস্থায় আধারশুদ্ধি ঘটে। কারণ ভগবৎশক্তির সংস্পর্শে শরণাগত সকল আধারই মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। এই সকল আধার অত্যন্ত যোগ্য আধার। এই সব ক্ষেত্রে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মার কর্তৃত্ব অভিমান নাই এবং দেহও অনাদি সঞ্চিত কর্মফল হইতে মুক্ত। এই সকল মুক্তদেহে নির্মল এবং নিরন্তর ভগবৎ ইচ্ছার অনুকূলভাবে ক্রিয়া করিয়া থাকে।

সকল বিশুদ্ধ আধারকে আশ্রয় করিয়া শ্রীভগবান তাঁহার লীলানাট্য রচনা এবং নিজে তাহার অভিনয় ক্ষেত্রে সূত্রধাররূপে কর্ম করিয়া থাকেন। এই সকল জীব জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া এবং ভগবৎ প্রাপ্তির ফলে বিশুদ্ধ দেহসম্পন্ন হইয়া শ্রীভগবানের বিশ্বনাট্যের অভিনেতা এবং অভিনেত্রীরূপে কার্য করিয়া থাকেন। এই বিশ্বনাট্য বিশ্বকে উদ্ধার করিবার লীলাভিনয়। শরণাগতির পর ভগবৎশক্তির দ্বারা সঞ্চালিত মুক্ত জীবসমূহ বিশ্বনাট্যের অভিনেতা ও অভিনেত্রী। এই সকল মুক্ত পুরুষ শ্রীভগবানের ক্রিয়াশক্তির দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া এই বিশাল জগৎরূপ নাট্যগৃহে আপন আপন অধিকার অনুসারে কার্য করিয়া থাকে। ভগবান সূত্রধাররূপে এই সকল মুক্ত পুরুষরূপ নটপুত্তলিকাকে বিভিন্ন প্রকারে নাচাইয়া থাকেন। ইহাকেই অভিনয় বলে। এই বিশাল বিশ্ব রঙ্গভূমি। যাবতীয় অভিনেতা ও অভিনেত্রী নটপুত্তলিকাসদৃশ এবং বিশ্বনাট্যের সঞ্চালক শ্রীভগবান সূত্রধাররূপে সকলের সঞ্চালক। তিনি যাহাকে যেভাবে নাচাইবেন সে সেইভাবেই নাচিবে। তাহাদের শুভ-অশুভ বিচার নাই। তাহারা সূত্রধারের হস্তে যন্ত্রস্বরূপ। সূত্রধার যাহাকে যেভাবে সঞ্চালিত করেন সে সেইভাবে কার্য করিয়া থাকে। কোন অভিনেতা বা অভিনেত্রী স্বতন্ত্র ইচ্ছাসম্পন্ন হইয়া এই নাট্যগৃহে কার্য করিতে পারে না। এই বিশাল নাট্যশালা শ্রীভগবানের জগৎ উদ্ধার খেলা। তিনি সূত্রধার। যাহারা কর্মী অর্থাৎ অভিনেতা তাহারা তাঁহার হস্তের পুত্তলিকা মাত্র। ইহাদের দ্বারাই বিশ্বকল্যাণ সাধিত হয়।

সুতরাং তুমি বুঝিতে পারিতেছ যে স্থূল দৃষ্টিতে সমগ্র বিশ্বই তাঁহার নাট্যলীলার অভিনয় হইলেও যাহারা অহঙ্কারবিশিষ্ট তাহারা যতদিন অহঙ্কার বর্জিত হইয়া সূত্রধারের হাতে আত্মসমর্পণ না করিয়াছে ততদিন তাহারা এই বিশাল নাট্যশালায় অভিনয়ের সৌভাগ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাভ করিতে পারে না, কারণ কর্তৃত্ব অভিমান নিয়া অভিনয় চলে না। প্রথমে অকর্ত্তা সাজিতে হইবে, তাহার পর সব ভবিষ্যৎ ক্রিয়ার অধিকার। যতদিন পূর্ণরূপে আত্মশুদ্ধি না হয় ততদিন এই বিশ্ব-নাট্যে অভিনয় করিবার যোগ্যতা হয় না। আত্মসমর্পণের পর এই শোধনের কাজ স্বয়ং ভগবান সম্পন্ন করেন, কারণ ইহাই তাঁহার প্রতিশ্রুতি। এই শোধনক্রিয়া সম্পন্ন না হইলে অভিনয়ের কার্যে ব্রতী হওয়া সম্ভব নহে। যে সকল জীব অহঙ্কারবিশিষ্ট তাহারা এই নাট্যাভিনয় করিতেও পারে না, দেখিতেও পারে না। তাহাদের জন্য এই বিশাল জগৎ প্রাক্তন কর্মের ফলভোগের ক্ষেত্র মাত্র। সুতরাং বিশ্বের সকল জীবই যে নিজের জীবনকে অভিনয়রূপে প্রাপ্ত হয়, তাহা বলা যায় না। নিজের ভোগ সমাপ্ত হইয়া গেলে জ্ঞানের উদয়ের পর আত্মসমর্পণের ফলস্বরূপ শরণাগতি প্রাপ্ত হইলে এবং জীবের দায়িত্ব সর্বপ্রকারে ভগবান গ্রহণ করিলে সে সকল জীব ভগবৎশক্তির দ্বারা শোধিত হইয়া বিশ্বকল্যাণের উপযোগী অভিনয়কার্যে ব্রতী হয়। ইহাই বিশ্বাভিনয়! এই অভিনয়ের দর্শক কে? প্রেক্ষক কে?—দর্শক হইল ঐ সকল অভিনেতাদের সাক্ষিচৈতন্য। এই অভিনয় দর্শনে যে রসের উদয় হয় তাহাই তাঁহারা আস্বাদন করিয়া থাকেন।

বিশ্বনাট্য সম্বন্ধে আরও দু-একটি গুহ্য কথা বলিতে চেষ্টা করিব। পূর্বে যাহা বলিয়াছি তাহা একদেশমাত্র কিন্তু যখন শ্রীভগবানের মহাকৃপায় পূর্ণ দৃষ্টি খুলিয়া যায় তখন আরও গভীর সত্যের অনুভব সম্ভবপর হয়। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, যাহারা কর্তৃত্ব অভিমানবিশিষ্ট রহিয়া তদনুসারে কর্ম করিয়া থাকে এবং তাহার ফলভোগ করে—তাহারা ভগবানের বিশ্বনাট্যের অভিনেতা হইবার যোগ্য নহে। কিন্তু এখন বলিতেছি পূর্ণ জ্ঞানের অভিব্যক্তি হইলে বুঝিতে পারা যায় তাহারাও এই বিশ্বনাটের বহির্গত নহে। কারণ, কর্মের অভিমান অর্থাৎ কর্তৃত্ব অভিমান থাকার জন্য তাহাদিগকে বিশ্বনাট্যের বাহিরে স্থান দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু দৃষ্টির গভীর বিকাশ হইলে বুঝিতে পারা যায় তাহারাও বিশ্বনাট্যের বহির্ভূত নহে। কারণ, এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে ব্যক্তিবিশেষের কর্তৃত্ব অভিমান ইহাও তাহারই অভিনয়ের অংগ-বিশেষ, কারণ শ্রুতি বলিয়াছেনঃ "যং উন্নিনীষতি তং সাধু কর্ম কারয়তি, যং অধোনিনীষতি তং অসাধু কর্ম কারয়তি।" দৃষ্টি এই পর্যন্ত বিকশিত হইলে সমস্ত বিশ্বলীলাই তাঁহার নাট্যলীলারূপে বোধ-গম্য হয়। এই পরিস্থিতিতে অজ্ঞান, কর্ম, বিচিত্র প্রকার সাধনা অনুষ্ঠান এবং তাহার পরে আত্মসমর্পণ প্রভৃতি সবই শ্রীভগবানের মহাইচ্ছার ফলে সংঘটিত হয়। ক্রিয়াক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত জীব যে নিজেকে কর্তা মনে করে এবং যে অজ্ঞানের প্রভাবে সে এইরূপ মনে করে তাহাও সেই মহাইচ্ছার বাহিরে নহে।

॥৩১॥

প্রকৃত সমর্পণ কখন হয়?

যতদিন হৃদয়ে ভগবানের সাক্ষাৎকার না হয় ততদিন যথার্থ সমর্পণ সম্ভব নহে। কারণ যাঁহার হাতে নিজেকে সমর্পণ করিতে হইবে তাঁহার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হওয়া প্রয়োজন। প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের পরই আপনাকে তাঁহার চরণে সমর্পণ করা সম্ভব। যতদিন পর্যন্ত উদাসীন ভাব থাকে ততদিন সমর্পণ হয় না। সাক্ষাৎকারের পূর্বে উদাসীন ভাব থাকেই এবং থাকা উচিতও। পরন্তু মায়ার অধিষ্ঠাতারূপে অন্তরে অন্তরের অধিষ্ঠাতার দর্শনপ্রাপ্তি হওয়া আবশ্যক। ঐ দর্শন হইতেই ইহা জানা যায় যে জীবমাত্রকেই সর্বত্র মায়াতন্তু দ্বারা সঞ্চা-লনের অধিকার তাঁহারই আছে। কেহ নিজেকে যতই কর্তা মনে করুক না কেন আসলে সে কর্তা নয়। কর্তৃত্বাভিমান হইতে কর্ম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎপন্ন হয় এবং ফলভোগ করিতে হয়। কিন্তু যখন দেখিতে পাওয়া যায় যে পরম সত্তাই মায়া-রজ্জু দ্বারা সমগ্র জীবকে পুত্তলিকাবৎ সঞ্চালন করিতেছেন তখনই অনুভবে আসে যে সমগ্র বিশ্বে সর্বদা তিনিই কর্তা। ঐ অনুভব হইবার পর তাঁহার শরণাগতি আবশ্যক হয়।

কর্ম করা এবং তাঁহার দ্বারা নিজেকে সঞ্চালিত হইতে দেওয়া—ইহাই সমর্পণ। ইহা ইচ্ছাপূর্বক হয়। সমর্পণ ব্যতীত মুক্তি হয় না। পরমাত্মা তখনই জীবের সকল ভার গ্রহণ করেন যখন জীব আত্মসমর্পণ করে। তখন পরমাত্মাই সকল দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং উহার স্বরূপের সকল মলিনতা দূর করিয়া দেন। যে জীব নিজেকে অভিমান-বশে মনুষ্যদেহে স্থিত বলিয়া মনে করে, সে তখন ক্রীড়া-পুত্তলিকার মত হইয়া পড়ে। সমর্পণান্তে ঈশ্বর আপনার শক্তি দ্বারা ঐ জীবের ভার গ্রহণ করেন এবং উহাকে সঞ্চালন করেন। উহার জ্ঞান তথা ক্রিয়ার পূর্ণ দায়িত্ব ঈশ্বরেরই উপর ন্যস্ত হয়। ব্রহ্ম-গায়ত্রীতে এ জন্য নিত্যোপাসনায় তিনটি স্তর উল্লিখিত আছে।

(১) স্বরূপজ্ঞান—সবিতাকে সবিতারূপে জানা। উহা বহু পূর্বে ঘটিয়া থাকে। (২) তাহার পর তাঁহার সহিত নিজের যে সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহা স্মরণ করা অর্থাৎ তাঁহার অনন্ত শক্তির মধ্যে যে শক্তির দ্বারা আমাদের কল্যাণ হয়, শুধুমাত্র তাহারই ধ্যান করিতে হয়। অর্থাৎ বিশ্বস্রষ্টার জ্ঞানের অনন্তর তাঁহার কল্যাণকারী রূপ চিত্তে নিবিষ্ট করিয়া ধ্যান করিতে হয়। (৩) ইহার পর তাঁহাকে আরও নিকটে আনিতে হয়, যেখানে জ্ঞান এবং ক্রিয়ার ব্যাপার রহিয়াছে। উহার প্রভাবে ধ্যানান্তে পরমাত্মা ভক্তের ভক্তির প্রভাবে আরও নিকটে আসিয়া অন্তরে প্রকাশিত হন। তখন তিনি আপন শক্তিদ্বারা ভক্তের জ্ঞানমার্গ এবং ক্রিয়ামার্গকে সাক্ষাৎ সঞ্চালন করেন। ইহার ফলে তাঁহারই নিকটে, তাঁহার চরণে ঘটে উপাসকের আত্মসমর্পণ। ইহাই উপাসনার তাৎপর্য।

জ্ঞান ও ক্রিয়া উভয়েই ব্যাপক। হৃদয়বিহারী, ভক্তের কল্যাণকারী পরমেশ্বরের হাতে থাকিলে জীবের কোন বিষয়ে চিন্তা করার অবকাশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে না। জীব তখন প্রাক্তন কর্মের সংস্কারবশেই কর্তৃত্বাভিমান দ্বারা কোন কর্ম করিতে পারে না, কারণ, হৃদয়বিহারী ভগবানই সর্বত্র সঞ্চালকরূপে বিরাজিত থাকেন। ফলে, জীবের অভিনব কর্ম উৎপন্ন হইতে পারে না। জীব ভগবৎশক্তির উপর নিজেকে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হয়। এ পর্যন্ত জীব অন্নময়, প্রাণময় এবং মনোময় কোষের মধ্যে খেলা করিত, এখন হয় সে বিজ্ঞানময় কোষের অধিকারী। এখন সে এমন কোনও কর্ম করে না, যার প্রভাবে তাহার ঊর্ধ্ব বা অধোগতি হয়। কর্মের মূল হইল কর্তৃত্বাভিমান, উহা বিজ্ঞানময় কোষে অপসারিত হয়।

আর এক পদ অগ্রসর হইবার পর আনন্দময় কোষে উপনীত হইয়া মধুধারা পান করিতে সুরু করে। তখন সে ঐ প্রকৃতিরাজ্যের অনন্ত জন্মের ঊর্ধ্বে উঠিয়া যায় এবং প্রকৃতিরাজ্য হইতে মুক্ত হইয়া দিব্য সম্পদ লাভ করে।

বাস্তবক্ষেত্রে সমর্পণ হইবার পরই জীবের যথার্থ উৎকর্ষ লাভ আরম্ভ হয়। এই সময়টিকে আমি সংক্ষেপে অবরোহ মার্গ নামে বর্ণনা করিতেছি। জীবের ভগবান সমীপে উপনীত হওয়া এবং তাঁহার সাক্ষাৎকার এবং আশ্বাস প্রাপ্ত হওয়াই অবরোহ মার্গ। অবরোহ মার্গে জীব অপহত-পাপ্মা—নির্মল শুদ্ধ চিদ্‌বস্তু হইয়া যায়। তখন জীব ভগবত্তালাভ করে। কর্ম এবং সংস্কারের প্রভাব থাকে না। জীব শিবত্ব লাভ করিয়া জগৎকল্যাণ কর্মে ব্রতী হয়। যতদিন জীব ভগবানের হাতে আপনাকে উৎসর্গ না করে, ততদিন সে শুদ্ধ নির্মল হইয়া কর্মরাজ্যের বাহিরে উপনীত হইয়া দিব্য-জীবন লাভ করিতে পারে না।

সৃষ্টিতে ভগবানের লীলাচক্রে দুইটি ইচ্ছা কাজ করে—(১) জীবের ইচ্ছা (২) ভগবদিচ্ছা। সমর্পণান্তে জীব আপনার ইচ্ছাকে বিসর্জন দেয়—তখন ভগবানের ইচ্ছাই জীবের ইচ্ছারূপে প্রকাশিত হয়। ঐ ইচ্ছার প্রভাবে জীব নিষ্কলঙ্ক শুদ্ধ হইয়া অনাদিকালীন মল হইতে মুক্ত হয়। তখন জীবের মধ্যে ভগবত্তার সঞ্চার হয় এবং পরমানন্দের নিত্য উচ্ছ্বাস চলিতে থাকে। জীবের ইচ্ছা ভগবদিচ্ছার বিরুদ্ধ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গামী না হয়—ইহাই জীবের লক্ষ্য হওয়া উচিত। ভগবানের হাতের ক্রীড়াপুত্তলিকাবৎ জীবের থাকা উচিত। ঐ সময় একমাত্র ভগবদিচ্ছাই ক্রিয়াশীল থাকে, জীবের ইচ্ছা উহাতে বাধা প্রদান করে না। তাহাতেই জীবের পরম সৌভাগ্যের উদয় হয়।

যতদিন ভগবদ্দর্শন না হয় ততদিন ভগবদিচ্ছার পরিজ্ঞান সম্ভব হয় না। ততদিন পর্যন্ত কর্ম, জ্ঞান, যোগ, ভক্তি, প্রভৃতি মার্গেই জীবের চলা উচিত। ভগবদ্দর্শনান্তে জীব নিজেকে তাঁহার নিকটে সমর্পণ করে। সমর্পণান্তে আর কোনও কর্তব্য অবশিষ্ট থাকে না। ভগবদিচ্ছানুরূপে জীবকে চলিতে হয়। তখন পাপ-পুণ্য, শুদ্ধ-অশুদ্ধের প্রশ্ন উঠে না। মলিন শক্তির প্রভাব হইতে সাবধান থাকা বিধেয় মনে করিয়াই কোন মলিন শক্তির অধীন হওয়া উচিত নয়। কেবল সাধন শক্তির প্রভাবে এই অবস্থা লাভের সম্ভাবনা। কারণ, তখন প্রভুর ইচ্ছার অনুবর্তনই জীবের একমাত্র কর্তব্য। কিন্তু প্রভুর ইচ্ছা মনে করিয়াই মলিন শক্তির প্রভাব হইতে সাবধান থাকা বিধেয়। কেবল সাধনশক্তির প্রভাবে এই অবস্থা লাভের সম্ভবনা কম।

॥ ৩৩ ॥

কামকলাতত্ত্ব কাহাকে বলে? এ সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা নাই—আপনি ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিন।

মহাকাল সংহিতার অন্তর্গত কামকলা সংহিতার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইলে মূল মহাকাল সংহিতা প্রাপ্তির বিবরণ এবং কামকলা সংহিতার অধ্যায় সকলের বিষয় নিরূপণ আবশ্যক। উভয়ই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—উভয় কার্যই যথাসম্ভব বিস্তৃতভাবে করা হইয়াছে কিন্তু যাহা সর্বাপেক্ষা অধিক আবশ্যক সেই বিষয়টির অবতারণা এখনও হয় নাই। এইটি হইল কামকলার স্বরূপ নিরূপণ এবং উহার রহস্য নির্ণয়। শঙ্করাচার্য কামকলা বিদ্যার জন্য বিশেষ ব্যাকুল হইয়াছিলেন, কারণ তিনি জানিতেন অদ্বৈত পরম সত্যকে বুঝিতে হইলে কামকলার বিজ্ঞান অত্যন্ত আবশ্যক। তিনি "সৌন্দর্যলহরী"তেও কামকলা সম্বন্ধে অনেক কিছু বলিয়াছেন। ভারতীয় তান্ত্রিক সাহিত্য আলোচনা করিলে কামকলার রহস্য কিছু কিছু স্পষ্টই প্রতিভাত হয়। আমার ধারণা, এই কামকলা বিজ্ঞান ভারতের দক্ষিণ ভাগেও ছিল এবং উত্তর ভাগেও ছিল। মহাকাল সংহিতার ব্যাপকতা উত্তর ভারতে অধিক, কাশ্মীর, নেপাল, তিব্বত, বিহার, বাংলাদেশ প্রভৃতি উত্তর প্রদেশে মহাকাল সংহিতার প্রচার ছিল বলিয়া মনে হয়। ইহা ঐতিহাসিক সত্য। দক্ষিণ ভারতে মহাকাল সংহিতার গ্রন্থাদি আংশিকরূপেও তেমনটি পাওয়া যায় বলিয়া মনে হয় না। সেইজন্য মনে হয়, মহাকাল সংহিতায় বিবৃত যে কামকলার রহস্য আভাসরূপে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত কামকলা বিজ্ঞান হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন। মহাকাল সংহিতায় বিশেষভাবে কামকলা বিজ্ঞান পাইবার আশা ছিল কিন্তু এখন পর্যন্ত উহা হস্তগত হয় নাই। কামকলা তত্ত্বের যে স্বরূপ লইয়া তন্ত্রশাস্ত্র প্রবর্তিত হইয়াছে তাহা দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত কামকলা তত্ত্বের আধারেই প্রবর্তিত বলিয়া মনে হয়। কামকলার সহিত শ্রীবিদ্যার কি সম্বন্ধ এবং কালী বা মহাকালীর কি সম্বন্ধ তাহা গভীরভাবে আলোচনার বিষয়।

কামকলা শব্দে কি বুঝায়, তাহাই বিশেষভাবে ধ্যানের বিষয়। কামকলাতত্ত্বে কাম শব্দ সূর্যের বাচক। 'কামাখ্যো হি রবিঃ'। ইহারই নাম বিন্দু, যাহা কখনও কখনও মহাবিন্দু নামে অভিহিত হয়। অগ্নি হইতে হয় সংহার আর সোমকলা হইতে হয় সৃষ্টি। সুতরাং অগ্নি ও সোম এই দুইটি বিন্দু সৃষ্টি ও সংহার বাচক এবং সূর্য বা রবি যাহা বিন্দুস্বরূপ কাম তাহা স্থিতির বাচক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুইটি শক্তি পরস্পর বিরুদ্ধভাবে ক্রিয়া করিলে যদি উভয় শক্তি তুল্যবল হয় তাহা হইলে উভয়ের কোন দিকেই গতি হয় না, স্থিতি হয়। এই স্থিতিই অগ্নি ও সোমের সাম্যাবস্থারূপে বিন্দু জানিতে হইবে। প্রাচীন সিদ্ধান্ত অনুসারে এই স্থিতিবিন্দু বা রবি শিবশক্তির সামরস্য স্বরূপ। এই সামরস্য স্থিতিরূপে নিত্য বর্তমান রহিয়াছে। ইহা static নয়, dynamic নয়, বস্তুতঃ static ও dynamic উভয়ের equilibrium। এই স্থিতিবিন্দু সমগ্র সৃষ্টির অন্তরালে নিত্যসিদ্ধ-রূপে বর্তমান থাকে। শিবশক্তি বস্তুতঃ প্রকাশ ও বিমর্শের নামান্তর। প্রকাশ অগ্নিস্বরূপ, বিমর্শ ঘৃতস্বরূপ। অগ্নিসম্পর্কে ঘৃত যেমন বিগলিত হইলে তাহার স্রাব হয়, তদ্রূপ প্রকাশ-বহ্নির সম্পর্কে বিমর্শ-রূপ ঘৃত বিগলিত হইয়া প্রবাহিত হইতে থাকে। যে অবস্থাতে প্রকাশ এবং বিমর্শ সমরস, তাহার কোন পরিবর্তন ঘটে না কারণ উহা স্থিতি-রূপ। এই যে বিমর্শের স্রাব ইহা অবাধিতভাবে চলিতে থাকে। ইহার ফলেই চিৎশক্তি অথবা সংবিদ্-এর উদ্ভব হয় এবং সংবিৎ হইতেই বিশ্বের মূলীভূত, ষটত্রিংশৎ তত্ত্ব আবির্ভূত হয়। এই ছত্রিশ তত্ত্বের মধ্যে শিব ও শক্তি প্রথমেই রহিয়াছে। সেই শিব-শক্তি আর বিন্দুরূপে অথবা সবিতার স্বরূপে সমরসরূপ স্থিতিপদে যে শিবশক্তি রহিয়াছেন তাহার মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। ইহা বিশেষরূপে অনুধাবনের যোগ্য। এই যে বিন্দু ও শিবশক্তি ইহার অন্তরালে হার্ধকলা ক্রিয়াশীল-রূপে বর্তমান রহিয়াছে। ইহাই দেবীর যোনিপ্রদেশ হইতে ধারারূপে নিঃসৃত হয়। ছত্রিশ তত্ত্বের তরঙ্গ ইহা হইতেই উদ্ভূত হয়।

সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে কামকলাই শক্তির আদিরূপ। কামকলা বিশ্বের আবির্ভাবের প্রাঞ্জল স্বরূপ লইয়া আবির্ভূত হয়। ইহা নিত্যসিদ্ধ সামরস্যের সমকালীন সত্তা। বিন্দুর চক্র হইতেই সৃষ্টির আবির্ভাব হয় এবং এই চক্র মহাবিন্দুকে আশ্রয় করিয়া স্থিতিশীল। মহাবিন্দু বলিতে শিবশক্তির সামরস্যকে বুঝাইয়া থাকে। এই সামরস্য স্থিতির স্বরূপ। ইহারই পৃষ্ঠে হার্ধকলার স্রাব হয় এবং বিশ্বের উৎপাদক তত্ত্বসমূহের আবির্ভাব হয়। শিবশক্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্বের মূলেও আছে, বিশ্বের স্বরূপেও আছে। যে মাতৃশক্তি সমগ্র বিশ্বকে প্রসব করিয়া বিশ্বপ্রসূতি নামে পরিচয় প্রাপ্ত হয় তাহা বিশ্বসৃষ্টির ক্রমবিকাশের পথে একদিক দিয়া এই কামকলাক্ষর ব্যতীত অপর কিছুই নহে।

বিশ্বসৃষ্টির মূলে কামকলার কার্য রহিয়াছে ইহা সর্ববাদিসিদ্ধ। প্রাচীন ভারতে তান্ত্রিক সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখা যায় শ্রীবিদ্যারূপে অথবা মহাকালীরূপে কামকলার ক্রিয়াই সর্বত্র দৃষ্টিগোচর হয়। কামকলার ক্রিয়া ব্যতীত বিশ্ব সৃষ্টি হইতে পারে না। আমরা প্রাচীন তন্ত্রসাহিত্য আলোচনা করিলে শ্রীচক্রের আবির্ভাবও এই কামকলার দ্বারা ঘটিয়াছে, ইহা দেখিতে পাই। কিন্তু দশমহাবিদ্যার কালীও কামকলাকালীরূপে কামকলার সহিত জড়িত রহিয়াছে। শ্রীচক্র ত্রিপুরাসুন্দরীর ক্রম অনুসারে কল্পিত হইয়াছে। ঠিক সেই প্রকার কামকলাকালীরও একটা স্বতন্ত্র ধারা আছে, ইহা নিশ্চিত। এই ধারাটি কি তাহা বর্তমান মহাকাল সংহিতার কামকলা খণ্ড হইতে জানিতে পারা গেল না। যে প্রকারেই হোক কামকলার মধ্য দিয়া সকল প্রকার ক্রম অনুসারে সৃষ্টি ঘটিয়া থাকে। যতক্ষণ মহাকাল সংহিতার অনুমোদিত ক্রম পরিজ্ঞাত না হইবে ততক্ষণ প্রচলিত ক্রম অনুসারেই কামকলা তত্ত্ব বুঝিতে হইবে। সমগ্র বিশ্ব এই কামকলার স্বরূপের বিভিন্ন প্রকার কল্পনার উপর কল্পিত হয়। কামকলার আলোচনায় আমরা প্রচলিত সৃষ্টির ক্রমই বুঝিতে চেষ্টা করিব। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে ইহা একপক্ষের কথা মাত্র। কারণ বিশ্বসৃষ্টি বুঝিতে হইলে ষোড়শী বা শ্রীবিদ্যার ক্রম আদিবিদ্যা কালীর ক্রম হইতে অবশ্যই ভিন্ন হইবে। তবে উভয়ই অদ্বৈত দৃষ্টিকে ভিত্তি করিয়া কল্পনা করা হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥ ৩৪ ॥

ইষ্ট দেবতা ও তার রহস্য কি? বুঝাইয়া দিন।

তোমাকে একটি গুহ্য বিষয় বুঝাইয়া বলিতেছি। বুঝিতে চেষ্টা করিবে। সাধক যখন উপাসনার পূর্বে তাহার ইষ্ট দেবতা নিরূপণের জন্য সদ্‌গুরুর নিকট উপস্থিত হয় তখন সদ্‌গুরু এই গভীর রহস্য বিষয়ে যে উপদেশ দেন তাহার তত্ত্ব সংক্ষেপে লিখিত হইল।

সাধকের বর্তমান সময়কার রুচি অনুসারে ইষ্ট দেবতা নির্ণয় করার চেষ্টা বৃথা। বিভিন্ন উপায়ে এ বিষয়ে অগ্রসর হওয়া যায়। তৎ-সম্বন্ধে দুই-একটি মর্মকথা বর্ণনা করিব। সাধকের কে ইষ্ট তাহা সাধক জানে না, কারণ সে অজ্ঞানী। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণও তাহা বলিতে পারেন না, কারণ তাঁহারা সূক্ষ্মদর্শী নহেন। এ বিষয়ে দুইটি নিয়ম দৃষ্টিগোচর করিয়া লওয়া আবশ্যক। সাধকের নিজের কুলদেবতা কি তাহা জানা তাহার পক্ষে কঠিন। পরম্পরাগত শ্রুতি সাহায্য করিতে পারে বটে কিন্তু তাহা অব্যর্থ নয়।

কিন্তু কুলদেবতা অপেক্ষা তাহার ব্যক্তিগতদেবতা নিরূপণ করা অধিকতর আবশ্যক। সাধক নিজের পূর্বজন্মে ভিন্ন ভিন্ন দেহে কোন দেবতার উপাসনা করিয়াছে এবং কি মাত্রায় ঐ উপাসনা সম্পন্ন হইয়াছে তাহা না জানিতে পারিলে সাধকের পক্ষে জন্মান্তরের সাধনার সঙ্গে বর্তমান সাধনার সামঞ্জস্য রাখা কঠিন হয়। এই জন্য সদ্‌গুরু শক্তিশালী হইলে নিজে চেষ্টা করিয়া পূর্বজন্মের উপাসনার সংস্কারটা জানিয়া লইতে পারেন এবং ঐ উপাসনার ধারা অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান জীবনে অগ্রসর হইতে পারেন। লৌকিক সংস্কার এই মার্গে সুফল প্রসব করে না। সেইজন্য অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা পূর্বজন্মের সংস্কারটা দেখিয়া লইতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধমণ্ডলীতে ইহার ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী আছে। আমি একটি সাধরণ ক্রম এইখানে উল্লেখ করিতেছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধক যোগমার্গে নিষ্ণাত হইলে পূর্বজন্মের সাধনার সংস্কারটা নিজেই দেখিয়া লইতে পারেন।

সদ্‌গুরুও সেইজন্য যোগমার্গ অবলম্বনে পূর্বজন্মের সংস্কারটা বুঝিতে চেষ্টা করেন। যোগী সাধক যোগে আরূঢ় হইয়া ভাবী শিষ্যের সত্তাতে অভিনিবিষ্ট হন। ইহার ফলে পরিপক্ক সমাধি অবস্থার প্রভাবে পূর্বজন্মের ধারাটি প্রত্যক্ষগোচর হইয়া থাকে। সংস্কারের সাক্ষাৎকার হইতেই ইহা সম্ভবপর হয় এবং যিনি ইহা করিতে পারেন না তাঁহার পক্ষে নিশ্চয়রূপে জানাও সম্ভব নহে সাধকের পূর্বজন্মে কি প্রকার সাধনা ছিল। এই অবস্থায় যিনি পারঙ্গত তিনি প্রাচীনকালে ঋষি পদবাচ্য হইতেন অর্থাৎ ঋষিভাব প্রাপ্ত হইলে সাক্ষাৎভাবে স্বভাবটা জানিতে পারা যায় অর্থাৎ প্রত্যক্ষ করা যায়। সেইজন্য ঋষি শব্দের অর্থ দ্রষ্টা। সদ্‌গুরু এইপ্রকারে পূর্বজন্মের সাক্ষাৎকার দ্বারা ঐ সময়-কার সংস্কার এবং উপাসনা প্রভৃতির বিস্তারিত বিবরণ জানিতে পারেন। ভাবী শিষ্য তাহার পূর্বজন্মের হতিহাস জানে না কিন্তু গুরু সমাধি প্রজ্ঞার দ্বারা তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। তখন সেই পূর্বাবস্থাটি চিত্তে অপরোক্ষ ভাবে উদিত হয়। দেবতা, মন্ত্র, বীজ—সবই এইভাবে জানা যায়। এইরূপ জ্ঞান লাভ হইলে সাধকের সাধনধারা সম্বন্ধে গুরুর কোন সন্দেহ থাকে না। কিন্তু এই সাধন ধারাটি অবগত হই-লেও শিষ্যকে ইহা অর্পণ করা এবং ঐ পথে চালিত করা অতি দুরূহ কার্য। এই বিষয়ে দুইটি মার্গ প্রচলিত আছে। একটি যোগসিদ্ধ জ্ঞানী মহাপুরুষ সম্বন্ধে আর অপরটি জাগতিক গুরুজন সম্বন্ধে।

যোগী সদ্‌গুরু সমাধি আলম্বন করিয়া সাধকের সত্তাকে অব-লম্বন করার ফলে সাধকের ইষ্টদেবতার স্বরূপ জানিতে পারেন এবং উহাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পারেন। সমাধিতে প্রবিষ্ট হওয়ার ফলে ইহা ঘটে। সমাধি ভাঙ্গিবার ফলে গুরু পূর্বজন্মের সংস্কারাদি সাক্ষাৎকার করিতে পারেন বটে এবং সমাধি হইতে উত্থান লাভ করিয়া উহা তাহার জ্ঞান গোচর থাকে, ইহাও সত্য। কিন্তু সমাধি অবসানে উহা কি প্রকারে সাধককে অর্পণ করিতে হইবে অর্থাৎ জানাইতে হইবে তাহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটি সমস্যা। কারণ গুরু যাহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পান তাহা সমাধির সমকালীন অবস্থা। ব্যুত্থান অবস্থায় উহা নিজের জানা থাকিলেও সাধককে সাক্ষাৎভাবে সহজে বলিতে পারেন না। গুরু ভাবী শিষ্যের বা সাধকের পূর্বজন্মের সংস্কারটা প্রত্যক্ষ জানিতে পারিলেও সাধককে জানাইতে পারা একটি কঠিন বিষয়। কারণ গুরু যাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন তাহা গুরুর পক্ষে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইলেও শিষ্য বা সাধক কিছুই ধরিতে পারে না কি প্রকারে সে অভ্যাস করিবে। এইজন্য কোন সিদ্ধ আসন প্রভৃতি যদি গুরু অবলম্বন করিতে পারেন তবে উহাকে অবলম্বন করিয়া ভাবী শিষ্য সব রহস্য প্রত্যক্ষ দেখিতে পান। ভাবী শিষ্য এই সিদ্ধপীঠ অথবা বস্তুবিশেষ অবলম্বন করিয়া ইষ্টদেবতার নাম ও মূর্তি প্রভৃতি প্রত্যক্ষ দেখিতে পান। তখন উহাই অবলম্বন করিয়া সাধক শিষ্য নিজের সাধনার পথে অগ্রসর হইতে পারেন।

সিদ্ধ সম্পদ কিছু না থাকিলে গুরুর পক্ষে সাক্ষাৎভাবে অর্পণের ভার গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় না। সেইরূপ স্থলে পশ্যন্তী ভূমিতে যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে, (নাম, মন্ত্রাদি) তাহা শিষ্যের বৈখরী অবস্থায় সাক্ষাৎভাবে গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় না। এইরূপ স্থলে গুরুদত্ত সাধনার উপায়ের দ্বারা লৌকিক বা বৈখরী অবস্থায় ক্রিয়া করিতে করিতে অনাহত ধ্বনির উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আপনা আপনি automatically মধ্যমা অবস্থার উদয় হয়। মধ্যমা অবস্থায় পশ্যন্তী-অবস্থার আভাসটি নাদকে আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া ওঠে। তখন আর মধ্যমাভূমিতে স্থিতি থাকে না। বৈখরী অবস্থাতেই শিষ্য অভ্যাসের কার্য করিতে থাকে। এরূপ না করিতে পারিলে পশ্যন্তী অবস্থা হইতে বৈখরীর ভূমিতে জ্ঞানকে নামাইয়া আনা কঠিন। একবার বৈখরীতে নামিলে তাহার পর শিষ্যের পক্ষে অভ্যাস করা সহজ হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥ ৩৫ ॥

সাধনপথে অগ্রসর হওয়ার জন্য কি প্রয়োজন?

সাধনপথে গুরুর আদেশ অনুসারে চলিতে হয়। তাহাতে কুল-কুণ্ডলিনীর জাগরণ হয়। শক্তির জাগরণ হইলে শক্তিই সাধককে চালনা করেন। তখন কি করিতে হইবে তাহা মানুষের জানার দরকার করে না। শক্তিই নির্দেশ করেন। যেমন গোমুখীতে গঙ্গা বরফ হইয়া আছেন, সেই বরফ ভাঙ্গিলে জল গড়াইয়া আপন রাস্তা করিয়া লইয়া সমুদ্রে পেঁাছিবেই। প্রাথমিক কর্ম বরফ ভাঙ্গার। সমুদ্রে পেঁাছানো মানে শক্তি সাধককে শিবের নিকট পেঁাছাইয়া দিল। শিবত্ব প্রাপ্ত হইলে আবার সাধকের বোধ থাকে না যে তিনিই শিব। অবশ্য উত্তম আধারের কথা আলাদা। এমন অনেক মহাপুরুষ দেখা যায় যাঁহারা শিবত্ব লাভ করিয়াছেন অথচ নিজেই যে শিব এই বোধ শূন্য। অবশ্য শক্তিই এই স্থলে সহায়তা করেন।

এই সকল কথা শাক্ত উপায়ের দিক দিয়া ভাবিতে হইবে। এইরূপ অন্য উপায়ও আছে আবার নিরুপায়ও আছে।

যখন শক্তির জাগরণ হয় তখন উহা সহস্রারে যাইয়া শিবের সহিত মিলিত হয়। শিবের সহিত আলিঙ্গিত হওয়ার শক্তি জন্মে। সাধারণ জীব সম্পূর্ণভাবে শিবের সহিত মিলিত হওয়ার স্বাদ পায় না। তাহার জন্য চিদাকাশের আবরণ উন্মোচন প্রয়োজন। উহার নিমিত্ত নাভি ক্রিয়ার উন্মোচনের ফলে ঊর্ধ্বগতি হয়। শাস্ত্রে আছে, ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিকমলে অধিষ্ঠান করেন। উহা ঠিক। এইরূপে নাভিক্রিয়ার ফলে চিদাকাশের আবরণ উন্মোচিত হওয়ায় শিবশক্তির আলিঙ্গনের প্রকৃত আনন্দ আস্বাদিত হয়। ইহা না হইয়া শিব শক্তিকে আলিঙ্গন করিলে সাধকের অভিভূত হইয়া পড়ার আশঙ্কা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহাই হউক, শক্তির জাগরণ না হইলে শিবের সহিত মিলনের আনন্দ লাভ করা হয় না।

॥ ৩৬ ॥

বীজ বলিতে কি বুঝিব?

সাধারণভাবে, যাহা হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। এই বীজ হইতেই সকল সৃষ্টি হয়। বীজ হইতে বৃক্ষ, আবার বীজ এইভাবে অনন্ত ধারা চলিবে। বীজই নিজের স্বরূপ, তাহা মাতৃকা ভিন্ন পাওয়া যায় না। 'অ' হইতে 'হ' এই পঞ্চাশটি বর্ণমালাই মাতৃকা। এই অ হইতে হ লইয়াই 'অহং'। এই যে লাইব্রেরীতে কত বই আছে। তাহার মূলে কিন্তু ২৬টি অক্ষর বা বর্ণ ছাড়া আর কিছু নাই। একটি শব্দের সহিত অপরাপর শব্দের permutation ও combination দ্বারা এই অসংখ্য পুস্তক সম্ভব হইয়াছে। এই বীজই প্রণব, একত্র করিলে ওঁকার হয়। শিশুর বীজ নাই, কারণ বীর্য নাই। যৌবন আসিলে বীর্য হয় এবং বীজও জন্মে। তেমনি অধ্যাত্ম জগতেও যৌবন বলিয়া একটি অবস্থা আছে। প্রত্যেকের বীজই আলাদা আলাদা কিন্তু একই বীজ। প্রত্যেকটি বীজ হইতে আসলটি বাহির করিলে স্বরূপ বোঝা যায়। চিৎশক্তির বিকাশ হয়—নাভিচক্র খুলিয়া যায় এবং 'একই সব' এই তত্ত্ব জ্ঞান হয়। অতএব একই অহং—অনন্ত।

গুরু শিষ্যকে কখন বীজ দান করেন?

দীক্ষার সময়। শিষ্যের বীজ আহরণ করিতে গুরুকে মূলেতে যাইতে হয়। পশ্যন্তী বাক্ ভূমিতে তাহার সঙ্গে এক হইয়া যাইতে হয়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার পর নামিতে হয় মধ্যমায়, তাহার পর বৈখরীতে এবং তখন তিনি বলিয়া দেন—ইহাই তোমার বীজ। শিষ্য তখন তাহা জপ করে। জপের ফলে বীজের আবরণ মুক্ত হয়—নাদ উত্থিত হয়—অবশেষে জ্যোতি ফুটিয়া উঠে। এই বীজই ভৌতিক আকাশ হইতে চিদাকাশে লইয়া যায়। সাধারণ লোক বীজ ধরিতেই পারে না। সদ্গুরু পারেন। একটা গোলাপের মধ্যে যে বিশ্বের সবকিছু উপাদান আছে, সাধারণতঃ কি বুঝা যায়? বীজ লাভ করিলে মনের রাজ্য লাভ হইয়া গেল। শব্দ গলিয়া গেলেই নাদ আসে। নৌকার মাঝি কি করে? সে নৌকাকে কোনরূপে অনুকূল স্রোতে লইয়া যাইবার চেষ্টা করে, কারণ জানে একবার অনুকূল স্রোতে পৌঁছিতে পারিলে নৌকা আপনি চলিবে।

নির্বীজ অবস্থা কি আছে?

নিশ্চয়ই। বীজ থাকিলে নির্বীজ অবস্থাও আছে। নির্বীজ নিজে জ্ঞান পায়—তাহার নিজের সিদ্ধি হয় কিন্তু উহা অপরকে দিতে পারে না। তাহা সৃষ্টির মধ্যে গণ্য হয় না।

নামে ও বীজে তফাৎ কি?

নাম জপের ফলে কালের অর্থাৎ জরা ও মৃত্যুর আবরণ কাটে, আনন্দ লাভ হয়, চিদানন্দও থাকে, কিন্তু অপরকে দেওয়া যায় না। নামের মধ্য দিয়া স্বরূপ প্রকাশ হয় না। বীজেতে স্বাতন্ত্র্য শক্তিও নিহিত থাকে, অর্থাৎ বীজ জপের ফলে স্বাতন্ত্র্য শক্তি পর্যন্ত বিকশিত হয়; নামে উহা হয় না।

সাধারণ যোগী বীজ ধরিতেই পারে না। সদ্গুরু পারেন। বীজ পাইয়া গেলে মনের রাজ্য পাইয়া গেলে। শব্দ গলিয়া গেলেই নাদ আসিয়া গেল। নৌকার মাঝি ঠিক current-এ নৌকা নিতে পারিলেই নৌকা আপনি চলে।

গুরু কাউকে নাম, কাউকে বীজ দেন—ইহার মধ্যে তফাৎ কি?

পূর্বেই বলিয়াছি, বীজেতে স্বাতন্ত্র্যশক্তি পর্যন্ত বিকাশ হয়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নামে কালের অর্থাৎ জরা-মৃত্যুর আবরণ কাটে, আনন্দ ও চিদানন্দও থাকে কিন্তু অপরকে দেওয়া যায় না। নামের মধ্য দিয়া স্বরূপ প্রকাশ হয় না।

॥ ৩৭ ॥

সূর্য-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু কিছু জিজ্ঞাসা আছে। মোটের উপর সূর্য-বিজ্ঞান তত্ত্বটা কি?

সূর্য-বিজ্ঞান অতি প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞান। কিন্তু সাধারণ জগতে আমাদের গুরুদেবের আবির্ভাবের পূর্বে ইহার রহস্য কেহ বিশেষভাবে জানিত না অথবা জানিলেও তাহা প্রকাশ করে নাই। এজন্য সে সম্বন্ধে কিছু বলিবার নাই। আমি সর্বপ্রথম যখন শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ দর্শনলাভ করি তখনই ইহার পরিচয় প্রাপ্ত হই এবং ক্রমশঃ ইহার বিস্তারিত রহস্যও অবগত হই। পরে শ্রীগুরুদেবকে বলিতে শুনিয়াছি যে তিনি এই বিজ্ঞান এবং ইহার সহিত অন্যান্য বিজ্ঞান যেমন চন্দ্র-বিজ্ঞান, নক্ষত্র-বিজ্ঞান, বায়ু-বিজ্ঞান, ক্ষণ-বিজ্ঞান এই সব জ্ঞানগঞ্জ হইতে ব্রহ্মচর্য অবস্থায় অবস্থানকালে শিক্ষণ করিয়াছেন। পরে ক্রমশঃ তিনি নিজে ইহার বিকাশও সম্পাদন করিয়াছেন।

সাধারণতঃ সূর্য-বিজ্ঞানের রহস্যই সর্ববিধ লৌকিক বিজ্ঞানের মূল রহস্য। মোটকথা এই সূর্য হইতে জগতের যাবতীয় পদার্থ উৎপন্ন হয় এবং এই বিজ্ঞান জানিলে সকল পদার্থই ইচ্ছানুরূপ নির্মাণ করা যায়। তিনি বলিতেন সূর্যের নাম সবিতা কারণ ইহাই বিশ্ব প্রসবের মূল। সূর্য-বিজ্ঞান শিখিতে হইলে সূর্যের রশ্মি সম্বন্ধে পরিজ্ঞান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকা আবশ্যক। সূর্য-বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত অনুসারে জগতের সকল পদার্থই সূর্য হইতে উদ্ভূত। সূর্যের রশ্মি সাত প্রকার। এই সাত প্রকার রশ্মির মিশ্রণে অনন্তপ্রকার রশ্মি উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু এই সকল রশ্মির মূলে শুভ্র বা শ্বেত বর্ণের প্রকাশ বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐটি বিশুদ্ধ সত্ত্বের প্রকাশ। অন্যান্য রশ্মিতে ত্রিগুণের প্রকাশ। বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই যে জাগতিক প্রতি বস্তুরই একটি ফর্মূলা আছে। তদনুসারে রশ্মির পরস্পর মিশ্রণ প্রত্যেক বস্তুতে আছে। কিন্তু নির্মাণকালে প্রত্যেক বস্তুর নির্দিষ্ট ফর্মূলা অনুসারে উহাদিগকে আকর্ষণ করিয়া সাজাইয়া নিতে হয়। আকর্ষণ করিতে হয় প্রথমাবস্থায় একটি লেন্‌স্-এর দ্বারা। সাধারণ লেন্‌স্-এও হয় কিন্তু জ্ঞানগঞ্জ হইতে প্রাপ্ত বিশিষ্ট লেন্‌স্ হইলে ভাল হয়। যখন রশ্মির আকর্ষণ-প্রক্রিয়াতে অধিকার জন্মে তখন এই সব রশ্মির আকর্ষণ ক্রিয়া শুধু হাত দিয়াও করা যায়, অবশ্য জ্ঞানের পূর্ণতা লাভ হইলে। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি যে এই সকল রশ্মি বা বর্ণমালার মূলে আছে বিশুদ্ধ সত্ত্ব বা শুভ্র শ্বেতবর্ণ। ইহা পৃথকভাবে দেখিতে পাওয়া যায় না কারণ জাগতিক বস্তুর বিভিন্ন রঙের দ্বারা ইহা আচ্ছাদিত থাকে। এই শ্বেতবর্ণের উপরে যে বস্তু নির্মাণ করিতে হইবে তাহার ফর্মূলা অনুসারে আকর্ষণ দ্বারা বর্ণ বিন্যাস করিতে হয়। আমরা কোন শব্দ লিখিতে হইলে তাহার বর্ণবিন্যাস অনুসারে বর্ণগুলি পর পর সাজাইয়া থাকি। যেমন camphor এই শব্দটি লিখিতে হইলে প্রথমে লিখিতে হয় c তাহার পর a তাহার পর m ইত্যাদি ক্রমে r পর্যন্ত। কিন্তু সর্বপ্রথম বর্ণ c সূর্য হইতে আকর্ষণের পূর্বে সাদা বা শ্বেতবর্ণ প্রকাশ করিয়া লওয়া আবশ্যক। কারণ তাহা না করিলে যে কোন বর্ণের আবির্ভাব হোক্ তাহা স্থায়ী হয় না। এক বর্ণ আবির্ভাবের পর অন্য বর্ণের সহিত সংযোগের জন্য সেই বর্ণকে আবির্ভূত করিবার সময় পূর্ববর্ণ ক্ষণবিধ্বংসী বলিয়া চলিয়া যায়। এইপ্রকার সর্বত্র। দুইটি বর্ণের পরস্পর সংযোগ সম্ভবপর হয় না, কারণ এক বর্ণকে প্রকাশ করিয়া অন্য বর্ণকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলে সঙ্গে সঙ্গে প্রথম বর্ণ লুপ্ত হইয়া যায়। কাজেই বর্ণমালায় সংযোগ কাহার সঙ্গে কাহার হইবে? কারণ যখন পূর্ববর্ণ আছে তখন পরবর্ণ নাই, ক্ষণিক বলিয়া; এইজন্য পরস্পর যোগ সম্ভবপর হয় না। ইহার জন্য বিশুদ্ধ সত্ত্বের যে শ্বেতবর্ণ তাহাকে ভূমিতে বিস্তার করিয়া রাখিতে হয়। ইহার ফলে প্রথম বর্ণ উৎপন্ন হইয়া ঐ বিশুদ্ধ সত্ত্বে যুক্ত হয়। তাহার পর দ্বিতীয় বর্ণ আবির্ভূত হওয়ার সময় উহা বিদ্যমান থাকে। এইপ্রকারে পর পর সবগুলি বর্ণের সংযোগ ঘটিয়া থাকে। বস্তুর উপাদানে যে সকল বর্ণ রহিয়াছে তাহাদের ক্রমিক আবির্ভাব আবশ্যক। কিন্তু তাহা হইলেও বস্তুর প্রকাশ হয় না যতক্ষণ শেষ বর্ণের উদয় না হয়। ততক্ষণ পর্যন্ত বস্তুর পরিচয় ঘটে না এবং ঘটিতেও পারে না। যখন শেষ বর্ণটির আবির্ভাব হয় তখন রশ্মি নির্মিত বস্তুটি স্ফুরিত হইয়া উঠে এবং এই যে স্ফুরণ হয় উহা বস্তুর স্ফুরণ। যতক্ষণ পূর্বোক্ত সংযোগ অক্ষুণ্ণ থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ স্ফুরণের ব্যাপারও অক্ষুণ্ণ থাকে—যেমন কর্পূর রচনার কথা বলা হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইহার উপাদানটি ইংরেজী বর্ণমালাতে camphor দ্বারা নির্দিষ্ট হইল। যখন c আবির্ভূত হয় অবশ্য শুদ্ধ সত্ত্বের সন্নিকর্ষে ততক্ষণ কর্পূরের আভাস পাওয়া যায় না। পর পর বর্ণের আবির্ভাবেতেও পাওয়া যায় না কিন্তু পর পর আবিভূত হইয়া যখন 'r'-এতে উপনীত হইয়াছে, তখন কর্পূরের গন্ধ পাওয়া যায় এবং ঐ সময় যদি চাঞ্চল্য না ঘটে তাহা হইলে কর্পূর শুধু গন্ধরূপে নহে, স্থূলরূপে আবির্ভূত হইবে এবং ঐ অবস্থার পরিবর্তন না ঘটাইলে যথেচ্ছ পরিমাণে উহা আবির্ভূত হইতে পারে।

ঃ সমাপ্ত ঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi